কুরআন-হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম,
বুজুর্গানে দীন এবং আকাবিরদের
হৃদয়ছোঁয়া নসিহতের
অনবদ্য সংকলন

আখেরাতের প্রস্তুতি

মূল লেখক
আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল গাফ্ফার

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুইটি বিষয় সম্বলিত অমূল্য বাণী ---------- ৭-১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিনটি বিষয় সম্বলিত অমূল্য বাণী ---------- ১৪-৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারটি বিষয় সম্বলিত অমূল্য বাণী ---------- ৩৫-৫১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঁচটি বিষয় সম্বলিত অমূল্য বাণী ---------- ৫২-৬৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছয়টি বিষয় সম্বলিত অমূল্য বাণী ---------- ৬৭-৭৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাতটি বিষয় সম্বলিত অমূল্য বাণী ---------- ৭৭-৮৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আটটিবিষয় সম্বলিত অমূল্য বাণী ---------- ৮৫-৮৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নয়টি বিষয় সম্বলিত অমূল্য বাণী ---------- ৮৯-৯৩

নবম পরিচ্ছেদ

দশটি বিষয় সম্বলিত অমূল্য বাণী ---------- ৯৫-১২৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

[এ পরিচ্ছেদে ঐ সকল বাণী উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর মাঝে রয়েছে দু'টি বিষয়ের তথ্য। অর্থাৎ হয়তো তাতে দুটি উক্তি বা বক্তব্য রয়েছে কিংবা বাণীর দুটি অংশ রয়েছে ইত্যাদি।]

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—

خَصْلَتَانِ لَا شَيْءَ أَفْضَلُ مِنْهُمَا ۔ اَلْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالنَّفْعُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَخَصْلَتَانِ لَاشَيْءَ أَخْبَثُ مِنْهُمَا: اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالضَّرُّ بِالْمُسْلِمِيْنَ۔

দু'টি বিষয় এরূপ যা অপেক্ষা উত্তম অন্য কিছু নেই—

১. আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আনয়ন করা

২. মুসলমানদের উপকার করা।

পক্ষান্তরে দু'টি বিষয় এরূপ যা অপেক্ষা মন্দ আর কিছু নেই—

১. আল্লাহ্পাকের সঙ্গে শরীক করা।

২. মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করা।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—

عَلَيْكُمْ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتِمَاعِ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ ۔ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُحْيِ الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِمَاءِ الْمَطَرِ۔

তোমাদের উপর দু'টি বিষয় আবশ্যক। (১) ওলামায়ে কেরামের মজলিসে বসা (২) হিকমতের অধিকারী মানুষের কথা-বার্তা শ্রবণ করা। কেননা আল্লাহ্পাক হিকমতের নূর দ্বারা মৃত অন্তরসমূহকে ঐরূপ জীবিত করে দেন, যেমন তিনি বৃষ্টির পানি দ্বারা মৃত অনুর্বর ভূমিকে জীবিত (উর্বর) করে থাকেন।

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ بِلَا زَادٍ فَكَأَنَّمَا رَكِبَ الْبَحْرَ بِلَا سَفِينَةٍ.

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি কোন পাথেয় ব্যতীতঅর্থাৎ পরকালের প্রস্তুতি ব্যতীত কবরে প্রবেশ করল, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে নৌকা ব্যতীত সমুদ্রে ভ্রমন করল। অর্থাৎ উভয়ের জন্যই ধ্বংস অনিবার্য।

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عِزُّ الدُّنْيَا بِالْمَالِ وَعِزُّ الْآخِرَةِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ.

হযরত উমর রাযি. এরশাদ করেন, জাগতিক সম্মান অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর পরকালের সম্মান পাওয়া যায় নেক আমলের মাধ্যমে।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَمُّ الدُّنْيَا ظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ وَهَمُّ الْآخِرَةِ نُورٌ فِي الْقَلْبِ

হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. এরশাদ করেন, দুনিয়ার চিন্তা-ফিকির এবং জাগতিক কল্পনা-জল্পনা অন্তরের কালিমা বৃদ্ধি করে। এবং পরকালের কল্পনা-জল্পনা অন্তরকে আলোকিত করে।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَنْ كَانَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَتِ الْجَنَّةُ فِي طَلَبِهِ وَمَنْ كَانَ فِي طَلَبِ الْمَعْصِيَةِ كَانَتِ النَّارُ فِي طَلَبِهِ

হযরত আলী রাযি. এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইলমের তালাশে ঘুরা-ফেরা করবে বেহেশত তার সন্ধানে ঘুরতে থাকবে। এবং যে গুনাহ অন্বেষণে ঘুরে বেড়াবে, দোযখ তাকে সন্ধান করে বেড়াবে।

عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ رَحِمَهُ اللهُ : مَا عَصَى اللهَ كَرِيمٌ وَمَا آثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ حَكِيمٌ.

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআয রহ. বলেন, ভদ্র লোকেরা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করে না এবং জ্ঞানী মানুষেরা দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেয় না।

عَنِ الْأَعْمَشِ رَحِمَهُ اللهُ : مَنْ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ التَّقْوَى كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ وَصْفِ رِبْحِ دِينِهِ وَمَنْ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ الدُّنْيَا كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ وَصْفِ خُسْرَانِ دِينِهِ.

হযরত আ'মাশ রহ. বলেন, যার পুঁজি তাকওয়া ও আল্লাহভীতি হয়, মানুষের জবান তাঁর ধার্মিকতার প্রশংসা করতে করতে পেরেশান হয়ে যায়। এবং যার যিন্দেগীর লক্ষ্যবস্তু হল দুনিয়া ও জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মানুষের জবান তার দুর্নাম করতে কারতে পেরেশান হয়ে যায়। অর্থাৎ, মুত্তাকী ও পরহেজগার মানুষের সুনাম ও সুখ্যাতি জগত-পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। আর দুনিয়াদার লোকদের দুর্নাম সবখানেই বিরাজ করতে থাকে।

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ : كُلُّ مَعْصِيَةٍ عَنْ شَهْوَةٍ فَإِنَّهُ يُرْجٰى غُفْرَانُهَا ، وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ عَنِ الْكِبْرِ فَإِنَّهُ لَا يُرْجٰى غُفْرَانُهَا ، لِأَنَّ مَعْصِيَةَ إِبْلِيْسَ كَانَ أَصْلُهَا مِنَ الْكِبْرِ وَزَلَّةُ آدَمَ كَانَ أَصْلُهَا مِنَ الشَّهْوَةِ۔

হযরত সুফিয়ান সওরী রহ. বলেন, প্রত্যেক ঐ পাপকাজ যা প্রবৃত্তির চাহিদার ভিত্তিতে সংঘটিত হয়ে থাকে, তার মাগফেরাতের আশা করা যায়। অপরদিকে যে পাপকাজ তাকাব্বুর ও অহংকারের ভিত্তিতে প্রকাশ পেয়ে থাকে, তার মাগফেরাতের আশা কখনো করা যায় না। কেননা, শয়তানের গুনাহ ছিল অহংকারের ভিত্তিতে আর হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর স্খলন ছিল ভুল বশতঃ ও প্রবৃত্তির খাহেশাতের দরুন।

عَنْ بَعْضِ الزُّهَّادِ رَحِمَهُ اللهُ : مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَهُوَ يَضْحَكُ فَإِنَّ اللهَ يُدْخِلُهُ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِيْ وَمَنْ أَطَاعَ اللهَ وَهُوَ يَبْكِيْ فَإِنَّ اللهَ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَضْحَكُ۔

জনৈক আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তি বলেছেন, যে ব্যক্তি পাপকাজ করেও হাস্যরসিকতা করে, তাকে দোযখে প্রবেশ করানো হবে এবং সেখানে সে কান্নাকাটি করতে থাকবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের এবাদত করেও ক্রন্দন করে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে এবং সেখানে সে হাসবে ও আনন্দ প্রকাশ করবে।

অর্থাৎ পাপকাজ প্রকাশ পাওয়ার পরও অনুতপ্ত ও ব্যথিত হওয়ার স্থলে এবং ইস্তিগফার করার স্থলে হাসি-তামাশা এবং ফুর্তি করা জঘন্যতম দুঃসাহসিকতা। যে এরকম করবে আল্লাহ্পাক তাকে পদে পদে পেরেশান করতে থাকবেন। অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আনুগত্য স্বীকার করা সত্ত্বেও আরও অধিক ক্রন্দন ও আরাধনা করবে ও আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে আল্লাহ্পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে খুশি করবেন।

عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ : لَا تَحْقِرُوا الذُّنُوْبَ الصِّغَارَ فَإِنَّهَا تَتَشَعَّبُ مِنْهَا الذُّنُوْبُ الْكِبَارُ

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন – তোমরা কোন গুনাহকেই ছোট ও তুচ্ছ মনে কর না। কেননা ছোট গুনাহ থেকেই বড় গুনাহের সুত্রপাত হয়।

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَغِيْرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيْرَةَ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ.

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে সগীরা গুনাহ বারবার করা হয় তা আর সগীরা থাকে না। এবং যদি কবীরা গুনাহ করে ইস্তিগফার করতে থাকে তার কোন গুনাহই থাকে না। কেননা, তা মার্জিত হতে হতে শূন্যের কোঠায় চলে যায়।

وَقِيْلَ هَمُّ الْعَارِفِ الثَّنَاءُ وَهَمُّ الزَّاهِدِ الدُّعَاءُ لِاَنَّ هَمَّ الْعَارِفِ رَبُّهٗ وَهَمَّ الزَّاهِدِ نَفْسُهٗ

যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আরেফ হয় (অর্থাৎ, যে আল্লাহ তা'আলাকে চিনেন) তার লক্ষ্য সর্বদাই থাকে আল্লাহ পাকের প্রশংসার প্রতি। আর যে ব্যক্তি এবাদত করে আবেদ হয় তার দৃষ্টি থাকে নিরেট দু'আর প্রতি। কেননা, আরেফের উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ তা'আলার জাত। আর আবেদের উদ্দেশ্য থাকে আপন কল্যাণ প্রাপ্তি।

ফায়দা ঃ দু'জন লোক। উভয়ের বিশেষ বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তাদের বিষয়ে এমন ভঙ্গিতে কথা বলা, যদ্বারা একজনের চেয়ে অন্যজনকে ছোট করা হয় এটা উচিৎ নয়। হ্যা, তবে যদি একজনের অন্যজন অপেক্ষা মর্যাদা বড় হয় তবে এতে কোন অসুবিধা নেই।

عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ: مَنْ تَوَهَّمَ اَنَّ لَهٗ وَلِيًّا اَوْلٰى مِنَ اللّٰهِ قَلَّتْ مَعْرِفَتُهٗ بِاللّٰهِ وَمَنْ تَوَهَّمَ اَنَّ لَهٗ عَدُوًّا اَعْدٰى مِنْ نَفْسِهٖ قَلَّتْ مَعْرِفَتُهٗ بِنَفْسِهٖ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাক ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক উত্তম বন্ধু মনে করবে, তার মাঝে আল্লাহ পাকের পরিচয়গত অভাব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আপন নফসকে ব্যতীত অন্য জিনিসকে নিজের বড় দুশমন মনে করবে, প্রকৃতপক্ষে তার মাঝে আপন নফসের পরিচয়ের কমতি রয়েছে।

عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَالَ اَلْبَرُّ هُوَ اللِّسَانُ وَالْبَحْرُ هُوَ الْقَلْبُ فَاِذَا فَسَدَ اللِّسَانُ بَكَتْ عَلَيْهِ النُّفُوْسُ وَاِذَا الْقَلْبُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.

(জলভাগ ও স্থলভাগে তথা সর্বত্রই বিশৃংখলা বিরাজ করছে)–এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.বলেন, স্থলভাগের অর্থ হচ্ছে 'জিহ্বা' এবং জলভাগের অর্থ হচ্ছে কলব। যখন জিহ্বা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে পড়ে, তখন অপরাপর মানুষ তার কারণে কষ্ট পেতে থাকে। আর যখন কলব বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে পড়ে, তখন ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্রন্দন করতে থাকে। এখানে জিহ্বার বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, মিথ্যা, চোগলখুরী, গীবত ও গালি-গালাজ প্রভৃতি।

قِيْلَ : إِنَّ الشَّهْوَةَ تُصَيِّرُ الْمُلُوْكَ عَبِيْدًا وَالصَّبْرُ يُصَيِّرُ الْعَبِيْدَ مُلُوْكًا اَلَا تَرٰى إِلٰى قِصَّةِ يُوْسُفَ وَزُلَيْخَا.

বর্ণিত রয়েছে যে, নফসের কামনা-বাসনার অনুগামী হয়ে চলা রাজা-বাদশাহকেও গোলামে পর্যবসিত করে দেয়। এবং সবর ও ধৈর্যশীলতা একজন ক্রীতদাসকেও বাদশাহর মর্যাদায় উন্নীত করে দেয়। তুমি কি হযরত ইউসুফ ও যুলায়খার কাহিনীর প্রতি লক্ষ্য কর না?

قِيْلَ طُوْبٰى لِمَنْ كَانَ عَقْلُهٗ أَمِيْرًا وَهَوَاهُ أَسِيْرًا وَوَيْلٌ لِمَنْ كَانَ هَوَاهُ أَمِيْرًا وَعَقْلُهٗ أَسِيْرًا.

বর্ণিত রয়েছে যে, সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যার পথ প্রদর্শনকারী হয় তার বিবেক। আর তার নফসানী খাহেশাত তার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। এবং ধ্বংস ও সর্বনাশ সেই ব্যক্তির, যার পথ প্রদর্শক হয় তার নফসানী খাহেশাত এবং তার বিবেক-বুদ্ধি তার নিকট যিম্মি ও কয়েদী হয়ে থাকে। অর্থাৎ, তার নফসানী খাহেশাত তার বিবেকের উপর জয়লাভ করে।

(كَمَا) قِيْلَ : مَنْ تَرَكَ الذُّنُوْبَ رَقَّ قَلْبُهٗ وَمَنْ تَرَكَ الْحَرَامَ وَاَكَلَ الْحَلَالَ صَفَتْ فِكْرَتُهٗ أَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ أَطِعْنِيْ فِيْمَا أَمَرْتُكَ وَلَا تَعْصِنِيْ فِيْمَا نَصَحْتُكَ.

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পাপকাজ পরিহার করবে তার দিল কোমল ও নরম হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি হারাম পরিহার করে হালাল ভক্ষণ করবে তার চিন্তা শক্তিতে পরিচ্ছন্নতা চলে আসবে। আল্লাহ্পাক কোন পয়গম্বরকে ওহীর মাধ্যমে বলেছেন, আমি তোমাকে যে আদেশ করি তা মেনে নাও। আর যে নসিহত করি তার অবাধ্যতা কর না।

قِيْلَ اِكْمَالُ الْعَقْلِ اِتِّبَاعُ رِضْوَانِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاجْتِنَابُ سُخْطِهٖ.

বর্ণিত রয়েছে, বিবেকের পূর্ণতা হল আল্লাহ্‌পাককে তুষ্টকারী বস্তুর অনুসরণ করা এবং আল্লাহ্‌পাককে অসন্তুষ্টকারী বস্তু হতে বেঁচে থাকা।

قِيْلَ لَا غُرْبَةَ لِلْفَاضِلِ وَلَا وَطَنَ لِلْجَاهِلِ.

জ্ঞানী লোকদের অপরিচিত কেউ নেই। [সবখানেই তার পরিচয়-পরিচিতি বিদ্যমান।] আর মূর্খদের কোথাও কোন জায়গা নেই। অর্থাৎ, সর্বত্রই বিদ্যানদের মূল্যায়ন রয়েছে। আর মুর্খদের মূল্য কোথাও নেই। এমনকি তাদের কথা জিজ্ঞেস করার মানুষও থাকে না।

وَقِيْلَ مَنْ كَانَ بِالطَّاعَةِ عِنْدَ اللّٰهِ قَرِيْبًا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ غَرِيْبًا.

বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আনুগত্যের দ্বারা তাঁর নিকটবর্তী হয়ে যায়, সে মানুষের মাঝে অপ্রসিদ্ধ থাকে।

قِيْلَ حَرَكَةُ الطَّاعَةِ دَلِيْلُ الْمَغْفِرَةِ كَمَا اَنَّ حَرَكَةَ الْجِسْمِ دَلِيْلُ الْحَيٰوةِ.

বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ পাকের আনুগত্যের দিকে চলা আল্লাহর মা'রেফাতের প্রমাণ বহন করে। যেমন শরীরের নড়া-চড়া তার মাঝে জীবনী শক্তি থাকার প্রামাণ্যতা বহন করে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْلُ جَمِيْعِ الْخَطَايَا حُبُّ الدُّنْيَا وَاَصْلُ جَمِيْعِ الْفِتَنِ مَنْعُ الْعُشْرِ وَالزَّكَاةِ.

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, যাবতীয় পাপকাজের মূল হল দুনিয়ার মুহাব্বত। আর সর্বপ্রকার ফেতনা-ফাসাদের মূল হল যাকাত ও উশর প্রদান না করা।

قِيْلَ: اَلْمُقِرُّ بِالتَّقْصِيْرِ اَبَدًا مَحْمُوْدٌ وَالْاِقْرَارُ بِالتَّقْصِيْرِ عَلَامَةُ الْقُبُوْلِ.

বর্ণিত রয়েছে, আপন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তির স্বীকারকারী লোক প্রশংসিত হন। কেননা, ভুল-ত্রুটির শিকার করা কবুলিয়াতের আলামত।

قِيْلَ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ لُؤْمٌ وَصُحْبَةُ الْاَحْمَقِ شُؤْمٌ.

বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ পাকের নেয়ামতের না-শুকরী নিন্দনীয় এবং বেকুফ ও নির্বোধের সাহচর্যে থাকা দুর্ভাগ্যের পথ উন্মুক্ত হওয়ার উপায়।

قَالَ الشَّاعِرُ:

يَا مَنْ بِدُنْيَاهُ اشْتَغَلْ ☆ قَدْ غَرَّهُ طُوْلُ الْأَمَلْ
اَوْلَمْ يَزَلْ فِيْ غَفْلَةٍ ☆ حَتّٰى دَنَا مِنْهُ الْأَجَلْ
اَلْمَوْتُ يَأْتِيْ بَغْتَةً ☆ وَالْقَبْرُ صُنْدُوْقُ الْعَمَلِ
اِصْبِرْ عَلٰى اَهْوَالِهَا ☆ لَا مَوْتَ اِلَّا بِالْأَجَلِ

কবি বলেন—

১. হে ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়ার মোহে নিমজ্জিত আছে আর লম্বা আশা তাকে ধোকায় ফেলে রেখেছে।

২. যে গাফলতির পর গাফলতিতে যিন্দেগী অতিবাহিত করে অবশেষে মউতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে।

৩. মৃত্যু তো আচমকা চলে আসে। এরপরই আমালের সিন্দুক অর্থাৎ কবর সামনে এসে উপস্থিত হয়ে যায়।

৪. যমানার নানা সমস্যার মাঝে ধৈর্য্যধারণ কর। কেননা, নির্ধারিত সময়ের আগে মৃত্যু আসবার নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[এ পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত বাণী বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর প্রতিটির মাঝে তিনটি বিষয়ের তথ্য রয়েছে। অর্থাৎ, হয়ত এগুলোতে তিনটি তথ্য কিংবা একটি উপদেশের তিনটি প্রান্ত সন্নিবেশিত হয়েছে ইত্যাদি।]

رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ : مَنْ اَصْبَحَ وَهُوَ يَشْكُوْ ضِيْقَ الْمَعَاشِ فَكَاَنَّمَا يَشْكُوْ رَبَّهٗ وَمَنْ اَصْبَحَ لِاُمُوْرِ الدُّنْيَا حَزِيْنًا فَقَدْ اَصْبَحَ سَاخِطًا عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لِغِنَاهُ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا دِيْنِهٖ۔

রাসূলে পাক ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সকাল করেছে যে, সে অভাব-অনটনের অভিযোগ করে বেড়ায়, সে যেনআপন পরওয়ারদিগারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। আর যে ব্যক্তি জাগতিক কারণে চিন্তিত হয়ে সকাল করে সে যেন আল্লাহ পাকের উপর নারাজী প্রকাশ করল। আর যে ব্যক্তি কোন ধনবান ব্যক্তির সম্মুখে এ উদ্দেশ্যে বিনম্রতা প্রকাশ করল যে, তার ধন-সম্পদ দ্বারা সে কিছু উপকৃত হবে, তবে তার দুই তৃতীয়াংশ দীন দূর হয়ে গেল।

وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : ثَلَاثٌ لَايُدْرِكْنَ بِثَلَاثٍ اَلْغِنٰى بِالْمُنٰى وَالشَّبَابُ بِالْخِضَابِ وَالصِّحَّةُ بِالْاَدْوِيَةِ۔

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এরশাদ করেন, তিনটি জিনিস তিন জিনিসের মাধ্যমে অর্জিত হয় না—

১. আশা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ধন-সম্পদ।

২. খেযাব লাগানোর মাধ্যমে যৌবনকাল।

৩. ঔষধের দ্বারা সুস্থতা।

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : حُسْنُ التَّوَدُّدِ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ وَحُسْنُ التَّدْبِيْرِ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ.

হযরত উমর রাযি. এরশাদ করেন, লোকদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা অর্ধেক বুদ্ধিমত্তা। ভাল প্রশ্ন করা অর্ধেক ইলম। উত্তম কৌশল অবলম্বন অর্ধেক রুজি।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا أَحَبَّهُ اللهُ تَعَالَى وَمَنْ تَرَكَ الذُّنُوْبَ أَحَبَّهُ الْمَلَائِكَةُ وَمَنْ حَسَمَ الطَّمَعَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ أَحَبَّهُ الْمُسْلِمُوْنَ.

হযরত উসমান রাযি. এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মুহাব্বত করেন। যে ব্যক্তি পাপকাজ পরিত্যাগ করে, ফেরেশতাগণ তাকে মুহাব্বত করেন। আর যে ব্যক্তি সকল মুসলমানদের থেকে সব রকমের আশা করা পরিত্যাগ করে, সমগ্র মুসলমান তাকে মুহাব্বত করতে আরম্ভ করে।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ مِنْ نَعِيْمِ الدُّنْيَا يَكْفِيْكَ الْإِسْلَامُ نِعْمَةً إِنَّ مِنَ الشُّغْلِ يَكْفِيْكَ الطَّاعَةُ شُغْلًا وَإِنَّ مِنَ الْعِبْرَةِ يَكْفِيْكَ الْمَوْتُ عِبْرَةً.

হযরত আলী রাযি. এরশাদ করেন, তোমার জন্য পার্থিব নেয়ামতসমূহের মধ্যে ইসলামই যথেষ্ট। ব্যস্ততার মধ্যে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের ব্যস্ততাই যথেষ্ট। আর নসিহত গ্রহণের জন্য প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া মৃত্যুর ঘটনাসমূহই যথেষ্ট।

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالنِّعْمَةِ عَلَيْهِ وَكَمْ مِنْ مَفْتُوْنٍ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَكَمْ مِنْ مَغْرُوْرٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, বহু লোক এমন রয়েছে, যাদেরকে তাদের উপর প্রদত্ত নেয়ামতের নাশুকরী করার পরও সুযোগ প্রদান করা হয়। বহু লোক এমনও রয়েছে, যারা নিজেদের সামান্য প্রশংসা শুনলে আনন্দে আটখানা হয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। আবার কিছু মানুষ এমন রয়েছে, তাদের গুনাহ আল্লাহপাক রহমতের পর্দা দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন বলে তাদের গুনাহ লোকসমাজে প্রকাশিত হয় না। ফলে তারা আরও অধিক পাপ করতে থাকে।

وَعَنْ دَاوُدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: أُوحِيَ فِي الزَّبُوْرِ: حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ اَنْ لَا يَشْتَغِلَ إِلَّا بِثَلَاثٍ: تَزَوُّدٌ لِمَعَادٍ وَمَؤُوْنَةٌ لِمَعَاشٍ وَطَلَبُ لَذَّةٍ بِحَلَالٍ.

হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম বলেন, যবূর শরীফে উল্লিখিত হয়েছে, জ্ঞানী লোকদের উচিৎ হল, তিন কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যস্ত না হওয়া—

১. পরকালের প্রস্তুতি। ২. প্রয়োজন পূরণ হওয়ার মত রুজি উপার্জন। ৩. হালাল ও বৈধ জিনিস ভোগ-সম্ভোগ।

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ وَثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ اَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَخَشْيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَالْعَدْلُ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ. اَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ شَدِيْدٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَاَمَّا الدَّرَجَاتُ فَاِفْشَاءُ السَّلَامِ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَاَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَاِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِي السَّبَرَاتِ وَنَقْلُ الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَاِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, তিনটি জিনিস মুক্তিদায়ক, তিনটি জিনিস ধ্বংসাত্মক, তিনটি জিনিস মর্যাদা বৃদ্ধিকারী এবং তিনটি জিনিস পাপের কাফফারা স্বরূপ।

যে তিনটি জিনিস মুক্তিদায়ক তা হল—

১. নির্জনে ও লোকালয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাকা।

২. দারিদ্র হোক কিংবা স্বচ্ছলতা সর্বদাই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

৩. রাগান্বিত অবস্থায় হোক কিংবা খুশি অবস্থায় হোক, সর্বদাই ইনসাফ কায়েম করা।

আর ধ্বংসাত্মক তিনটি জিনিস হল—

১. অত্যাধিক বখিলতা।

২. সর্বদা নফসানী খাহেশাতের তাবেদারি করে চলা।

৩. নিজেকে ভাল মনে করা।

যে তিনটি জিনিস মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তা হল—

১. সালামের প্রচলন ঘটানো।

২. মানুষদেরকে খাদ্য খাওয়ানো।

৩. রাত্রির ঐ সময়ে নামায আদায় করা যখন অন্যান্য সমস্ত লোক গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে।

আর যে তিনটি জিনিস পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ তা হল–

১. প্রচণ্ড শীতে উত্তমরূপে ওজু করা।

২. জামাআতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে পা বাড়ানো।

৩. এক নামাযের পরে আরেক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা।

قَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْ مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَاَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهٗ وَاعْمَلْ مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِيٌّ بِهٖ.

হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যত ইচ্ছা জীবিত থাকুন মৃত্যু একদিন আসবেই। আর যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন, অবশেষে একদিন তাকে ছেড়ে দিতে হবেই। আপনি যত ইচ্ছা তত আমল করুন, অবশেষে তার প্রতিদান দেয়া হবেই।

ফায়দাঃ এখানে যদিও নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে, তবে সমস্ত মানুষকে শিক্ষা দেয়া এখানে উদ্দেশ্য।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهٗ الْمُتَوَضِّئُ فِي الْمَكَارِهِ وَالْمَاشِيْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ وَمُطْعِمُ الْجَائِعِ.

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, তিনজন লোক এরূপ যাদেরকে আল্লাহ্পাক ঐ দিন তার আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন, যে আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোথাও কোন ছায়া থাকবে না। তারা হলেন—

১. যারা মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাজ্জুদের জন্য উঠে ওজু করে।

২. যারা অন্ধকারেও মসজিদ পানে গমন করে।

৩. যারা ক্ষুধার্তদেরকে খাবার খাওয়ায়।

وَقِيْلَ لِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لِأَيِّ شَيْءٍ اتَّخَذَكَ اللهُ خَلِيْلًا ؟ قَالَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ : اِخْتَرْتُ أَمْرَ اللهِ تَعَالٰى عَلٰى أَمْرِ غَيْرِهٖ وَمَا اهْتَمَمْتُ بِمَا تَكَفَّلَ اللهُ لِيْ وَمَا تَعَشَّيْتُ وَمَا تَغَدَّيْتُ اِلَّا مَعَ الضَّيْفِ.

কেউ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম-কে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ্‌পাক আপনাকে কী কারণে তার খলীল হিসেবে মনোনীত করলেন? তিনি জবাবে বললেন, তিন বস্তুর কারণে—

১. আমি আল্লাহর হুকুমকে অন্যদের কথার উপর প্রাধান্য দিয়েছি।

২. আমার যে সমস্ত প্রয়োজনের দায়িত্ব আল্লাহ্‌পাক নিয়ে রেখেছেন আমি তা নিয়ে ভাবি না।

৩. সকালে হোক কিংবা রাত্রিবেলা হোক, কোন বেলাতেই আমি মেহমান ব্যতীত খাবার খাই না।

وَعَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ تُفَرِّجُ الْغُصَصَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالٰى وَلِقَاءُ أَوْلِيَائِهٖ وَكَلَامُ الْحُكَمَاءِ.

জনৈক জ্ঞানী লোক বলেছেন, তিনটি জিনিস এরূপ যা মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করে দেয়। জিনিসগুলো হল—

১. আল্লাহ্‌পাকের যিকির।

২. ওলীআল্লাহগণের সঙ্গে মুলাকাত।

৩. জ্ঞানী লোকদের কথা স্মরণ করা।

وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ : مَنْ لَا أَدَبَ لَهٗ لَا عِلْمَ لَهٗ وَمَنْ لَا صَبْرَ لَهٗ لَا دِيْنَ لَهٗ وَمَنْ لَا وَرَعَ لَهٗ لَا زُلْفٰى لَهٗ.

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, যার মধ্যে আদব ও শিষ্টাচার নেই সে কখনও ইলমপ্রাপ্ত হবে না। যার মাঝে কষ্ট বরদাশ্‌ত করার ক্ষমতা না থাকে, সে দীনের উপর টিকে থাকে না। আর যার মধ্যে পরহেজগারি নেই, সে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয় না।

وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى طَلَبِ الْعِلْمِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيَّهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِ (النَّبِيُّ) فَأَتَاهُ (الرَّجُلُ) فَقَالَ لَهُ: يَا فَتٰى! أُعْطِكَ بِثَلَاثِ خِصَالٍ فِيْهَا عِلْمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ خَوْفُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَأَمْسِكْ لِسَانَكَ عَنِ الْخَلْقِ لَا تَذْكُرْهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَانْظُرْ خُبْزَكَ الَّذِيْ تَأْكُلُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنَ الْحَلَالِ فَامْتَنَعَ الْفَتٰى عَنِ الْخُرُوْجِ

বর্ণিত রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি একদা ইলম হাসিলের জন্য বের হল। সে যমানার নবী তাঁর এ লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে পারলেন। তিনি তাকে ডেকে আনলেন। লোকটি তার কাছে আগমনের পর তিনি বললেন, হে যুবক! লক্ষ্য কর, আমি তোমাকে তিনটি ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। এর মধ্যেই পূর্বাপরের সকল প্রকার জ্ঞান রয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে—

১. নির্জনে ও লোকালয়ে সর্বদাই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাকবে।

২. মাখলুকের ব্যাপারে আলোচনা-সমালোচনা করা থেকে আপন যবানকে নিবৃত্ত রাখবে। আর যদি আলোচনা করতেই হয়, তাহলে তাদের উত্তম দিকটা আলোচনা কর।

৩. নিজ আহার্যের প্রতি খেয়াল রাখবে, যা যা হালাল ও বৈধ সে খাবারই ভক্ষণ করবে।

ফায়দাঃ ছাত্রদের জন্য এবং ইলম পিপাসুদের জন্য এ তিনটি গুণ হাসিল করা একান্ত দরকার।

وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ جَمَعَ ثَمَانِيْنَ تَابُوْتًا مِنَ الْعِلْمِ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهٖ فَأَوْحَى اللهُ تَعَالٰى إِلٰى نَبِيِّهِمْ أَنْ قُلْ لِهٰذَا الْجَامِعِ: لَوْ جَمَعْتَ كَثِيْرًا مِنَ الْعِلْمِ لَمْ يَنْفَعْكَ إِلَّا أَنْ تَعْمَلَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ لَا تُحِبَّ الدُّنْيَا فَلَيْسَتْ بِدَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا تُصَاحِبِ الشَّيْطَانَ فَلَيْسَ بِرَفِيْقِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا تُؤْذِ أَحَدًا فَلَيْسَ بِحِرْفَةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

বর্ণিত রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের এক লোক বিভিন্ন শাস্ত্রের গ্রন্থাদি জমা করতে করতে সব মিলিয়ে ৮০টি সিন্দুকে কিতাব জমা করল। অথচ কিতাবগুলোর ইলম দ্বারা সে ফায়দা হাসিল করতে পারল না। আল্লাহ্‌পাক সে যমানার নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করে বললেন, হে নবী! আপনি অমুক লোককে

বলে দিন যে, তুমি যদি এর চেয়ে আরো বহুগুণ শাস্ত্রীয় কিতাব জমা কর, তবুও তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ফায়দা হাসিল করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তিনটি বিষয়ের উপর আমল না করবে। বিষয়গুলো হল—

১. দুনিয়ার সাথে মন না লাগানো। কেননা, দুনিয়া ঈমানদারদের থাকার স্থান নয়।
২. শয়তানের সঙ্গী না হওয়া। কেননা, সে ঈমানদারের বন্ধু নয়।
৩. কাউকে কষ্ট না দেয়া। কেননা, কষ্ট দেয়া কোন ঈমানদারের কর্ম নয়।

وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُنَاجَاةِ "إِلٰهِيْ لَئِنْ طَالَبْتَنِيْ بِذَنْبِيْ لَأُطَالِبَنَّكَ بِعَفْوِكَ وَلَئِنْ طَالَبْتَنِيْ بِبُخْلِيْ لَأُطَالِبَنَّكَ بِسَخَائِكَ وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِيْ النَّارَ لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارِ بِأَنِّيْ أُحِبُّكَ.

হযরতআবু সুলায়মান দারানীরহ. মুনাজাতে বলতেন, হে পরওয়ারদিগার! আপনি যদি আমার পাপের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তাহলে আমি আপনার ক্ষমাগুণের দোহাই দিব। যদি আপনি আমাকে বখিলতার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তাহলে আমি আপনার দানশীলতার দোহাই দিব। আর যদি আপনি আমাকে দোযখে প্রবেশ করান, তবে আমি দোযখীদেরকে জানিয়ে দিব, হে দোযখবাসী! আমি আল্লাহকে মুহাব্বত করি।

وَقِيْلَ أَسْعَدُ النَّاسِ مَنْ لَهُ قَلْبٌ عَالِمٌ وَبَدَنٌ صَابِرٌ وَقَنَاعَةٌ بِمَا فِي الْيَدِ.

বর্ণিত রয়েছে, সৌভাগ্যবান সেই লোক যে এ- তিনটি নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছে—

১. প্রজ্ঞাবান অন্তর। ২. ধৈর্যধারণকারী শরীর। ৩. নিজের নিকট যা কিছু রয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা।

وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ : إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ قَبْلَكُمْ بِثَلَاثِ خِصَالٍ بِفُضُوْلِ الْكَلَامِ وَفُضُوْلِ الطَّعَامِ وَفُضُوْلِ الْمَنَامِ.

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. বলেন, তোমাদের আগেকার কওমসমূহ তিন কারণে ধ্বংস হয়েছে—

১. অহেতুক বেশি কথাবার্তা বলা।
২. যখন তখন বেশি বেশি খাবার খাওয়া।
৩. প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিদ্রা যাওয়া।

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ الرَّازِيِّ رَحِمَهُ اللهُ : طُوْبٰى لِمَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ تَتْرُكَهُ وَبَنٰى قَبْرَهُ أَنْ يَّدْخُلَهُ وَأَرْضٰى رَبَّهُ قَبْلَ أَنْ يَّلْقَاهُ.

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআয রাযী রহ. বলেন, সুখবর ঐ লোকের জন্য, যাকে দুনিয়া ত্যাগ করার পূর্বে সে দুনিয়াকে ত্যাগ করে। কবরে প্রবেশ করার আগে কবরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে নেয়। আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আগে তাঁকে সন্তুষ্ট করে নেয়।

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سُنَّةُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهٖ وَسُنَّةُ أَوْلِيَائِهٖ فَلَيْسَ فِيْ يَدِهٖ شَيْءٌ قِيْلَ لَهُ مَا سُنَّةُ اللهِ ؟ قَالَ : كِتْمَانُ السِّرِّ وَقِيْلَ مَا سُنَّةُ الرَّسُوْلِ ؟ قَالَ : اَلْمُدَارَاةُ النَّاسِ وَقِيْلَ : مَا سُنَّةُ أَوْلِيَائِهٖ ؟ قَالَ إِحْتِمَالُ الْأَذٰى عَنِ النَّاسِ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلِنَا يَتَوَاصَوْنَ بِثَلَاثِ خِصَالٍ وَيَتَكَاتَبُوْنَ بِهَا : مَنْ عَمِلَ لِآخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللهُ أَمْرَ دِيْنِهٖ وَدُنْيَاهُ وَمَنْ أَحْسَنَ سَرِيْرَتَهُ أَحْسَنَ اللهُ عَلَانِيَتَهُ وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَمَا بَيْنَ النَّاسِ.

হযরত আলী রাযি. বলেন, যার কাছে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং তাঁর ওলীদের সুন্নত ও পদ্ধতি বিদ্যমান নেই সে যেন সিক্তহস্ত। জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহর সুন্নত বা তরীকা কী? জবাবে বললেন, মানুষের দোষ গোপন রাখা। জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলের তরীকা (পন্থা) কী? জবাবে বললেন, লোকদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা। জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহর ওলীদের পদ্ধতি কী? জবাবে বললেন, লোকদের দেয়া কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে নেয়া।

তিনি আরও বলেন, তোমাদের আগেকার লোকেরা একে অন্যকে তিনটি অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার উপদেশ দিতেন—

১. যে ব্যক্তি পরকালকে লক্ষবস্তু বনিয়ে আমল করতে থাকবে, আল্লাহ্পাক তার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।
২. যে ব্যক্তি তার নির্জনতার অবস্থাকে পরিশুদ্ধ করে নিবে, আল্লাহ্পাক তার বাহ্যিক অবস্থাকেও সহীহ করে দিবেন।
৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক ঠিক করে নিবে, আল্লাহ্পাক তার সঙ্গে অপরাপর লোকদের সম্পর্ক ভাল করে দিবেন।

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كُنْ عِنْدَ اللهِ خَيْرَ النَّاسِ وَكُنْ عِنْدَ النَّفْسِ شَرَّ النَّاسِ وَكُنْ عِنْدَ النَّاسِ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ.

হযরত আলী রাযি. বলেন, তুমি আল্লাহর কাছে উত্তম লোক হয়ে যাও, স্বীয় নফসের কাছে খুব মন্দ হয়ে থাক এবং অপরাপর মানুষের সাথে একেবারেই সাধারণ মানুষের মত হয়ে যাও।

(وَقِيلَ) أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى عُزَيْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ : يَا عُزَيْرُ! إِذَا أَذْنَبْتَ ذَنْبًا صَغِيرًا فَلَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِهِ وَانْظُرْ إِلَى مَنِ الَّذِي أَذْنَبْتَ لَهُ وَإِذَا أَصَابَكَ خَيْرٌ يَسِيرٌ فَلَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِهِ وَانْظُرْ إِلَى مَنِ الَّذِي رَزَقَكَ وَإِذَا أَصَابَكَ بَلِيَّةٌ فَلَا تَشْكُوْنِي إِلَى خَلْقِي كَمَا لَا أَشْكُوكَ إِلَى مَلَائِكَتِي إِذَا صَعِدَتْ إِلَيَّ مَسَاوِيكَ.

বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত উযায়ের আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে ওহী পাঠিয়ে বলেন, হে উযায়ের! যখন তোমার থেকে কোন গুনাহ প্রকাশ পাবে তখন তা ছোট কি বড় তা দেখ না; বরঞ্চ এটা দেখ যে, কোন মহান প্রভুর নাফরমানি করছ। আর যখন তুমি কল্যাণপ্রাপ্ত হও তখনও তাকে ছোট মনে কর না; বরঞ্চ এটা দেখ যে, কোন মহান সত্তা তোমাকে এ কল্যাণ দিয়েছেন। যখন তুমি কোন বিপদে আক্রান্ত হও, তখন মাখলুকের সম্মুখে আমার ব্যাপারে অভিযোগ করে বেড়াবে না। যেমন, তোমার কোন খারাপ কাজ যখন আমার নিকট পৌছে, তখন সে ব্যাপারে ফেরেশতাদের সম্মুখে আমি তোমার ব্যাপারে অভিযোগ করি না।

وَعَنْ حَاتِمِ الْأَصَمِّ رَحِمَهُ اللهُ : مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ فِي مَا تَأْكُلُ؟ وَمَا تَلْبِسُ؟ وَأَيْنَ تَسْكُنُ؟ فَأَقُولُ لَهُ آكُلُ الْمَوْتَ وَأَلْبَسُ الْكَفَنَ وَأَسْكُنُ الْقَبْرَ.

হযরত হাতেম আসম রহ. বলেন, প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইবলিস শয়তান আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কী আহার করবে? কী পরিধান করবে এবং কোথায় থাকবে? আমি তাকে জবাবে বলি, আমি মওত আহার করব, কাফন পরিধান করব এবং কবরে অবস্থান করব।

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ أَغْنَاهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ مَالٍ وَأَيَّدَهُ مِنْ غَيْرِ جُنْدٍ وَأَعَزَّهُ غَيْرَ عَشِيرَةٍ.

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পাপের লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের দিকে বের হয়ে আসে, আল্লাহ্‌পাক তাকে কোন ধন-দৌলত ব্যতীতই ধনী বানিয়ে দেন। সৈন্যবাহিনী ব্যতীতই তার সাহায্য করেন এবং বড় কোন বংশীয় সম্পর্ক ব্যতীতই তাকে সম্মান দান করেন।

وَرُوِیَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فَقَالَ : كَيْفَ اَصْبَحْتُمْ ؟ فَقَالُوْا : اَصْبَحْنَا مُؤْمِنِيْنَ بِاللّٰهِ فَقَالَ وَمَا عَلَامَةُ اِيْمَانِكُمْ ؟ قَالُوْا نَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ وَنَشْكُرُ عَلَى الرَّخَاءِ وَنَرْضٰى بِالْقَضَاءِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَنْتُمْ مُؤْمِنُوْنَ حَقًّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ۔

বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ একদিন সাহাবায়ে কেরামগণের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমরা সকাল করলে কিভাবে? জবাবে সাহাবাগণ বললেন, আমরা এ অবস্থায় সকাল করেছি যে, আল্লাহ পাকের প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ ঈমান ছিল। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ঈমানের নিদর্শন কি? তারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বিপদ আসলে আমরা সবর করি, স্বাভাবিক অবস্থাতে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করি। আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাতে আমরা সন্তুষ্ট থাকি। একথা শ্রবণ করে নবী করীম ﷺ বললেন, কা'বার রবের শপথ! তোমরা বাস্তবিকই পাক্কা ঈমানদার।

اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى بَعْضِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامِ : مَنْ لَقِيَنِىْ وَهُوَ يُحِبُّنِىْ اَدْخَلْتُهٗ جَنَّتِىْ وَمَنْ لَقِيَنِىْ وَهُوَ يَخَافُنِىْ جَنَّبْتُهٗ نَارِىْ وَمَنْ لَقِيَنِىْ وَهُوَ يَسْتَحْيِىْ مِنِّىْ اَنْسَيْتُ الْحَفَظَةَ ذُنُوْبَهٗ۔

আল্লাহ্‌পাক এক নবীকে ওহীর মাধ্যমে বললেন, যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে এমন অবস্থায় মুলাকাত করবে যে, সে আমাকে মুহাব্বত করে, আমি তাকে আমার বেহেশতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে আমার সঙ্গে মুলাকাত করবে, আমি তাকে দোযখের আগুন থেকে নাজাত দিব। আর যে ব্যক্তি লজ্জা করতে করতে আমার সঙ্গে মুলাকাত করবে, আমি তার গুনাহ্‌গুলো কিরামান কাতেবীনকে ভুলিয়ে দিব।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَدِّ مَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَاجْتَنِبْ مَحَارِمَ اللّٰهِ تَكُنْ اَزْهَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ۔

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, আল্লাহ্পাক তোমার প্রতি যে কাজ ফরজ করেছেন তুমি তা আদায় কর, তাহলেই তুমি বড় এবাদতগুযার বান্দা হয়ে যাবে। আর তুমি আল্লাহ্ তা'আলার হারামকৃত জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তবেই তুমি বড় পরহেজগার ও আল্লাহভীরু হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অদৃষ্টে যা কিছু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তার উপর তুমি সন্তুষ্ট থাক, তাহলেই তুমি বড় ধনী হয়ে যাবে।

وَعَنْ صَالِحِ الْمَرْقَدِيِّ اَنَّهُ مَرَّ بِبَعْضِ الدِّيَارِ فَقَالَ : اَيْنَ اَهْلُكِ الْاَوَّلُوْنَ وَاَيْنَ عُمَّارُكِ الْمَاضُوْنَ وَاَيْنَ سُكَّانُكِ الْاَقْدَمُوْنَ ؟ فَهَتَفَ بِهٖ هَاتِفٌ : اِنْقَطَعَتْ اٰثَارُهُمْ وَبَلِيَتْ تَحْتَ التُّرَابِ اَجْسَامُهُمْ وَبَقِيَتْ اَعْمَالُهُمْ قَلَائِدَ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ۔

হযরত সালেহ মারকাদী রহ. হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি একদিন কোন গ্রামের উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় এ গ্রামকে সম্বোধন করে বলেন, তোমার মধ্যকার আগের অধিবাসীরা আজ কোথায়? তোমার মধ্যকার আগের ভবন নির্মাণকারীরা আজ কোথায়? তখন অদৃশ্য হতে একটি আওয়াজ এলো— তাদের নাম-চিহ্ন মুছে গেছে। তাদের শরীর মাটি-গর্ভে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন অবশিষ্ট রয়েছে শুধু তাদের আমলসমূহ, যেগুলো আজ তাদের গলায় বেড়িস্বরূপ লটকিয়ে দেয়া হয়েছে।

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : تَفَضَّلْ عَلٰى مَنْ شِئْتَ فَاَنْتَ اَمِيْرُهٗ وَاسْأَلْ عَمَّنْ شِئْتَ فَاَنْتَ اَسِيْرُهٗ وَاسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ فَاِنَّكَ نَظِيْرُهٗ۔

হযরত আলী রাযি. বলেন তোমরা যার প্রতি ইচ্ছা এহসান করতে থাক। যখন তোমরা কারো প্রতি এহসান করবে, তখন তোমরা তার সরদার বনে যাবে। আর যার থেকে ইচ্ছা তার থেকে চাইতে থাক, তখন তুমি তার হাতে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আর যার থেকে ইচ্ছা মুখাপেক্ষীহীন থাক, তবে তুমি তার বন্ধু হয়ে যাবে।

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ : تَرْكُ الدُّنْيَا كُلِّهَا اَخْذُهَا كُلُّهَا فَمَنْ تَرَكَهَا كُلَّهَا اَخَذَهَا وَمَنْ اَخَذَهَا كُلَّهَا تَرَكَهَا كُلَّهَا فَاَخْذُهَا فِيْ تَرْكِهَا وَتَرْكُهَا فِيْ اَخْذِهَا۔

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআয রহ. বলেন, গোটা দুনিয়াকে ত্যাগ করা তা অর্জন করার নামান্তর। কাজেই, যে ব্যক্তি সমগ্র দুনিয়াকে বর্জন করবে, সে যেন সমগ্র দুনিয়ার রাজত্ব অর্জন করে ফেলল। অপরদিকে যে ব্যক্তি দুনিয়া অর্জনের মোহে নিমজ্জিত হবে, সমগ্র দুনিয়া তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। কেননা, দুনিয়া

ত্যাগের ভিতরেই দুনিয়া প্রাপ্তি সুপ্ত রয়েছে। আর দুনিয়ার মোহে পড়ার ভিতরেই দুনিয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া সুপ্ত।

وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْاَدْهَمِ رَحِمَهُ اللّٰهُ : اَنَّهُ قِيْلَ لَهُ بِمَا وَجَدْتَ الزُّهْدَ؟ قَالَ بِثَلَاثَةِ اَشْيَاءٍ رَاَيْتُ الْقَبْرَ مُوْحِشًا وَلَيْسَ مَعِىْ مُؤْنِسٌ وَرَاَيْتُ طَرِيْقًا طَوِيْلًا وَلَيْسَ مَعِىْ زَادٌ وَرَاَيْتُ الْجَبَّارَ قَاضِيًا وَلَيْسَ مَعِىْ حُجَّةٌ.

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি আল্লাহভীতি হাসিল করেছেন কিভাবে? তিনি জবাবে বললেন, তিনটি জিনিসের মাধ্যমে—

১. আমি কবরকে দেখতে পেয়েছি, সেটি এক বিরান ও ভয়ানক জায়গা। যেখানে আমাকে খুশি করার মত কেউ থাকবে না।

২. আমি লক্ষ্য করে দেখেছি আমার গন্তব্যের রাস্তা খুব লম্বা। পাথেয় হিসেবে আমার কাছে কিছুই নেই।

৩. আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, যিনি আমাদের বিচার করবেন তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। সেই বিচার দিনে বাঁচবার মতো আমার কাছে কোন দলিল-প্রমাণ নেই।

وَعَنِ الشِّبْلِىْ رَحِمَهُ اللّٰهُ : وَهُوَ مِنَ الْعَارِفِيْنَ قَالَ : اِلٰهِىْ اُحِبُّ اَنْ اَهَبَ لَكَ جَمِيْعَ حَسَنَاتِىْ مَعَ فَقْرِىْ وَضُعْفِىْ فَكَيْفَ لَايُحِبُّ سَيِّدِىْ اَنْ تَهَبَ لِىْ جَمِيْعَ سَيِّئَاتِىْ مَعَ غِنَاكَ مَوْلَاىَ عَنِّىْ! وَقَالَ لَوْ ذُقْتُمْ حَلَاوَةَ الْوُصْلَةِ لَعَرَفْتُمْ مَرَارَةَ الْقَطِيْعَةِ.

প্রখ্যাত আল্লাহ্-প্রেমিক শিবলী রহ. মুনাজাতে বলতেন, আয় আল্লাহ! আমি চাই আমার দারিদ্র এবং সমস্ত দুর্বলতা সহকারে সকল প্রকার পুণ্য তোমার দরবারে পেশ করে দেই। তবে কি হে প্রভু! তুমি এটা পছন্দ করবে না যে, তুমি আমার যাবতীয় গুনাহ-খাতাকে গোপন করে রাখবে? তুমি তো আমার চেয়ে আরো বড় ধনী।

তিনি এটাও বলতেন, তোমাদের উদ্দেশ্য যখন আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে ভাব পয়দা করা, তাই আপন নফসের সঙ্গে অপরিচিত হয়ে যাও। তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাত লাভের স্বাদ অস্বাদন করতে পারতে, তবে তার থেকে সামান্য দূরত্ব হওয়ার তিক্ততাও অনুভব করতে সক্ষম হতে।

وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ : اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْاُنْسِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى مَا هُوَ ؟ فَقَالَ اَنْ لَا تَسْتَأْنِسُ بِكُلِّ وَجْهٍ صَبِيْحٍ وَلَا بِصَوْتٍ طَيِّبٍ وَلَا بِلِسَانٍ فَصِيْحٍ.

হযরত সুফিয়ান সওরী রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা বলতে কী বুঝায়? উত্তরে তিনি বললেন, যাবতীয় সৌন্দর্য-মণ্ডিত মুখমন্ডল, কোকিলা কণ্ঠ এবং সুসাহিত্য পূর্ণ ভাষার উপর আসক্ত হওয়া পরিহার কর। নিজের যাবতীয় প্রেরণা-অনুপ্রেরণা ও আগ্রহ ইচ্ছাকে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার সামনে বিসর্জন দিয়ে দাও।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ : اَلزُّهْدُ ثَلَاثَةُ اَحْرُفٍ زَاءٌ وَهَاءٌ وَدَالٌ ، فَالزَّاءُ زَادُ الْمَعَادِ وَالْهَاءُ هُدًى لِلدِّيْنِ وَالدَّالُ دَوَامٌ عَلَى الطَّاعَةِ ۔ وَقَالَ فِىْ مَوَاضِعِ اُخَرَ : اَلزُّهْدُ ثَلَاثَةُ اَحْرُفٍ : اَلزَّاءُ تَرْكُ الزِّيْنَةِ وَالْهَاءُ تَرْكُ الْهَوٰى وَالدَّالُ تَرْكُ الدُّنْيَا.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, زهد(যুহদ) হচ্ছে তিন অক্ষরে গঠিত।১. ز (যা) ২. ه (হা) ৩. د(দাল) দ্বারা। এক. ز(যা) দ্বারা হচ্ছে زادالمعاد (যাদুল মায়াদ), অর্থাৎ পরকালের প্রস্তুতি। দুই. ه(হা) দ্বারা হচ্ছে هدى للدين(হুদাল্লিদ্বীন) অর্থাৎ, দীনের পথ প্রদর্শক। তিন. د (দাল) দ্বারা হচ্ছে دوام على الطاعة (দাওয়াম আলাত্তাআহ) এবাদত-বন্দেগীর উপর অটল ও অবিচল থাকা।

অন্য এক সময় তিনি বলেছিলেন, زهد(যুহদ) হচ্ছে তিন অক্ষরে গঠিত। ১. ز (যা) ২. ه (হা) ৩. د(দাল) দ্বারা। এক. ز (যা) দ্বারা হচ্ছে ترك الزينة (তারকুযযীনাহ্), অর্থাৎ সাজসজ্জা পরিহার। দুই. ه(হা) দ্বারা হচ্ছে ترك الهواء (তারকুল হাওয়া) অর্থাৎ, খাহেশাতে নফসানী ত্যাগ। তিন. د (দাল) দ্বারা হচ্ছে ترك الدنيا (তারকুদ্দুনইয়া) অর্থাৎ দুনিয়ার মোহ বর্জন।

وَعَنْ حَامِدٍ اللَّفَّافِ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ قَالَ : اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ اَوْصِنِىْ ، فَقَالَ (لَهُ) : اِجْعَلْ لِدِيْنِكَ غِلَافًا كَغِلَافِ الْمُصْحَفِ ، قِيْلَ لَهُ مَا غِلَافُ الدِّيْنِ ؟ قَالَ تَرْكُ الْكَلَامِ اِلَّا مَالَا بُدَّ مِنْهُ ، وَتَرْكُ الدُّنْيَا اِلَّا مَالَا بُدَّ مِنْهُ ، ثُمَّ اعْلَمْ اَنَّ اَصْلَ الزُّهْدِ الْاِجْتِنَابُ عَنِ

الْمَحَارِمِ كَبِيْرِهَا وَصَغِيْرِهَا وَأَدَاءُ جَمِيْعِ الْفَرَائِضِ يَسِيْرِهَا وَعَسِيْرِهَا وَتَرْكُ الدُّنْيَا عَلَى
أَهْلِهَا قَلِيْلِهَا وَكَثِيْرِهَا.

হযরত হামেদ লাফ্ফাফ রহ. বলেন, এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করে বলতে লাগলো, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। আমি বললাম, আপন দীন-ধর্ম সংরক্ষণ করার জন্য এরূপ গিলাফ তৈরি করে নাও, যেমন কুরআন মাজীদ হেফাজতের জন্য গিলাফ তৈরি করা হয়। লোকটি বলল, দীনের গিলাফ কী? এর জবাবে আমি বললাম, দরকারী কথা ব্যতীত যাবতীয় কথা বর্জন করা। জাগতিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যতীত অন্য সবকিছু ত্যাগ করা। প্রয়োজনের বাইরে লোকদের সঙ্গে উঠাবসা ত্যাগ করা।

হ্যাঁ খুব ভাল করে বুঝে নাও, 'যুহদ' এর ভিত্তিই হল সমস্ত হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা। চাই তা ছোট হোক কিংবা বড় এবং সকল ফরজসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করা, চাই তা ছোট হোক কিংবা বড়। আর দুনিয়াদারদেরজন্য দুনিয়া বর্জন করাও যুহদ, চাই সেটা স্বল্প হোক কিংবা অধিক।

وَعَنْ لُقْمَانَ الْحَكِيْمِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِنَّ النَّاسَ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ:
ثُلُثٌ لِلّٰهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ وَثُلُثٌ لِلدُّوْدِ فَأَمَّا مَا هُوَ لِلّٰهِ (مِنَ الْمَرْءِ) فَرُوْحُهُ وَمَا هُوَ لِنَفْسِهِ
فَعَمَلُهُ وَأَمَّا مَا هُوَ لِلدُّوْدِ فَجِسْمُهُ.

হযরত লোকমান হাকীম রহ. তাঁর ছেলেকে বলেন, হে পুত্র! মানুষ তিনটি অংশে বিভক্ত। এক তৃতীয়াংশ আল্লাহ্ পাকের জন্য, এক তৃতীয়াংশ মানুষের নিজের জন্য এবং আরেক তৃতীয়াংশ কীট-পতঙ্গের জন্য। যে অংশ আল্লাহ্ পাকের জন্য তা হচ্ছে মানুষের রূহ। আর যে অংশ নিজের জন্য, তা হচ্ছে তার আমল। আর যে অংশ কীট-পতঙ্গের জন্য তা হচ্ছে তার শরীর।

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَزِدْنَ فِي الْحِفْظِ وَيُذْهِبْنَ الْبَلْغَمَ اَلسِّوَاكُ
وَالصَّوْمُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

হযরত আলী রাযি. বলেন, তিনটি জিনিস স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে ও কফ দূরীভূত করে—

১. মিসওয়াক করা। ২. রোযা রাখা। ৩.কালামুল্লাহ শরীফ তিলাওয়াত করা।

وَعَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اَلْحُصُوْنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ثَلَاثٌ اَلْمَسْجِدُ حِصْنٌ وَذِكْرُ اللهِ حِصْنٌ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ حِصْنٌ.

হযরত কা'ব আহবার রাযি.বলেন, মুমিনের জন্য শয়তানের চালবাজী থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশ্রয়স্থল তিনটি—

১. মসজিদ। ২. আল্লাহ্ তা'আলার যিকির। ৩. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত।

وَعَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثٌ مِنْ كَنْزِ اللهِ تَعَالٰى لَا يُعْطِيْهَا اللهُ اِلَّا مَنْ اَحَبَّهُ : اَلْفَقْرُ وَالْمَرَضُ وَالصَّبْرُ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, তিনটি জিনিস আল্লাহ্পাকের খাযানা—

১. দারিদ্র ২.অসুস্থতা ৩.সবর। আল্লাহ্পাক যাদেরকে ভালবাসেন তাদেরকে এগুলো দান করেন।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَ سُئِلَ : مَا خَيْرُ الْأَيَّامِ ؟ وَمَا خَيْرُ الشُّهُوْرِ ؟ وَمَا خَيْرُ الْأَعْمَالِ؟ فَقَالَ : خَيْرُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَخَيْرُ الشُّهُوْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَخَيْرُ الْأَعْمَالِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ لِوَقْتِهَا فَمَضٰى عَلٰى ذٰلِكَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَبَلَغَ عَلِيًّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَأَجَابَ بِكَذَا . فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ سُئِلَ الْعُلَمَاءُ وَالْحُكَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ لَمَا أَجَابُوْا بِمِثْلِ مَا أَجَابَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنِّيْ أَقُوْلُ : خَيْرُ الْأَعْمَالِ مَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالٰى مِنْكَ وَخَيْرُ الشُّهُوْرِ مَا تَتُوْبُ فِيْهِ إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا وَخَيْرُ الْأَيَّامِ مَا تَخْرُجُ فِيْهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى اللهِ تَعَالٰى مُؤْمِنًا بِاللهِ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-কে জিজ্ঞেস করা হল, সবচেয়ে উত্তম দিবস কোনটি, সবচেয়ে উত্তম মাস কোনটি এবং সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, সবচেয়ে উত্তম দিন হল শুক্রবার (জুমার দিন)। সবচেয়ে উত্তম মাস হল রমযান মাস এবং সবচেয়ে উত্তম আমল হল পাঁচ ওয়াক্ত নামায। এর তিন দিন পর হযরত আলী রাযি.-এর কাছে এ খবর পৌঁছলো যে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এ ধরনের প্রশ্নের এমন এমন জবাব দিয়েছেন। তিনি বললেন দুনিয়ার পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্তের যে কোন আলেম বা বিজ্ঞজনকে এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে কেউ এর চেয়ে ভাল উত্তর দিতে সক্ষম হবে না। আমি এগুলোর জবাবে বলবো

যে, সবচেয়ে উত্তম আমল হল যা আল্লাহ্পাক তোমার থেকে কবুল করে নিয়েছেন এবং সবচেয়ে উত্তম মাস হল ঐ মাস যে মাসে তুমি আল্লাহ্ পাকের কাছে তওবা করবে। আর সবচেয়ে উত্তম দিবস হল ঐ দিবস, যে দিবসে তুমি ঈমানদার অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে এবং আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে মিলিত হবে।

قَالَ الشَّاعِرُ:

أَمَا تَرَى كَيْفَ يُبْلِيْنَا الْجَدِيْدَانِ ☆ وَنَحْنُ نَلْعَبُ فِيْ سِرٍّ وَّإِعْلَانٍ
لَا تَرْكَنَنْ إِلَى الدُّنْيَا وَنِعْمَتِهَا ☆ فَإِنَّ أَوْطَانَهَا لَيْسَتْ بِأَوْطَانِهَا
وَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ مِنْ قَبْلِ الْمَمَاتِ فَلَا ☆ تَغْرُرْكَ كَثْرَةُ أَصْحَابٍ وَّإِخْوَانٍ

কবি বলেন—

১. তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, আমরা কেমন করে দিন-রাতকে পুরাতন করেছি এবং নির্জনে ও লোকালয়ে খেল-তামাশায় মত্ত রয়েছি?

২. দুনিয়ার নেয়ামতের দিকে কখনো ধাবিত হবে না। কেননা, এখানকার বসতবাড়ি তোমার প্রকৃত আবাসস্থল নয়।

৩. যতটুকু সম্ভব হয় মওতের আগেই আমল করে নাও। তোমার আত্মীয়-স্বজনের আধিক্য আর বন্ধু-বান্ধবের আধিক্য যেন তোমাকে ধোকাগ্রস্ত না করে।

وَقِيْلَ: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّيْنِ وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَبَصَّرَهُ بِعُيُوْبِ نَفْسِهِ.

বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্পাক যখন কোন বান্দার ব্যাপারে কল্যাণের এরাদা করেন, তাকে তিনি দীনের সমঝ-বুঝ দান করেন, দুনিয়ার প্রতি অনীহা পয়দা করে দেন এবং অন্তরদৃষ্টি প্রদান করেন। যদ্দরুন তাদের চোখে স্বীয় পাপ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

وَعَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ: اَلطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ جُلُوْسًا فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَدَقْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ : اَلنَّظْرُ إِلَى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ وَإِنْفَاقُ مَالِيْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَأَنْ تَكُوْنَ ابْنَتِيْ تَحْتَ رَسُوْلِ اللهِ . فَقَالَ

عُمَرُ رضي الله عنه صَدَقْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ اَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَالثَّوْبُ الْخَلَقُ . فَقَالَ عُثْمَانُ رضي الله عنه صَدَقْتَ يَا عُمَرُ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ :
إِشْبَاعُ الْجِيْعَانِ وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ . فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه صَدَقْتَ يَا عُثْمَانُ ،
وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ : اَلْخِدْمَةُ لِلضَّيْفِ وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ
فَبَيْنَاهُمْ كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ : أَرْسَلَنِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَمَّا
سَمِعَ مَقَالَتَكُمْ وَأَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَنِيْ عَمَّا أُحِبُّ إِنْ كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا . فَقَالَ مَا تُحِبُّ إِنْ
كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ إِرْشَادُ الضَّالِّيْنَ وَمُؤَانَسَةُ الْغُرَبَاءِ الْقَانِتِيْنَ وَمُعَاوَنَةُ أَهْلِ
الْعِيَالِ الْمُعْسِرِيْنَ وَقَالَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحِبُّ رَبُّ الْعِزَّةِ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ عِبَادِهٖ
ثَلَاثَ خِصَالٍ : بَذْلُ الْاِسْتِطَاعَةِ وَالْبُكَاءُ عِنْدَ النَّدَامَةِ وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ .

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, পৃথিবীতে আমার তিনটি জিনিস পছন্দনীয়– ১. সুগন্ধি ২. (হালাল) নারী ৩. আমার চোখের শীতলতা নামাযে।

যখন তিনি একথা এরশাদ করেন, তখন সেখানে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি সত্যই বলেছেন। আমারও তিনটি জিনিস পছন্দনীয়—

১. নবী করীম ﷺ-এর চেহারা মোবারক দেখতে থাকা ২. আমার ধন-সম্পদ আল্লাহর রাসূলের জন্য ব্যয় করা ৩. আমার কন্যা আপনার স্ত্রী হিসেবে থাকা।

তখন হযরত উমর রাযি.বললেন, হে আবু বকর! আপনি সত্যই বলেছেন, আমারও তিনটি জিনিস পছন্দনীয়– ১. সৎ কাজের আদেশ ২. অসৎ কাজের নিষেধ ৩. পুরাতন বস্ত্র।

হযরত উসমান রাযি. বললেন, হে উমর! আপনি সত্যই বলেছেন। আমারও তিনটি জিনিস পছন্দনীয়– ১.ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো ২. বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দান এবং ৩. কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত।

হযরত আলী রাযি. বললেন, হে উসমান! আপনি সত্যই বলেছেন। আমারও তিনটি জিনিস পছন্দনীয়– ১. মেহমানের খেদমত করা ২.গ্রীষ্মকালে রোযা রাখা এবং ৩. তলোয়ার দ্বারা দুশমনের সঙ্গে মোকাবেলা করা।

ইতোমধ্যে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম সেখানে তাশরীফ এনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাদের কথা শ্রবণ করে আল্লাহ্পাক আমাকে পাঠালেন। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি যদি দুনিয়াবাসীদের শামিল হতাম, তাহলে আমি কী পছন্দ করতাম। অতএব নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, হে জিবরাঈল! বলুন, আপনি যদি দুনিয়াবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতেন, তাহলে কী পছন্দ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনটি বিষয়—

১. পথহারাকে পথ দেখিয়ে দেয়া।

২. দরিদ্র ও অনুগত লোকদেরকে সন্তুষ্ট করা।

৩. হতদরিদ্র পরিবারের সাহায্য করা।

এরপর তিনি আরো বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বান্দার তিনটি অভ্যাস অত্যন্ত পছন্দনীয়—

১. সাধ্যমত আল্লাহর রাহে ব্যয় করা।

২. আপন পাপকাজের উপর অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করা।

৩. অভাব অবস্থায় সবর করা।

وَعَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ مَنِ اعْتَصَمَ بِعَقْلِهٖ ضَلَّ وَمَنِ اسْتَغْنٰى بِمَالِهٖ قَلَّ وَمَنْ عَزَّ بِمَخْلُوْقٍ ذَلَّ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক কাজে স্বীয় বিবেকের উপরই ভরসা করে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি মালের দরুন বেপরোয়া ভাব দেখায়, তার মাল কমে যায়। আর যে ব্যক্তি মাখলুকের নিকট ইয্যত-সম্মান হাসিল করার চেষ্টা করে, সে যলীল ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়।

وَعَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ: ثَمَرَةُ الْمَعْرِفَةِ ثَلَاثُ خِصَالٍ اَلْحَيَاءُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْاُنْسُ بِاللّٰهِ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির বাণী— আল্লাহ্পাকের মা'রেফাতের ফলাফল তিনটি অভ্যাসের দ্বারা প্রকাশিত হয়—

১. আল্লাহ্ তা'আলাকে লজ্জা করার দ্বারা।

২. আল্লাহ্ তা'আলার জন্য মুহাব্বতের মাধ্যমে।

৩. আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দ্বারা।

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : اَلْمَحَبَّةُ اَسَاسُ الْمَعْرِفَةِ وَالْعِفَّةُ عَلَامَةُ الْيَقِيْنِ التَّقْوٰى وَالرِّضٰى بِتَقْدِيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

প্রিয়নবী ﷺ এরশাদ করেন, ভালবাসা মা'রেফাতের মূল। সতীত্ব রক্ষা একীনের লক্ষণ এবং একীনের মূল হল আল্লাহ্ তা'আলাকে মুহাব্বত করা ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ : مَنْ اَحَبَّ اللّٰهَ اَحَبَّ مَنْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ اَحَبَّ مَنْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحَبَّ مَا اَحَبَّ فِي اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَنْ اَحَبَّ مَا اَحَبَّ فِي اللّٰهِ تَعَالٰى اَحَبَّ اَنْ لَّا يَعْرِفَهُ النَّاسُ.

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে মুহাব্বত করে, সে প্রত্যেক ঐ লোককে মুহাব্বত করলো যে আল্লাহ্ তা'আলাকে মুহাব্বত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার হাবীবকে মুহাব্বত করে, সে প্রত্যেক ঐ জিনিসকে মুহাব্বত করবে, যদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করা যায়। আর যে ব্যক্তি এমন জিনিসকে মুহাব্বত করে যা আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার কারণ হয়, সে এটা পছন্দ করবে যে, মানুষ যেন তার পরিচয় না জানে।

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : صِدْقُ الْمَحَبَّةِ فِيْ ثَلَاثِ خِصَالٍ اَنْ يَّخْتَارَ كَلَامَ حَبِيْبِهٖ عَلٰى كَلَامِ غَيْرِهٖ وَيَخْتَارَ مُجَالَسَةَ حَبِيْبِهٖ عَلٰى مُجَالَسَةِ غَيْرِهٖ وَيَخْتَارَ رِضٰى حَبِيْبِهٖ عَلٰى رِضٰى غَيْرِهٖ.

প্রিয়নবী ﷺ এরশাদ করেন, মুহাব্বতের দাবিতে সত্যবাদী হওয়ার নিদর্শন তিনটি—

১. যাকে মুহাব্বত করে তার কথাকে অন্যান্যদের কথার উপর প্রাধান্য দেয়া।
২. তার মজলিসকে অন্যদের মজলিসের চেয়ে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়া।
৩. তার সন্তুষ্টিকে অন্যদের সন্তুষ্টি অপেক্ষা প্রাধান্য দেয়া।

وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ الْيَمَانِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرَاةِ حَرِيْصٌ فَقِيْرٌ وَاِنْ كَانَ مَلَكَ الدُّنْيَا وَالْمُطِيْعُ مُطَاعٌ وَاِنْ كَانَ مَمْلُوْكًا وَالْقَانِعُ غَنِيٌّ وَاِنْ كَانَ جَائِعًا.

হযরত ওয়াহব ইবনে মুনাব্বাহ ইয়ামানী রহ. বলেন, তওরাত কিতাবে লিখিত আছে, লোভাতুর ব্যক্তি যদিও গোটা পৃথিবীর মালিক হয়ে যায় ফকীরই থাকে। অনুগত ব্যক্তিরই আনুগত্য করা হয়, যদিও সে অন্য কারো গোলাম হোক না কেন। এবং অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি ধনী, যদিও সে ক্ষুধার্ত থাকুক না কেন।

وَعَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ رَحِمَهُ اللهُ : مَنْ عَرَفَ اللهَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَ الْخَلْقِ لَذَّةٌ وَمَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهَا رَغْبَةٌ وَمَنْ عَرَفَ عَدْلَ تَعَالٰى لَمْ يَتَقَدَّمْ اِلَيْهِ الْخُصَمَاءُ.

এক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেন— যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় অর্জন করে ফেলবে, সে মাখলুকের সঙ্গে বসবাস করতে স্বাদ পাবে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার মূল্য আঁচ করতে সক্ষম হবে, সে কখনো দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক ইনসাফ সম্পর্কে জানতে পারবে, সে কখনো ঝগড়া-ঝাটি করার অবকাশ পাবে না।

وَعَنْ ذِى النُّوْنِ الْمِصْرِىْ رَحِمَهُ اللهُ : كُلُّ خَائِفٍ هَارِبٌ وَكُلُّ رَاغِبٍ طَالِبٌ وَكُلُّ اٰنِسٍ بِاللهِ مُسْتَوْحِشٌ عَنْ نَفْسِهٖ.

হযরত যুন্নুন মিসরী রহ. বলেন, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে দৌড়ে যায়। আর প্রত্যেক আগ্রহী ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে পেয়ে যায়। আর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, সে তার নফসের সাথে অপরিচিত হয়ে যায়।

وَقَالَ (ذُو النُّوْنِ) : اَلْعَارِفُ بِاللهِ تَعَالٰى اَسِيْرٌ وَقَلْبُهٗ بَصِيْرٌ وَعَمَلُهٗ لِلّٰهِ كَثِيْرٌ.

হযরত যুননুন মিসরী রহ. বলেন, আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত প্রাপ্ত ব্যক্তি কয়েদীসদৃশ্য হয়ে যায়। সে অন্তরদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্র জন্য কৃত আমলের সংখ্যা তার অত্যাধিক।

وَقَالَ الْعَارِفُ بِاللهِ تَعَالٰى وَفِىٌّ وَقَلْبُهٗ ذَكِىٌّ وَعَمَلُهٗ لِلّٰهِ زَكِىٌّ.

তিনি একথাও বলেন, আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ওয়াফাদার (ওয়াদা রক্ষাকারী) হয়ে থাকে। তাদের অন্তর খুব সচেতন হয়ে থাকে। এবং তাদের আমল শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য হয়ে থাকে।

وَعَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ الدَّارَانِىْ رَحِمَهُ اللهُ : اَنَّهٗ قَالَ : اَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ الْخَوْفُ مِنَ اللهِ وَمِفْتَاحُ الدُّنْيَا الشِّبْعُ وَمِفْتَاحُ الْاٰخِرَةِ الْجُوْعُ.

হযরত সুলায়মান দারানী রহ. বলেন, ইহকাল ও পরকালের সকল কল্যাণের মূল হল আল্লাহ্ তা'আলার ভয়। ইহকালের চাবি হল পরিতৃপ্ত হওয়া আর পরকালের চাবি হল ক্ষুধার্ত থাকা।

وَقِيْلَ: اَلْعِبَادَةُ حِرْفَةٌ حَانُوْتُهَا الْخَلْوَةُ وَرَأْسُ مَالِهَا التَّقْوٰى وَرِبْحُهَا الْجَنَّةُ.

বর্ণিত রয়েছে, এবাদত একটি পেশা। তার দোকান হচ্ছে নির্জনতা। তার মূলধন হল তাকওয়া এবং তার মুনাফা হল বেহেশত।

قَالَ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ رَحِمَهُ اللهُ: اَخْسِنْ ثَلَاثًا بِثَلَاثٍ حَتّٰى تَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلْكِبْرَ بِالتَّوَاضُعِ وَالْحِرْصَ بِالْقَنَاعَةِ وَالْحَسَدَ بِالنَّصِيْحَةِ.

হযরত মালেক ইবনে দিনার রহ. বলেন, তিনটি জিনিসকে তিনটি জিনিস দ্বারা ঢেকে দাও। যাতে তুমি পরিপূর্ণ ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার।

১। অহংকারকে বিনয় প্রদর্শন দ্বারা।

২। লোভ-লালসাকে অল্পেতুষ্টি দ্বারা।

৩। হিংসাকে উপদেশ দ্বারা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[এ পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত বাণী বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর মাঝে চারটি প্রান্ত বা চারটি তথ্য কিংবা চারটি অংশ বিদ্যমান রয়েছে।]

رُوِىَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لِاَبِىْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: يَا اَبَا ذَرٍّ جَدِّدِ السَّفِيْنَةَ فَاِنَّ الْبَحْرَ عَمِيْقٌ وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيْدٌ وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَئُوْدٌ وَاَخْلِصِ الْعَمَلَ فَاِنَّ النَّاقِدَ بَصِيْرٌ.

নবী করীম ﷺ হযরত আবুযর গিফারী রাযি.-কে বললেন, হে আবুযর, নতুন নৌকা প্রস্তুত করে নাও। কেননা, [পরকালের] সমুদ্র অত্যন্ত গভীর। পূর্ণাঙ্গ পাথেয় যোগাড় করে নাও। কেননা, সফর বহু দূরের। বোঝা হালকা রাখ। কেননা, ঘাটিগুলো পাড়ি দেয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্যকর ও কঠিন। আমলে এখলাস আন। কারণ, যিনি তা পরখ করে দেখবেন তিনি খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তা পরখ করে থাকেন।

وَقَالَ الشَّاعِرُ:

فَرْضٌ عَلَى النَّاسِ اَنْ يَّتُوْبُوْا ☆ لٰكِنَّ تَرْكَ الذُّنُوْبِ اَوْجَبُ
وَالصَّبْرُ فِي النَّائِبَاتِ صَعْبٌ ☆ لٰكِنَّ فَوْتَ الثَّوَابِ اَصْعَبُ
وَالدَّهْرُ فِيْ صَرْفِهٖ عَجِيْبٌ ☆ لٰكِنَّ غَفْلَةَ النَّاسِ اَعْجَبُ
وَكُلُّ مَا قَدْ يَجِيْءُ قَرِيْبٌ ☆ وَلٰكِنَّ الْمَوْتَ مِنْ ذَاكَ اَقْرَبُ

কবি বলেন—

১. নিশ্চয়ই তওবা করা মানুষের উপর ফরজ, তবে পাপকাজ বর্জন করা এর চেয়ে আরো বেশি জরুরি।

২. নেমে আসা বিপদ-আপদে সবর করা কঠিন বিষয়। তবে এর নেকি নষ্ট হয়ে যাওয়া সবর অপেক্ষা আরও বেশি কঠিন।

৩. যমানার বিপ্লব নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর,এতদসত্ত্বেও মানুষের অবহেলা প্রদর্শন এর চেয়ে অধিক বিস্ময়কর বিষয়।

৪. আসন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতি খুবই নিকটবর্তী। তবে মৃত্যুএর চেয়ে আরও অধিক নিকটবর্তী।

وَعَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ اَرْبَعَةٌ حَسَنٌ وَلٰكِنَّ اَرْبَعَةٌ مِنْهَا اَحْسَنُ : اَلْحَيَاءُ مِنَ الرِّجَالِ حَسَنٌ وَلٰكِنَّ مِنَ الْمَرْأَةِ اَحْسَنُ وَالْعَدْلُ مِنْ كُلِّ اَحَدٍ حَسَنٌ وَلٰكِنَّهُ مِنَ الْاُمَرَاءِ اَحْسَنُ وَالتَّوْبَةُ مِنَ الشَّيْخِ حَسَنٌ وَلٰكِنَّهَا مِنَ الشَّبَابِ اَحْسَنُ وَالْجُوْدُ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ حَسَنٌ وَلٰكِنَّهُ مِنَ الْفُقَرَاءِ اَحْسَنُ۔

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, চারটি জিনিস সাধারণত ভাল, তবে কারো কারো জন্য অধিক ভাল।

১. লজ্জা পুরুষের জন্য ভাল, তবে মহিলাদের জন্য অধিক ভাল।

২. ইনসাফ প্রত্যেকের জন্যই ভাল, তবে শাসকদের জন্য অত্যাধিক ভাল।

৩. তওবা বৃদ্ধদের জন্য তো ভাল, তবে যুবকদের জন্য তওবা বেশি পছন্দনীয়।

৪. দানশীলতা ধন্যাঢ্যদের খুব ভাল স্বভাব, তবে গরিবদের দান আরও ভাল।

عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ : اَرْبَعَةٌ قَبِيْحٌ لٰكِنَّ اَرْبَعَةٌ مِنْهَا اَقْبَحُ : اَلذَّنْبُ مِنَ الشَّبَبِ قَبِيْحٌ وَمِنَ الشَّيْخِ اَقْبَحُ ، وَالْاِشْتِغَالُ بِالدُّنْيَا مِنَ الْجَاهِلِ قَبِيْحٌ وَمِنَ الْعَالِمِ اَقْبَحُ وَالتَّكَسُّلُ فِى الطَّاعَةِ مِنْ جَمِيْعِ النَّاسِ قَبِيْحٌ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ وَالطَّلَبَةِ اَقْبَحُ وَالتَّكَبُّرُ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ قَبِيْحٌ وَمِنَ الْفُقَرَاءِ اَقْبَحُ۔

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, চারটি জিনিস তো এমনিতেই মন্দ। তবে চার রকমের লোক হতে তা প্রকাশ পাওয়া আরও অধিক মন্দ।

১. পাপকাজ করা যুবকদের ক্ষেত্রে মন্দ, তবে বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে তা আরও অধিক মন্দ।
২. দুনিয়ার মোহে লিপ্ত হয়ে যাওয়া মূর্খদের ক্ষেত্রে মন্দ। আর উলামাগণের জন্য আরও অধিক মন্দ।
৩. আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে শিথিলতা প্রদর্শন করা সাধারণ মানুষের জন্য মন্দ, তবে তালেবে ইলম এবং আলেমগণের জন্য আরও অধিক মন্দ।
৪. অহংকার প্রদর্শন করা ধনবানদের জন্য মন্দ, তবে ফকীরদের জন্য তা আরও অধিক মন্দ।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ اَمَانَةٌ فَإِذَا انْتَثَرَتْ كَانَ الْقَضَاءُ عَلَى اَهْلِ السَّمَاءِ وَاَهْلُ بَيْتِيْ اَمَانٌ لِاُمَّتِيْ فَإِذَا زَالَ اَهْلُ بَيْتِيْ كَانَ الْقَضَاءُ عَلَى اُمَّتِيْ وَاَنَا اَمَانٌ لِاَصْحَابِيْ فَإِذَا ذَهَبْتُ كَانَ الْقَضَاءُ عَلَى اَصْحَابِيْ وَالْجِبَالُ اَمَانٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ فَإِذَا ذَهَبَتْ كَانَ الْقَضَاءُ عَلَى اَهْلِ الْاَرْضِ.

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, নক্ষত্ররাজি আসমানবাসীদের জন্য সংরক্ষক স্বরূপ। নক্ষত্রগুলো যখন পড়ে যাবে, তখন আসমানবাসীদের উপর যে বিপদ নেমে আসার তা নেমে আসবে। আর আমার আহলে বাইত আমার সমগ্র উম্মতের জন্য সংরক্ষক স্বরূপ। যখন আমার বংশ শেষ হয়ে যাবে, তখন আমার উম্মত কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর আমি আমার সাহাবাগণের জন্য রহমত ও বরকত নাজিলের উৎস স্বরূপ। যখন আমি চলে যাব, তখন আমার সাহাবাগণ আগের মত কল্যাণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। আর পাহাড়-পর্বত দুনিয়াবাসীদের জন্য সংরক্ষক স্বরূপ। যখন পাহাড়-পর্বত খতম হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীর অধিবাসীরাও খতম হয়ে যাবে।

عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: اَرْبَعَةٌ تَمَامُهَا بِاَرْبَعَةٍ: تَمَامُ الصَّلَاةِ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالصَّوْمُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْحَجُّ بِالْفِدْيَةِ وَالْاِيْمَانُ بِالْجِهَادِ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, চারটি জিনিস দ্বারা চারটি জিনিসের পূর্ণতা সাধিত হয়—

১. নামাযের পূর্ণতা সাধিত হয় সাজদায়ে সাহু দ্বারা।
২. রোযার পূর্ণতা সাধিত হয় সদকায়ে ফিতর দ্বারা।
৩. হজ্জের পূর্ণতা সাধিত হয় ফিদয়া প্রদান দ্বারা।
৪. আর ঈমানের পূর্ণতা সাধিত হয় জিহাদ দ্বারা।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَارَكٍ رَحِمَهُ اللهُ : مَنْ صَلَّى يَوْمٍ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فَقَدْ اَدّٰى حَقَّ الصَّلَاةِ وَمَنْ صَامَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَقَدْ اَدّٰى حَقَّ الصِّيَامِ وَمَنْ قَرَاَ كُلَّ يَوْمٍ مِاَئَةَ اٰيَةٍ فَقَدْ اَدّٰى حَقَّ الْقِرَاَئَةِ وَمَنْ تَصَدَّقَ فِىْ جُمُعَةٍ بِدِرْهَمٍ فَقَدْ اَدّٰى حَقَّ الصَّدَقَةِ۔

৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন বারো রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় করল, সে নামাযের হক আদায় করল। আর যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখলো, সে রোযার হক আদায় করল। আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত আয়াত পাঠ করল, সে কুরআন তিলাওয়াতের হক আদায় করল। আর যে ব্যক্তি জুমুআর দিবসে এক দেরহাম সদকা করল, সে সদকার হক আদায় করলো।

قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : اَلْبُحُوْرُ اَرْبَعَةٌ : اَلْهَوٰى بَحْرُ الذُّنُوْبِ وَالنَّفْسُ بَحْرُ الشَّهَوَاتِ وَالْمَوْتُ بَحْرُ الْاَعْمَارِ وَالْقَبْرُ بَحْرُ النَّدَامَاتِ۔

হযরত উমর রাযি. বলেন, সমুদ্র হল চারটি— খাহেশাতে নফস হল পাপের সমুদ্র। প্রবৃত্তি হল কামনা-বাসনার সমুদ্র। মৃত্যু হল জীবনের সমুদ্র। আর কবর হল লজ্জা ও অনুতাপের সমুদ্র।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : وَجَدْتُ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ فِىْ اَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ : اَوَّلُهَا فِىْ اَدَاءِ فَرَائِضِ اللهِ وَالثَّانِىْ فِىْ اجْتِنَابِ مَحَارِمِ اللهِ وَالثَّالِثُ فِى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ اِبْتِغَاءَ ثَوَابِ اللهِ وَالرَّابِعُ فِى النَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ اِتِّقَاءَ غَضَبِ اللهِ۔

হযরত উসমান রাযি. বলেন, আমি চারটি জিনিসের ভিতর এবাদতের স্বাদ পেয়েছি—

প্রথমটি হল, আল্লাহ্ পাকের ফরযসমূহ আদায় করার মাঝে।

দ্বিতীয়টি হল, আল্লাহ্ পাকের নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বেঁচে থাকার মাঝে।

তৃতীয়টি হল, আল্লাহ্ পাকের ধার্যকৃত সওয়াব প্রাপ্তির আশায় সৎকাজের আদেশ করার মাঝে।

চতুর্থটি হল, আল্লাহ্ পাকের গোস্বার ভয়ে অসৎ কাজে নিষেধ করার মাঝে।

وَقَالَ اَيْضًا : اَرْبَعَةٌ ظَاهِرُ هُنَّ فَضِيْلَةٌ وَبَاطِنُهُنَّ فَرِيْضَةق مُخَالَطَةُ الصَّالِحِيْنَ فَضِيْلَةٌ وَالْاِقْتِدَاءُ بِهِمْ فَرِيْضَةٌ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ فَضِيْلَةٌ وَالْعَمَلُ بِهٖ فَرِيْضَةٌ وَزِيَارَةُ الْقُبُوْرِ فَضِيْلَةٌ وَالْاِسْتِعْدَادُ لَهَا فَرِيْضَةٌ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ فَضِيْلَةٌ وَاتِّخَاذُ الْوَصِيَّةِ مِنْهُ فَرِيْضَةٌ.

তিনি একথাও বলেন, চারটি জিনিস এরূপ যা বাহ্যিকভাবে ফযিলতপূর্ণ হলেও বাতেনীভাবে তা ফরজের গুরুত্ব রাখে।

১. পূণ্যবান লোকদের মজলিসে বসা ফযিলতের জিনিস–কিন্তু তাদের অনুকরণ করা ফরজের গুরুত্ব রাখে।
২. কুরআন পাঠ করা ফযিলতের জিনিস– কিন্তু তার প্রতি আমল করা ফরজ।
৩. কবর যিয়ারত ফযিলতের জিনিস কিন্তু কবরের প্রস্তুতি নেয়া ফরজ।
৪. রোগাক্রান্ত লোকের শুশ্রূষা করা ফযিলতের জিনিস – কিন্তু তা থেকে নসিহত গ্রহণ করা ফরজ।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ قَالَ : مَنِ اشْتَاقَ اِلَى الْجَنَّةِ سَارِعٌ اِلَى الْخَيْرَاتِ وَمَنْ اَشْفَقَ مِنَ النَّارِ انْتَهٰى عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ تَيَقَّنَ بِالْمَوْتِ اِنْهَدَمَتْ عَلَيْهِ اللَّذَّاتُ وَمَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيْبَاتُ.

হযরত আলী রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি বেহেশতের প্রতি আগ্রহী হবে, সে পুণ্যের প্রতি ধাবিত হবে। আর যে ব্যক্তি দোযখকে ভয় করবে, সে প্রবৃত্তির খাহেশাত পূরণ থেকে নিবৃত্ত থাকবে। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বিশ্বাস করবে, সে সকল ভোগ-সম্ভোগ পরিহার করবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার হাকীকত সম্পর্কে জানতে পারবে, তার জন্য দুনিয়ার বিপদ আপদ সয়ে নেয়া সহজ হয়ে যাবে।

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ : اَلصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ وَالصَّمْتُ اَفْضَلُ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَالصَّمْتُ اَفْضَلُ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَالصَّمْتُ اَفْضَلُ وَالْجِهَادُ سِنَامُ الدِّيْنِ وَالصَّمْتُ اَفْضَلُ.

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, নামায হল দীনের খুঁটিস্বরূপ এবং চুপ থাকা অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ বিষয়। সদকা আল্লাহ্ পাকের গোস্বাকে ঠান্ডা করে দেয় এবং চুপ থাকা খুবই ফযিলতের বিষয়। রোযা ঢালস্বরূপ এবং চুপ থাকা খুবই ফযিলতের বিষয়। জিহাদ দীনের মর্যাদাপূর্ণ বিষয়, আর চুপ থাকা খুবই ফযিলতের বিষয়।

قِيْلَ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَقَالَ: صَمْتُكَ عَنِ الْبَاطِلِ لِيْ صَوْمٌ وَحِفْظُكَ الْجَوَارِحَ عَنِ الْمَحَارِمِ لِيْ صَلَاةٌ وَإِيَاسُكَ عَنِ الْخَلْقِ لِيْ صَدَقَةٌ وَكَفُّكَ الْأَذَى عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لِيْ جِهَادٌ.

বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ্পাক বনী ঈসরাইলের এক পয়গম্বরের কাছে ওহী প্রেরণ করে বলেন, অযথা কথা শ্রবণ করে নীরব থাকা আমার কাছে রোযা রাখার সমতুল্য। আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্ পাকের নিষিদ্ধ জিনিস থেকে নিবৃত্ত রাখা নামায আদায়ের সমতুল্য। মাখলুক থেকে নিরাশ থাকা সদকা করার সমতুল্য। এবং কোন মুসলমানকে কষ্ট প্রদান থেকে বেঁচে থাকা জিহাদের সমতুল্য।

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَلْبِ: بَطْنٌ شَبْعَانٌ مِنْ غَيْرِ مُبَالَاةٍ وَصُحْبَةُ الظَّالِمِيْنَ وَنِسْيَانُ الذُّنُوْبِ الْمَاضِيَةِ وَطُوْلُ الْأَمَلِ وَأَرْبَعَةٌ مِنْ نُوْرِ الْقَلْبِ بَطْنٌ جَائِعٌ مِنْ حَذَرٍ وَصُحْبَةُ الصَّالِحِيْنَ وَحِفْظُ الذُّنُوْبِ الْمَاضِيَةِ وَقَصْرُ الْأَمَلِ.

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, চারটি জিনিস অন্তরকে কলুষিত করে দেয়—

১. চাহিদা ব্যতীত খানা খেয়ে উদর পুর্তি করা।
২. অত্যাচারী লোকদের সংস্পর্শে থাকা।
৩. অতীতের গুনাহসমূহকে ভুলে যাওয়া।
৪. লম্বা লম্বা আশা করা।

অপরদিকে চারটি জিনিস অন্তরকে আলোকিত করে দেয়—

১. ক্ষুধার জন্য পেটের কিছু অংশ খালি রাখা।
২. পুণ্যবান লোকদের সোহবতে থাকা।
৩. অতীতের গুনাহ স্মরণ করা।
৪. এবং আশা কমিয়ে দেয়া।

وَعَنْ حَاتِمِ الْأَصَمِّ (رَحِمَهُ اللهُ) أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ادَّعَى أَرْبَعَةً بِلَا أَرْبَعَةٍ فَدَعْوَاهُ كَذِبٌ: مَنِ ادَّعَى حُبَّ اللهِ وَلَمْ يَنْتَهِ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ فَدَعْوَاهُ كَذِبٌ: وَمَنِ ادَّعَى حُبَّ النَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَرِهَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنَ فَدَعْوَاهُ كِذْبٌ وَمَنِ ادَّعٰى حُبَّ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَتَصَدَّقْ فَدَعْوَاهُ كِذْبٌ وَمَنِ ادَّعٰى خَوْفَ النَّارِ وَلَمْ يَنْتَهِ عَنِ الذُّنُوْبِ فَدَعْوَاهُ كِذْبٌ.

হযরত হাতেম আসম রহ. বলেন, যে ব্যক্তি চার জিনিস ছাড়া চার জিনিসের দাবি করে তার দাবি মিথ্যা।

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের ভালবাসার দাবি করে, অথচ আল্লাহ্ পাকের হারামকৃত কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকে না।

২. যে ব্যক্তি বেহেশতকে মুহাব্বতের দাবি করে, অথচ সদকা প্রদান করে না।

৩. যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুহাব্বতের দাবি করে, অথচ ফকির - মিসকিনদেরকে মুহাব্বত করে না।

৪. যে ব্যক্তি দোযখকে ভয় করার দাবি করে, অথচ পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকে না।

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : عَلَامَةُ الشَّقَاوَةِ اَرْبَعَةٌ : نِسْيَانُ الذُّنُوْبِ الْمَاضِيَةِ وَهِيَ عِنْدَ اللهِ تَعَالٰى مَحْفُوْظَةٌ وَذِكْرُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضِيَةِ وَلَايَدْرِىْ أَقُبِلَتْ اَمْ رُدَّتْ. وَنَظْرُهُ اِلٰى مَنْ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا وَنَظْرُهُ اِلٰى مَنْ دُوْنَهُ فِي الدِّيْنِ يَقُوْلُ اللهُ: اَرَدْتُهُ وَلَمْ يُرِدْنِيْ فَتَرَكْتُهُ. وَعَلَامَةُ السَّعَادَةِ اَرْبَعَةٌ : ذِكْرُ الذُّنُوْبِ الْمَاضِيَةِ وَنِسْيَانُ الْحَسَنَاةِ الْمَاضِيَةِ وَنَظْرُهُ اِلٰى مَنْ فَوْقَهُ فِي الدِّيْنِ وَنَظْرُهُ اِلٰى مَنْ دُوْنَهُ فِي الدُّنْيَا.

রাসলে পাক ﷺ এরশাদ করেন, দুর্ভাগ্যের নিদর্শন চারটি—

১. অতীতের পাপকে ভুলে যাওয়া। অথচ তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সংরক্ষিত।

২. অতীত দিনের পুণ্যের কাজকে স্মরণ করা। অথচ জানা নেই যে, তা আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হয়েছে কি না।

৩. দুনিয়ার দিক দিয়ে নিজ থেকে যারা বড় তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

৪. দীনি বিষয়ে নিজ থেকে যারা ছোট তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, আমি তো তাকে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাকে চায়নি। সুতরাং, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

সৌভাগ্যের নিদর্শনও চারটি—

১. অতীতের খারাবীগুলো স্মরণ করা।
২. অতীতের পুণ্যের কথা ভুলে যাওয়া।
৩. দীনের দিক দিয়ে যারা নিজ থেকে বড় তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।
৪. পার্থিব দিক দিয়ে যারা নিজ থেকে ছোট তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ: اَنَّ شَعَائِرَ الْاِيْمَانِ اَرْبَعَةٌ: اَلتَّقْوٰى وَالْحَيَاءُ وَالشُّكْرُ وَالصَّبْرُ.

এক বিজ্ঞব্যক্তি বলেছেন, ঈমানের চারটি নিদর্শন—

১. তাকওয়া (আল্লাহ্ভীতি)।
২. হায়া (লজ্জা)।
৩. শোকরিয়া আদায় (কৃতজ্ঞতা স্বীকার)।
৪. সবর (ধৈর্যধারণ)।

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: اَلْاُمَّهَاتُ اَرْبَعٌ: اُمُّ الْاَدْوِيَةِ وَاُمُّ الْاٰدَابِ وَاُمُّ الْعِبَادَاتِ وَاُمُّ الْاَمَانِيْ ، فَاُمُّ الْاَدْوِيَةِ قِلَّةُ الْاَكْلِ وَاُمُّ الْاٰدَابِ قِلَّةُ الْكَلَامِ وَاُمُّ الْعِبَادَاتِ قِلَّةُ الذُّنُوْبِ وَاُمُّ الْاَمَانِيْ الصَّبْرُ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, চারটি জিনিস চারটি জিনিসের মূল—

১. যাবতীয় ঔষধের মূল হচ্ছে স্বল্প আহার
২. যাবতীয় শিষ্টাচারের মূল হচ্ছে কম কথা বলা।
৩. সমস্ত এবাদতের মূল হচ্ছে পাপ কম করা।
৪. সমস্ত আশা-প্রত্যাশার মূল হচ্ছে সবর করা।

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اَرْبَعَةُ جَوَاهِرَ فِيْ جِسْمِ بَنِيْ اٰدَمَ يُزِيْلُهَا اَرْبَعَةُ اَشْيَاءَ اَمَّا الْجَوَاهِرُ فَالْعَقْلُ وَالدِّيْنُ وَالْحَيَاءُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ . فَالْغَضَبُ يُزِيْلُ الْعَقْلَ وَالْحَسَدُ يُزِيْلُ الدِّيْنَ وَالطَّمَعُ يُزِيْلُ الْحَيَاءَ وَالْغِيْبَةُ تُزِيْلُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- মানুষের শরীরের চারটি পদার্থ বিদ্যমান রয়েছে—

১. আকল (বিবেক-বুদ্ধি)। ২ দীন (ধর্ম)। ৩. হায়া (লজ্জা)। ৪. নেক আমল (সৎ কর্মাবলী)।

এ চারটি জিনিসকে অন্য চারটি জিনিস ধ্বংস করে দেয়—

১. ক্রোধও গোস্বা আকলকে ধ্বংস করে দেয়।
২. হিংসা-দ্বেষ দীন-ধর্মকে ধ্বংস করে দেয়।
৩. লোভ-লালসা লজ্জাকে ধ্বংস করে দেয়।
৪. গীবত ও পরনিন্দা নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়।

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْجَنَّةِ اَلْخُلُوْدُ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَخِدْمَةُ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَجِوَارُ الْأَنْبِيَاءِ خَيْرٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَرِضَى اللهِ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْجَنَّةِ. وَأَرْبَعَةٌ فِي النَّارِ شَرٌّ مِنَ النَّارِ: اَلْخُلُوْدُ فِي النَّارِ شَرٌّ مِنَ النَّارِ وَتَوْبِيْخُ الْمَلَائِكَةِ الْكُفَّارَ فِي النَّارِ شَرٌّ مِنَ النَّارِ وَجِوَارُ الشَّيْطَانِ فِي النَّارِ شَرٌّ مِنَ النَّارِ وَغَضَبُ اللهِ تَعَالَى فِي النَّارِ شَرٌّ مِنَ النَّارِ.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, বেহেশতে চারটি জিনিস এ রকম রয়েছে যেগুলো বেহেশত অপেক্ষাও অনেক বড় এবং মূল্যবান। তা হল—

১. বেহেশতে অনন্তকাল থাকা বেহেশত থেকেও বড়।
২. বেহেশতে ফেরেশতাদের সেবা পাওয়া বেহেশতের চেয়েও বড়।
৩. বেহেশতে নবী-রাসূলগণের প্রতিবেশী হওয়া বেহেশতের চেয়েও বড়।
৪. বেহেশতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা বেহেশত অপেক্ষা বড়।

তদ্রূপ দোযখেও চারটি জিনিস এমন রয়েছে, যা দোযখ অপেক্ষা বড়। তা হল—

১. দোযখে অনন্তকাল অবস্থান করা দোযখ অপেক্ষা বড়।
২. দোযখের ফেরেশতাদের ধমক শ্রবণ করা দোযখ অপেক্ষা বড়।
৩. দোযখে শয়তানের প্রতিবেশী হওয়া দোযখের চেয়েও বড়।
৪. দোযখে আল্লাহ তা'আলার গোস্বার শিকার হওয়া দোযখ অপেক্ষা বড়।

عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ حِيْنَ سُئِلَ كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقَالَ أَنَا مَعَ الْمَوْلَى عَلَى الْمُوَافَقَةِ وَمَعَ النَّفْسِ عَلَى الْمُخَالَفَةِ وَمَعَ الْخَلْقِ عَلَى النَّصِيْحَةِ وَمَعَ الدُّنْيَا عَلَى الضَّرُوْرَةِ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার হাল-অবস্থা কেমন? তিনি বললেন, আপন মনিবের সঙ্গে আমার পরিপূর্ণ আনুকুল্য রয়েছে। নিজের নফসের সঙ্গে পরিপূর্ণ বিরোধ রয়েছে। মাখলুকের সঙ্গে আমার আচরণ হচ্ছে সদোপদেশ প্রদান মাত্র। অবশিষ্ট রইলো দুনিয়া। তাতো শধুই জরুরত মেটানোর জন্য ব্যবহার করে থাকি।

وَاخْتَارَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ مِّنْ اَرْبَعِ كُتُبٍ هٰذِهٖ هِيَ مِنَ التَّوْرَاتِ مَنْ رَضِيَ بِمَا اَعْطَاهُ اللهُ تَعَالٰى اِسْتَرَاحَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْاِنْجِيْلِ مَنْ هَدَمَ الشَّهْوَاتِ عَزَّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنَ الزَّبُوْرِ مَنْ تَفَرَّدَ عَنِ النَّاسِ نَجَا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْفُرْقَانِ مَنْ حَفِظَ اللِّسَانَ سَلِمَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি আসমানী চার কিতাব থেকে চারটি নসিহত গ্রহণ করেছেন। সেই নসিহত চারটি হল—

১. তাওরাত থেকে– আল্লাহ্পাক যা কিছু প্রদান করেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকল, সে ইহকাল ও পরকালে প্রশান্তিতে থাকবে।

২. ইঞ্জিল থেকে– যে ব্যক্তি খাহেশাতের সুউচ্চ চিন্তাকে লন্ডভন্ড করে দিল, সে ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে সম্মানের সাথে থাকবে।

৩. যবুর থেকে– যে ব্যক্তি জন-বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হয়ে নির্জনে বসবাস করবে, সে ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করবে।

৪. কুরআন শরীফ থেকে– যে ব্যক্তি আপন যবানকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখবে, সে ইহকাল ও পরকালে প্রশান্তিপ্রাপ্ত হবে।

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَاللهِ مَا ابْتُلِيْتُ بِبَلِيَّةٍ اِلَّا وَكَانَ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَلَيَّ فِيْهَا اَرْبَعُ نِعَمٍ ، اَوَّلُهَا اِذَا لَمْ تَكُنْ فِي ذَنْبِيْ وَالثَّانِيْ اِذَا لَمْ تَكُنْ اَعْظَمُ مِنْهَا وَالثَّالِثُ اِذَا لَمْ اَكُنْ مُحْرَمَ الرِّضَاءِ بِهَا وَالرَّابِعُ اَنِّيْ اَرْجُو الثَّوَابَ عَلَيْهَا.

হযরত উমর রাযি. বলেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ। আমি যখনই কোন বিপদে বা সমস্যায় আক্রান্ত হই, তখনই আমার উপর আল্লাহ্তা'আলার চারটি রহমত নিশ্চয়ই থাকে।

প্রথমত : ঐ বিপদের দরুন আমি পাপকাজে লিপ্ত হই না।

দ্বিতীয়ত : এর চেয়ে বড় বিপদ আমাকে স্পর্শ করে না।

তৃতীয়ত : ঐ বিপদের দরুন আমি আল্লাহ্‌পাকের রেযা অর্থাৎ সন্তুষ্টি থেকে মাহরুম হইনি।

চতুর্থত : এ বিপদের দরুন পুণ্যের আশা আমার মাঝে বিদ্যমান থাকে।

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : اِنَّ رَجُلًا حَكِيْمًا جَمَعَ الْاَحَادِيْثَ فَاخْتَارَ مِنْهَا اَرْبَعِيْنَ اَلْفًا ثُمَّ اخْتَارَ مِنْهَا اَرْبَعَةَ الْاٰفٍ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْهَا اَرْبَعَ مِأَةٍ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْهَا اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْهَا اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ اِحْدَاهُنَّ لَاتَثِقَنَّ بِامْرَاَةٍ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَالثَّانِيَةُ لَا تَغْتَرَّ بِالْمَالِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَالثَّالِثَةُ لَا تَحْمِلْ مَعْدَتَكَ مَالَا تُطِيْقُهُ وَالرَّابِعَةُ لَا تَجْمَعْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَا يَنْفَعُكَ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বিশাল হাদীস ভান্ডার জমা করলেন। এরপর তার মধ্য থেকে চল্লিশ হাজার হাদীসকে নির্বাচিত করলেন। অতঃপর সেগুলোর মধ্য থেকে চার হাজার হাদীসকে নির্বাচিত করলেন। অতঃপর সেগুলোর মধ্য থেকে চারশত হাদীস নির্বাচিত করলেন। এরপর তার মধ্য থেকে চল্লিশটি হাদীসকে নির্বাচিত করলেন। এরপর তার মধ্য থেকে চারটি হাদীসকে নির্বাচিত করলেন। ঐ চারটি হাদীস হল—

১. কোন অবস্থাতেই কোন মহিলার প্রতি আস্থা পোষণ না করা।
২. কোন মালের উপর ভরসা করে তার ধোকায় না পড়া।
৩. আপন পাকস্থলীকে এত পূর্ণ করবে না, যা সে সহ্য করতে পারবে না।
৪. যে জ্ঞান কোন উপকারে আসে না তা হাসিল না করা।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ فِيْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "وَسَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ" قَالَ ذَكَرَ اللهُ يَحْيٰ سَيِّدًا وَهُوَ عَبْدُهُ لِاَنَّهُ (اَىْ يَحْيٰى) كَانَ غَالِبًا عَلٰى اَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ : عَلَى الْهَوٰى وَعَلٰى اِبْلِيْسَ وَعَلَى اللِّسَانِ وَعَلَى الْغَضَبِ.

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান—

وَسَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ.

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ রহ. বলেন, আল্লাহ্‌পাক হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-কে সাইয়েদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। সাইয়েদ অর্থ হচ্ছে মনিব। অথচ তিনি ছিলেন বান্দা। এর কারণ ছিল, তিনি চারটি জিনিসকে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। জিনিস চারটি হল—

১. প্রবৃত্তির খাহেশাত। ২. শয়তান। ৩. আপন জিহ্বা এবং ৪.গোস্বা।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَا يَزَالُ الدِّيْنُ وَ الدُّنْيَا قَائِمَيْنِ مَا دَامَ اَرْبَعَةُ اَشْيَاءَ مَا دَامَ الْاَغْنِيَاءُ لَا يَبْخَلُوْنَ بِمَا خُوِّلُوْا وَمَا دَامَ الْعُلَمَاءُ يَعْمَلُوْنَ بِمَا عَلِمُوْا وَمَا دَامَ الْجُهَلَاءُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَمَّا لَمْ يَعْلَمُوْا وَمَا دَامَ الْفُقَرَآءُ لَا يَبِيْعُوْنَ اٰخِرَتَهُمْ بِدُنْيَاهُمْ.

হযরত আলী রাযি. বলেন, যতদিন পর্যন্ত চারটি জিনিস বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত পৃথিবী টিকে থাকবে। জিনিস চারটি হল—

১. যতদিন পর্যন্ত ধনবান লোকেরা মাল ব্যয় করার ক্ষেত্রে বখিলতা না করবে।
২. যতদিন পর্যন্ত আলেম সম্প্রদায় নিজের ইলমের উপর আমল করতে থাকবে।
৩. যতদিন পর্যন্ত মানুষেরা মূর্খতা সত্ত্বেও অহংকার না করবে।
৪. যত দিন পর্যন্ত দরিদ্র লোকেরা দুনিয়ার বদলে পরকালকে বিক্রি না করবে।

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ "اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَحْتَجُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَرْبَعَةِ اَنْفُسٍ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَجْنَاسٍ مِنَ النَّاسِ : عَلَى الْاَغْنِيَاءِ بِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ وَ عَلَى الْعَبِيْدِ بِيُوْسُفَ وَعَلَى الْمَرْضٰى بِاَيُّوْبَ وَعَلَى الْفُقَرَاءِ بِعِيْسٰى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন চার প্রকার লোকের উপর চার প্রকার লোককে দলিল হিসেবে ব্যবহার করবেন।

১. ধনবান ব্যক্তিদের উপর হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম-কে।
২. ক্রীতদাসদের উপর হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম-কে।
৩. রোগাক্রান্ত লোকদের উপর হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম-কে।
৪. দরিদ্র লোকদের উপর হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-কে।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بِلَالٍ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَذْنَبَ مَنَّ اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ بِاَرْبَعِ خِصَالٍ لَا يَحْجُبُ عَنْهُ الرِّزْقَ وَلَا يَحْجُبُ عَنْهُ الصِّحَّةَ وَلَا يُظْهِرُ عَلَيْهِ الذَّنْبَ وَلَا يُعَاقِبُهُ عَاجِلًا.

হযরত সা'দ ইবনে বেলাল রহ. বলেন, বান্দা যখন পাপ করে, তখন আল্লাহ্পাক তার চারটি নেয়ামতকে বান্দার উপর বাকি রাখেন।

১. পাপের দরুন বান্দার রিযিককে বন্ধ করে দেন না।
২. তার সুস্থতা কেড়ে নেন না।
৩. তার পাপকে প্রকাশ করে দেন না।
৪. শাস্তি প্রদানের বেলায় দ্রুততা প্রদর্শন করেন না।

عَنْ حَاتِمِ الْاَصَمِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَرَفَ اَرْبَعًا اِلٰى اَرْبَعٍ وَجَدَ الْجَنَّةَ : اَلنَّوْمَ اِلَى الْقَبْرِ وَالْفَخْرَ اِلَى الْمِيْزَانِ وَالرَّاحَةَ اِلَى الصِّرَاطِ وَالشَّهْوَةَ اِلَى الْجَنَّةِ۔

হযরত হাতেম আসম রহ. বলেন, যে ব্যক্তি চারটি জিনিসকে চার কারণে পিছিয়ে দিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

১. নিদ্রাকে কবরের কারণে।
২. অহংকার করাকে আমল পরিমাপ হওয়া পর্যন্ত।
৩. বিশ্রামকে পুলসিরাতের কারণে।
৪. প্রবৃত্তির খাহেশাতকে বেহেশতের কারণে।

عَنْ حَامِدٍ اللَّفَّافِ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ قَالَ : اَرْبَعَةٌ طَلَبْنَاهَا فِىْ اَرْبَعَةٍ فَاَخْطَأْنَا طُرُقَهَا فَوَجَدْنَاهَا فِىْ اَرْبَعَةٍ اُخْرٰى طَلَبْنَا الْغِنٰى فِى الْمَالِ فَوَجَدْنَاهُ فِى الْقَنَاعَةِ وَطَلَبْنَا الرَّاحَةَ فِى الثَّرْوَةِ فَوَجَدْنَاهَا فِىْ قِلَّةِ الْمَالِ وَطَلَبْنَا اللَّذَّاتِ فِى النِّعْمَةِ فَوَجَدْنَاهَا فِى الْبَدَنِ الصَّحِيْحِ وَطَلَبْنَا الرِّزْقَ فِى الْاَرْضِ فَوَجَدْنَاهُ فِى السَّمَاءِ۔

হযরত হামেদ লাফফাফ রহ. বলেন, আমরা চারটি জিনিসকে চারটি জায়গায় অনুসন্ধান করেছি। এরপর প্রকাশ পেল যে, আমরা ভ্রান্তিতে পড়ে আছি। আমরা ঐ চার জিনিসকে অন্য চার জায়গায় পেয়েছি।

১. আমরা স্বচ্ছলতা অনুসন্ধান করেছি ধন-সম্পদে, অথচ আমরা তা পেয়েছি কানাআতে অর্থাৎ অল্পে তুষ্ট থাকার মধ্যে।
২. আমরা প্রশান্তি অনুসন্ধান করেছি অধিক ধন-সম্পদের মাঝে। অথচ তা পেয়েছি সম্পদের স্বল্পতার মাঝে।
৩. আমরা লজ্জত বা স্বাদ অনুসন্ধান করেছি পার্থিব নেয়ামতে, অথচ তা পেয়েছি সুস্থ শরীরের মাঝে।
৪. আমরা যমীনে রিযিক অনুসন্ধান করেছি, অথচ তা পেয়েছি আসমানে।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ قَلِيْلُهَا كَثِيْرٌ : اَلْوَجْعُ وَالْفَقْرُ وَالنَّارُ وَالْعَدَاوَةُ.

হযরত আলী রাযি. বলেন, চারটি জিনিস এরূপ যার অল্পও অনেক। যথা— ১. ব্যথা, ২. দারিদ্র, ৩. আগুন ও ৪ দুশমনী

عَنْ حَاتِمِ الْأَصَمِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ : أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهَا إِلَّا أَرْبَعٌ : اَلشَّبَابُ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهُ إِلَّا الشُّيُوْخُ وَالْعَافِيَةُ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهَا إِلَّا أَهْلُ الْبَلَاءِ وَالصِّحَّةُ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهَا إِلَّا الْمَرْضٰى وَالْحَيَاةُ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهَا إِلَّا الْمَوْتٰى.

হযরত হাতেম আসম রহ. বলেন চারটি জিনিসের মূল্য চারজন লোক ব্যতীত অন্য কেউ বুঝে না।

১. যৌবনকালের মূল্য বৃদ্ধ ব্যতীত অন্য কেউ বুঝে না।
২. প্রশান্তির মূল্য অশান্তিতে আক্রান্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ বুঝে না।
৩. সুস্থতার মূল্য অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ বুঝে না।
৪. জীবনের মূল্য মৃত লোক ব্যতীত অন্য কেউ বুঝে না।

قَالَ الشَّاعِرُ أَبُوْ نُوَاسٍ :

ذُنُوْبِيْ وَإِنْ فَكَّرْتُ فِيْهَا كَثِيْرَةٌ * وَرَحْمَةُ رَبِّيْ مِنْ ذُنُوْبِيْ أَوْسَعُ
وَمَا طَمَعِيْ فِيْ صَالِحٍ إِنْ عَمِلْتُهُ * وَلٰكِنَّنِيْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ أَطْمَعُ
هُوَ اللهُ مَوْلَايَ الَّذِيْ هُوَ خَالِقِيْ * وَإِنِّيْ لَهُ عَبْدٌ أُقِرُّ وَأَخْضَعُ
فَإِنْ يَكُ غُفْرَانٌ فَذٰلِكَ رَحْمَةٌ * وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرٰى فَمَا أَنَا أَصْنَعُ

কবি আবু নাওয়াস বলেন—

১. আমি ভেবে দেখি আমার গুনাহ অনেক বেশি, তবে আল্লাহ্ পাকের রহমত আমার গুনাহের চেয়ে আরো অধিক প্রশস্ত।
২. আমি যতই নেক আমল করি, তার প্রতি আমার কোন আশা নেই, আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকের রহমতের উপরই আশা পোষণ করে থাকি।

৩. ঐ আল্লাহ্ তা'আলাই আমার মনিব যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা এবং আমি তাঁর বান্দা ও আমি তাঁর নির্দেশ পালনে বদ্ধপরিকর।

৪. আমার ব্যাপারে যদি মাগফিরাতের ফয়সালা হয়, তবে তো তারই রহমত। এছাড়া আর কোন ফয়সালা হলে আমি আর কী করতে পারি। অর্থাৎ, শাস্তির ফয়সালা হলে আমি শাস্তিরই যোগ্য।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُوْضَعُ الْمِيْزَانُ فَيُؤْتَى بِاَهْلِ الصَّلَاةِ فَيُوَفَّوْنَ اُجُوْرَهُمْ بِالْمِيْزَانِ ثُمَّ يُؤْتَى بِاَهْلِ الصَّوْمِ فَيُوَفَّوْنَ اُجُوْرَهُمْ بِالْمِيْزَانِ ثُمَّ يُؤْتَى بِاَهْلِ الْحَجِّ فَيُوَفَّوْنَ اُجُوْرَهُمْ بِالْمِيْزَانِ ثُمَّ يُؤْتَى بِاَهْلِ الْبَلَاءِ لَا يُنْصَبُ لَهُمْ مِيْزَانٌ وَلَا يُنْشَرُ لَهُمْ دِيْوَانٌ فَيُوَفَّوْنَ اُجُوْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ حَتّٰى يَتَمَنّٰى اَهْلُ الْعَافِيَةِ اَنْ لَوْ كَانُوْا بِمَنْزِلَتِهِمْ مِنْ كَثْرَةِ ثَوَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন , যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন মীযান স্থাপন করা হবে। নামাযীদেরকে সেখানে উপস্থিত করে তাদের নামায পরিমাপ করা হবে এবং তাদের পরিপূর্ণ বিনিময় প্রদান করা হবে। এরপর রোযাদারগণকে উপস্থিত করে তাদের রোযা পরিমাপ করা হবে, তাদেরকে পরিপূর্ণ বিনিময় প্রদান করা হবে। এরপর হাজীদেরকে উপস্থিত করে তাদের হজ্জ পরিমাপ করা হবে, তাদেরকেও পরিপূর্ণ বিনিময় প্রদান করা হবে। এরপর ঐ সমস্তবিপদগ্রস্ত লোকদেরকে উপস্থিত করা হবে যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করেছে। তাদের জন্য না কোন দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে আর না কোন দফতর তাদের জন্য খোলা হবে। বরঞ্চ তাদের বদলা বিনা হিসাবে এমনভাবে প্রদান করা হবে যে, প্রশান্তিতে জীবন যাপনকারীগণ এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকবে যে হায়! আল্লাহ্ প্রদত্ত এরূপ সওয়াব গ্রহণের জন্য আমরাও যদি তেমন হতে পারতাম।

عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ : يَسْتَقْبِلُ ابْنُ اٰدَمَ اَرْبَعُ نُهْبَاتٍ : يَنْتَهِبُ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوْحَهٗ وَيَنْتَهِبُ الْوَرَثَةُ مَالَهٗ وَيَنْتَهِبُ الدُّوْدُ جِسْمَهٗ وَيَنْتَهِبُ الْخُصَمَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِرْضَهٗ اَىْ عَمَلَهٗ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, আদম সন্তানকে চারদিক থেকে লুটের মুখোমুখি হতে হয়।

১. মালাকুল মওত তার রূহ লুটে নেবে।

২. ওয়ারিশগণ তার অর্থ-সম্পদ লুট করে নেবে।

৩. কবরের কীট-পতঙ্গ তার শরীর লুটে নেবে।

৪. তার সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদকারী লোকেরা কেয়ামতের দিনে তার পুঁজি থেকে আমল লুটে নেবে।

عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ : مَنِ اشْتَغَلَ بِالشَّهَوَاتِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَمَنِ اشْتَغَلَ بِجَمْعِ الْمَالِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَرَامِ وَمَنِ اشْتَغَلَ بِمَنَافِعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْمُدَارَةِ وَمَنِ اشْتَغَلَ بِالْعِبَادَةِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْعِلْمِ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, যে ব্যক্তি খাহেশাতে নফস মোতাবেক যিন্দেগী অতিবাহিত করবে, সে নিশ্চয়ই নারীর ফেতনায় পতিত হবে। যে ব্যক্তি ধন-দৌলত আত্মসাৎ করার পেছনে পড়ে যাবে, সে নিশ্চয়ই অবৈধ কর্মে লিপ্ত হবে। যে ব্যক্তি ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণকে উপকার করতে সচেষ্ট হবে, সে নিশ্চয়ই নম্রতা অবলম্বন করবে। আর যে ব্যক্তি এবাদতে মগ্ন হবে, সে নিশ্চয়ই ইলম অর্জন করবে।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَصْعَبَ الْاَعْمَالِ اَرْبَعُ خِصَالٍ : اَلْعَفْوُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْجُوْدُ فِي الْعُسْرَةِ وَالْعِفَّةُ فِي الْخَلْوَةِ وَقَوْلُ الْحَقِّ لِمَنْ يَخَافُهُ اَوْيَرْجُوْهُ.

হযরত আলী রাযি. বলেন, অত্যন্ত কঠিন কর্ম হল চারটি —

১. রাগান্বিত অবস্থায় মাফ করে দেয়া।

২. অস্বচ্ছল অবস্থাতেও দান করা।

৩. নির্জনে থেকেও পবিত্রতা বজায় রেখে জীবন যাপন করা।

৪. যার ব্যাপারে ভয়ভীতি রয়েছে কিংবা যার কাছে কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কযুক্ত রয়েছে, তার সম্মুখে হক কথা বলা।

وَفِي الزَّبُوْرِ : اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ : اَنَّ الْعَاقِلَ الْحَكِيْمَ لَا يَخْلُوْ مِنْ اَرْبَعِ سَاعَاتٍ : سَاعَةٌ فِيْهَا يُنَاجِيْ رَبَّهُ وَسَاعَةٌ فِيْهَا يُحَاسِبُ نَفْسَهُ وَسَاعَةٌ يَمْشِيْ فِيْهَا اِلٰى اِخْوَانِهِ الَّذِيْنَ يُخْبِرُوْنَهُ بِعُيُوْبِهٖ وَسَاعَةٌ فِيْهَا يُخَلِّيْ بَيْنَ نَفْسِهٖ وَبَيْنَ لَذَّاتِهَا الْحَلَالِ.

যবুর কিতাবে বর্ণিত রয়েছে আল্লাহ্পাক হযরত দাউদ আ.-এর উপর প্রতি এ ওহী প্রেরণ করেছেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তি চার অবস্থা থেকে খালি নয়। অর্থাৎ সে সর্বদা এ চারটি কাজের যে কোন একটি কাজে ব্যস্ত থাকে।

১. এক সময় সে আপন পরওয়ারদিগারের সাথে মুনাজাতে ব্যস্ত থাকে।

২. আরেক সময় হয়তো সে আপন প্রবৃত্তির হিসাব মিলানোর কাজে লিপ্ত থাকে।

৩. আরেক সময় হয়তো সে স্বীয় মুসলমান ভাইদের কাছে গমন করে যেন, নিজের দোষ-ত্রুটির বিষয়ে অবগত হতে পারে।

৪. আরেক সময় সে আপন প্রবৃত্তি এবং তার হালাল ভোগ্য সামগ্রীসমূহ ভোগ করে।

وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : جَمِيْعُ الْعِبَادَاتِ (مِنَ الْعُبُوْدِيَّةِ) اَرْبَعٌ : اَلْوَفَاءُ بِالْعُهُوْدِ وَالْمُحَافَظَةُ بِالْحُدُوْدِ وَالصَّبْرُ عَلَى الْمَفْقُوْدِ وَالرِّضٰى بِالْمَوْجُوْدِ۔

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, সকল এবাদতের সারাংশ হল চারটি—

১. অঙ্গীকার পূরণ করা।

২. আল্লাহ পাকের তরফ হতে নির্ধারিত সীমাসমূহের লঙ্ঘন না করা।

৩. হারিয়ে যাওয়া জিনিসের উপর সবর করা।

৪. যা কিছু হাসিল হয় তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[এ পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত বাণীসমূহ বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর মাঝে 'পাঁচ'টি প্রান্ত বা পাঁচটি তথ্য কিংবা পাঁচটি অংশ বিদ্যমান রয়েছে।]

رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اَهَانَ خَمْسَةً خَسِرَ خَمْسَةً : مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعُلَمَاءِ خَسِرَ الدِّيْنَ وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْاُمَرَاءِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْجِيْرَانِ خَسِرَ الْمَنَافِعَ وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْاَقْرِبَاءِ خَسِرَ الْمَوَدَّةُ وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِاَهْلِهِ خَسِرَ طِيْبَ الْمَعِيْشَةِ.

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার লোককে হেয় প্রতিপন্ন করবে, সে ব্যক্তি পাঁচ প্রকারের উপকারিতা থেকে মাহরুম হয়ে যাবে–

১. যে ব্যক্তি উলামাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে, তার দীন-ধর্ম বরবাদ হয়ে যাবে।

২. যে ব্যক্তি ধনবান লোকদেরকে তুচ্ছ মনে করবে, সে জাগতিক বিষয়ে উপকৃত হওয়া থেকে মাহরুম হবে।

৩. যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে করবে, সে প্রতিবেশীর উপকার থেকে মাহরুম হবে।

৪. যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনদেরকে তুচ্ছ মনে করবে, সে মায়া-মমতা ও মুহাব্বত থেকে মাহরুম হয়ে যাবে।

৫. যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তুচ্ছ মনে করবে, সে মধুর জীবন থেকে মাহরুম হয়ে যাবে।

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَى اُمَّتِيْ يُحِبُّوْنَ خَمْسًا وَيَنْسَوْنَ خَمْسًا : يُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْعُقْبٰى يُحِبُّوْنَ الدُّوْرَ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُوْرَ وَيُحِبُّوْنَ الْمَالَ

وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ يُحِبُّوْنَ الْعِيَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحُوْرَ وَيُحِبُّوْنَ النَّفْسَ وَيَنْسَوْنَ اللهَ : هُمْ مِنِّيْ بَرَاءٌ وَاَنَا مِنْهُمْ بَرِيْئٌ۔

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, অতিসত্ত্বর আমার উম্মতের উপর এমন এক যুগ আসবে, তারা পাঁচটি জিনিসকে অত্যন্ত মুহাব্বত করবে এবং পাঁচটি জিনিসকে ভুলে যাবে।

১. দুনিয়াকে মুহাব্বত করবে এবং পরকালের পরিণতি ভুলে যাবে।
২. অস্থায়ী ঘরকে মুহাব্বত করবে এবং কবরকে ভুলে যাবে।
৩. মালকে মুহাব্বত করবে এবং হিসাব-নিকাশকে ভুলে যাবে।
৪. সন্তান-সন্ততিকে মুহাব্বাত করবে আর বেহেশতের হুরদেরকে ভুলে যাবে।
৫. আপন নফসকে মুহাব্বাত করবে আর আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাবে।
৬. এ সকল লোক আমার থেকে মুক্ত আর আমিও তাদের থেকে মুক্ত।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْطِيَ اللهُ لِاَحَدٍ خَمْسًا اِلَّا وَقَدْ اَعَدَّ لَهُ خَمْسًا اُخْرٰى لَايُعْطِيْهِ الشُّكْرُ اِلَّا وَقَدْ اَعَدَّ لَهُ الزِّيَادَةَ وَلَايُعْطِيْهِ الدُّعَاءَ اِلَّا وَقَدْ اَعَدَّ لَهُ الْاِسْتِجَابَةَ وَلَا يُعْطِيْهِ الْاِسْتِغْفَارَ اِلَّا وَقَدْ اَعَدَّ لَهُ الْغُفْرَانَ وَلَا يُعْطِيْهِ التَّوْبَةَ اِلَّا وَقَدْ اَعَدَّ لَهُ الْقَبُوْلَ وَلَا يُعْطِيْهِ الصَّدَقَةَ اِلَّا وَقَدْ اَعَدَّ لَهُ التَّقَبُّلَ۔

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে নিম্নলিখিত পাঁচটি জিনিস প্রদান করেছেন, তাকে এছাড়া আরও পাঁচটি নেয়ামত দিয়ে থাকেন।

১. আল্লাহ্পাক যাকে শুকর আদায় করার তাওফীক দান করেন তার নেয়ামত নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দেন।
২. আল্লাহ্পাক যাকে দু'আ করার তাওফীক দিয়ে থাকেন, তার দু'আ তিনি নিশ্চয়ই কবুল করে থাকেন।
৩. আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইস্তিগফার করার তাওফীক দান করেন, তিনি নিশ্চয়ই তাকে মাফ করে থাকেন।
৪. আল্লাহ্ তা'আলা যাকে তাওবা করার তাওফীক দান করেন, তিনি নিশ্চয়ই তা কবুল করে থাকেন।
৫. আল্লাহ্পাক যাকে দান-সদকা করার তাওফীক দিয়ে থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই তার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন।

عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اَلظُّلُمَاتُ خَمْسٌ وَالسُّرُجُ لَهَا خَمْسٌ : حُبُّ الدُّنْيَا ظُلْمَةٌ وَالسِّرَاجُ لَهُ التَّقْوٰى وَالذَّنْبُ ظُلْمَةٌ وَالسِّرَاجُ لَهُ التَّوْبَةُ . وَالْقَبْرُ ظُلْمَةٌ وَالسِّرَاجُ لَهَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالْاٰخِرَةُ ظُلْمَةٌ وَالسِّرَاجُ لَهَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالصِّرَاطُ ظُلْمَةٌ وَالسِّرَاجُ لَهُ الْيَقِيْنُ.

হযরত আবু বকর রাযি. বলেন, পাঁচ প্রকার অন্ধকার হয়ে থাকে। আবার সেগুলোর জন্য চেরাগও পাঁচ প্রকার।

১. দুনিয়ার ভালবাসা একটি অন্ধকার, তার চেরাগ হল পরহেজগারি।

২. পাপকাজ একটি অন্ধকার, তার চেরাগ হল তাওবা।

৩. কবর একটি অন্ধকার, তার চেরাগ হল–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

৪. আখেরাত অন্ধকারময় জায়গা, তার আলো হল নেক আমাল।

৫. পুলসিরাত একটি অন্ধকার, তার চেরাগ হল একীন।

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ : (مَوْقُوْفًا عَلَيْهِ اَوْ مَرْفُوْعًا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَوْلَا ادِّعَاءُ الْغَيْبِ لَشَهِدْتُ عَلٰى خَمْسَةِ نَفَرٍ اَنَّهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ : اَلْفَقِيْرُ صَاحِبُ الْعِيَالِ وَالْمَرْاَةُ الرَّاضِيْ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلْمُتَصَدِّقَةُ بِمَهْرِهَا عَلٰى زَوْجِهَا وَالرَّاضِيْ عَنْهُ اَبَوَاهُ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ.

হযরত উমর রাযি. বলেন, আমার এ আশঙ্কা হচ্ছে যে, লোকেরা আমার বিষয়ে আলেমুল গায়েব হওয়ার দাবি করে বসবে, যদি তা না হত তবে পাঁচ প্রকার লোকের ব্যাপারে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে দিতাম যে, তারা নিশ্চয়ই বেহেশতী।

১. ঐ দরিদ্র যার পরিবারে সদস্য অধিক।

২. ঐ মহিলা যার ব্যাপারে তার স্বামী সন্তুষ্ট থাকে।

৩. ঐ মহিলা যে তার মহরের দাবি ত্যাগ করে।

৪. ঐ ব্যক্তি যার প্রতি তার পিতা-মাতা সন্তুষ্ট।

৫. ঐ পাপাচার যে নিজের গুনাহ থেকে তওবা করে।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : خَمْسٌ هُنَّ عَلَامَةُ الْمُتَّقِيْنَ اَوَّلُهَا اَنْ لَا يُجَالِسَ اِلَّا مَنْ يُصْلِحُ الدِّيْنَ مَعَهُ وَيَغْلِبُ الْفَرْجَ وَاللِّسَانَ وَاِذَا اَصَابَهُ شَيْءٌ عَظِيْمٌ مِّنَ الدُّنْيَا يَرَاهُ وَبَالًا وَاِذَا اَصَابَهُ شَيْءٌ قَلِيْلٌ مِّنَ الدِّيْنِ اِغْتَنَمَ ذٰلِكَ وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ مِنَ الْحَلَالِ خَوْفًا مِّنْ اَنْ يُخَالِطَهُ حَرَامٌ وَيَرَى النَّاسَ كُلَّهُمْ قَدْ نَجَوْا وَيَرٰى نَفْسَهُ قَدْ هَلَكَتْ۔

হযরত উসমান রাযি. বলেন, পাঁচটি অভ্যাস মুত্তাকীনদের নিদর্শন —

১. ঐ সমস্ত মানুষের সংস্পর্শে বসা যারা তার সংশোধন করে।

২. স্বীয় যবান ও লজ্জাস্থানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা।

৩. দুনিয়ার বড় কোন কিছু পেয়ে গেলেও সেটাকে বিপদ মনে করা আর দীনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কিছু পেয়ে গেলেও তাকে গনীমত মনে করা।

৪. হারাম থেকে বাঁচার নিমিত্তে হারামের মিশ্রণ সন্দেহে হালাল খাদ্য দ্বারাও উদর পুর্তি না করা।

৫. পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বিষয়ে এ– ধারণা পোষণ করা যে, তারা সবাই মুক্তি পেয়ে যাবে এবং নিজের বিষয়ে এ– ধারণা করা যে, আমি তো ধ্বংসের যোগ্য।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : لَوْلَا خَمْسُ خِصَالٍ لَصَارَ النَّاسُ كُلُّهُمْ صَالِحِيْنَ : اَوَّلُهَا الْقَنَاعَةُ بِالْجُهُوْلِ وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا وَالشُّحُّ بِالْفَضْلِ وَالرِّيَاءُ فِي الْعَمَلِ وَالْاِعْجَابُ بِالرَّأْيِ۔

হযরত আলী রাযি. বলেন, যদি পাঁচটি খারাপ স্বভাব না হত, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষই সাধু ও পুণ্যবান হয়ে যেত।

১. মূর্খতার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। ২. দুনিয়ার প্রতি লোভী হওয়া। ৩. ব্যয় করার ব্যাপারে বখিলি করা। ৪. আমল করার ক্ষেত্রে লোক দেখিয়ে আমল করা। ৫.আপন মতামতের উপর গর্ববোধ করা।

عَنْ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ (رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ) اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَكْرَمَ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِخَمْسِ كَرَامَاتٍ : اَكْرَمَهُ بِالْاِسْمِ وَالْجِسْمِ وَالْعَطَاءِ وَالْخَطَاءِ وَالرِّضَاءِ . اَمَّا الْاِسْمُ فَنَادَاهُ بِالرِّسَالَةِ وَلَمْ يُنَادِهِ بِالْاِسْمِ . كَمَا نَادٰى جَمِيْعَ

الْاَنْبِيَاءِ مِثْلَ اٰدَمَ وَ نُوْحٍ وَابْرَاهِيْمَ وَغَيْرِهِمْ . وَاَمَّا الْجِسْمُ فَاِذَا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَاَجَابَ هُوَ بِنَفْسِهٖ عَنْهُ وَلَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ لِسَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَاَمَّا الْعَطَاءُ فَاَعْطَاهُ بِلَا سُؤَالٍ وَ اَمَّا الْخَطَأُ فَذَكَرَ الْعَفْوَ قَبْلَ ذَنْبِهٖ حَيْثُ قَالَ "عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ" وَاَمَّا الرِّضٰى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فِدْيَتَهٗ وَلَا صَدَقَتَهٗ وَلَا نَفَقَتَهٗ كَمَا رَدَّهَا عَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ.

সমষ্টিগতভাবে সমস্ত উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হল, আল্লাহ্পাক স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঁচটি কারামতের দরুন ইয্যত ও বুযুর্গী দান করেছেন।

১. ইসম, ২. জিসম, ৩. আতা, ৪. খাতা, ৫. রেযা।

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে—

আল্লাহ্পাক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালতের সাথে সম্পৃক্ত করে ডেকেছেন। অন্যান্য পয়গম্বরদেরকে যেমন ইয়া আদম, ইয়া নূহ, ইয়া ইবরাহীম বলে ডেকেছেন, তাঁকে তেমনভাবে ডাকেন নি।

১. 'জিসম' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেছেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিজে তার জবাব দিয়েছেন। অন্যান্য নবী-রাসূলদের বেলায় এরকম করেন নি।

২. 'আতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়াই তিনি তাকে অনেক কিছু দিয়েছেন।

৩. 'খাতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এজতেহাদী বিষয়ের যা যা আল্লাহ্ পাকের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল ছিল, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আগেই তাঁর জন্য ক্ষমার ঘোষণা করে দিয়ে বলেছেন —عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ আল্লাহপাক আপনাকে পূর্বেই মাফ করে দিয়েছেন।

৪. এবং 'রেযা'র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্পাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না কোন হাদিয়াকেই ফিরিয়ে দেন, না কোন দান-সদকাকে, না কোন ফিদয়াকে, আর না আল্লাহ্র পথে কৃত অন্য কোন খরচকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : خَمْسٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ سَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : اَوَّلُهَا اَنْ يَّذْكُرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ وَاِذَا

ابْتُلِيَ بِبَلِيَّةٍ قَالَ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَاِذَا اُعْطِيَ بِنِعْمَةٍ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ شُكْرًا لِلنِّعْمَةِ وَاِذَا ابْتَدَأَ فِيْ شَيْءٍ قَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاِذَا اَفْرَطَ مِنْهُ ذَنْبًا قَالَ: اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, যার মাঝে পাঁচটি জিনিস বিদ্যমান থাকবে ইহকাল ও পরকালে সে সৌভাগ্যবান হিসেবে বিবেচিত হবে।

১. যে ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণেই لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর যিকির করে থাকে।

২. যখন কোন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় তখন বলে—

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

আমরা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করব। মহান আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তি ও উপায় নেই।

৩. যখন নেয়ামতপ্রাপ্ত হয় তখন শোকরিয়া আদায় করে বলে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

৪. কোন কাজ আরম্ভ করতে গিয়ে বলে—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু করছি সেই আল্লাহ্ তা'আলার নামে যিনি অতিশয় দয়ালু ও মেহেরবান।

৫. আর যখন গুনাহের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তখন বলে—

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই নিকট তওবা করি।

اَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ قَالَ: مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرَاةِ خَمْسَةُ اَحْرُفٍ: اَنَّ الْغِنْيَةَ فِي الْقَنَاعَةِ وَاَنَّ السَّلَامَةَ فِي الْعُزْلَةِ وَاَنَّ الْحُرْمَةَ فِيْ رَفْضِ الشَّهْوَاتِ وَاَنَّ التَّمَتُّعَ فِيْ اَيَّامٍ طَوِيْلَةٍ وَاَنَّ الصَّبْرَ فِيْ اَيَّامٍ قَلِيْلَةٍ.

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, তওরাত কিতাবে পাঁচটি কথা লেখা আছে—

১. স্বচ্ছলতা রয়েছে কানাআত অর্থাৎ অল্পেতুষ্ট থাকার মাঝে

২. প্রশান্তি রয়েছে নির্জনতা অবলম্বনের মাঝে।

৩. ইয্যত ও মান-মর্যাদা রয়েছে খাহেশে নফসানী ত্যাগ করার মধ্যে

৪. লাভ অর্জিত হয় অনেক দিন অতীত হওয়ার পর।

৫. সবর বেশি দিন করতে হয় না, অল্প কিছু দিন সবর করার পরই সফলতা লাভ করা যায়।

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গনীমত মনে কর।

১. বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকালকে।

২. অসুস্থতা আসার আগে সুস্থতাকে।

৩. দরিদ্রতা আসার আগে স্বচ্ছলতাকে।

৪. মওত আসার আগে জীবনকে।

৫. ব্যস্ততা আসার আগে অবসরকে।

عَنْ يَحْيَ بْنِ مَعَاذِ الرَّازِيِّ رَحِمَهُ اللهُ : مَنْ كَثُرَ شَبْعُهُ كَثُرَ لَحْمُهُ وَمَنْ كَثُرَ لَحْمُهُ كَثُرَ شَهْوَتُهُ كَثُرَتْ ذُنُوْبُهُ وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوْبُهُ قَسٰى قَلْبُهُ وَمَنْ قَسٰى قَلْبُهُ غَرَقَ فِيْ اٰفَاتِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا.

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাআয রাজী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি অধিক উদরপূর্তি করে আহার করে, তার দেহে গোস্ত বৃদ্ধি পায়। আর যার গোস্ত বৃদ্ধি পায়, তার কামোত্তেজনা বেড়ে যায়। আর যার কামোত্তেজনা বেড়ে যায়, তার খাহেশাত বেড়ে যায়। আর যার খাহেশাত বেড়ে যায়, তার থেকে গুনাহ অধিক প্রকাশ পায়। আর যার গুনাহ বেড়ে যায়, তার অন্তর পাষাণ হয়ে যায়। আর যার অন্তর পাষাণ হয়ে যায়, সে দুনিয়ার বিপদ-আপদ এবং তার সাজ-সজ্জায় নিমজ্জিত হয়ে যায়।

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ (رَحِمَهُ اللهُ) اَنَّهُ قَالَ : اِخْتَارَ الْفُقَرَاءُ خَمْسًا وَاَخْتَارَ الْاَغْنِيَاءُ خَمْسًا اِخْتَارَ الْفُقَرَاءُ رَاحَةَ النَّفْسِ وَفَرَاغَةَ الْقَلْبِ وَعُبُوْدِيَّةَ الرَّبِّ وَخِفَّةَ الْحِسَابِ وَالدَّرَجَةَ الْعُلْيَا وَاخْتَارَ الْاَغْنِيَاءُ تَعَبَ النَّفْسِ وَشُغْلَ الْقَلْبِ وَ عُبُوْدِيَّةَ الدُّنْيَا وَشِدَّةَ الْحِسَابِ وَالدَّرَجَةَ السُّفْلَى.

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, ফকীর-মিসকীনরাও পাঁচটি জিনিস গ্রহণ করে রেখেছে এবং ধনীরাও পাঁচটি জিনিস গ্রহণ করে রেখেছে। ফকীর-মিসকীনরা যে পাঁচটি জিনিস গ্রহণ করেছে তা হচ্ছে—

১. মানসিক প্রশান্তি।
২. হৃদয়ের নির্ব্যস্ততা।
৩. আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী।
৪. সহজ হিসাব।
৫. আখেরাতের উচ্চ মর্যাদা।

এবং ধনীরা যে পাঁচটি জিনিস গ্রহণ করেছে তা হচ্ছে—

১. প্রবৃত্তির ক্লান্তি।
২. আত্মিক ব্যস্ততা।
৩. দুনিয়ার গোলামী।
৪. হিসাবের কঠোরতা।
৫. পরকালীন হীন মর্যাদা।

عَنْ عَبْدِ اللهِ الْاَنْطَاكِيِّ رَحِمَهُ اللهُ : خَمْسَةٌ هُنَّ مِنْ دَوَاءِ الْقَلْبِ : مُجَالَسَةُ الصَّالِحِيْنَ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ وَخَلَاءُ الْبَطْنِ وَقِيَامُ اللَّيْلِ وَالتَّضَرُّعُ عِنْدَ الصَّبَاحِ.

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইন্তাকী রহ. বলেন, পাঁচটি বস্তু অন্তরের ঔষধ।

১. পুণ্যবান লোকদের সংস্পর্শে বসা।
২. কালামুল্লাহ শরীফের তিলাওয়াত।
৩. উদর খালি রাখা।
৪. তাহাজ্জুদের নামায।
৫. প্রাতঃকালে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরাধনা করা।

عَنْ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ اَنَّ الْفِكْرَةَ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجُهٍ : فِكْرَةٌ فِىْ اٰيَاتِ اللهِ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا التَّوْحِيْدُ وَالْيَقِيْنُ وَفِكْرَةٌ فِىْ اٰلَاءِ اللهِ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْمَحَبَّةُ وَفِكْرَةٌ فِىْ وَعْدِ اللهِ تَعَالٰى يَتَوَلَّدُ مِنْهَا الرَّغْبَةُ فِكْرَةٌ فِىْ وَعِيْدِ اللهِ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْهَيْبَةُ وَفِكْرَةٌ فِىْ تَقْصِيْرِ نَفْسِهٖ عَنِ الطَّاعَةِ مَعَ اِحْسَانِ اللهِ اِلَيْهِ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْحَيَاءُ.

জমহুর ওলামায়ে কেরামের উক্তি হল, চিন্তা-ফিকির পাঁচ রকমের।

১. আল্লাহ্ পাকের আয়াতের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করা। এর দ্বারা তাওহীদ ও একীন বৃদ্ধি পায়।
২. আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতরাজির মাঝে চিন্তা-ভাবনা করা। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা পয়দা হয়।
৩. আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহে চিন্তা-ভাবনা করা। এর দ্বারা আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
৪. আল্লাহ্ কর্তৃক সাবধান বাণীসমূহে চিন্তা-ভাবনা করা। এর দ্বারা ভারসাম্য ও ভাব-গাম্ভীর্য পয়দা হয়।
৫. আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের ক্ষেত্রে স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। এর দ্বারা লজ্জা পয়দা হয়।

عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ (قَوْلُهُمْ) بَيْنَ يَدَيِ التَّقْوٰى خَمْسُ عَقَبَاتٍ مَنْ جَاوَزَهَا نَالَ التَّقْوٰى . اَوَّلُهَا اِخْتِيَارُ الشِّدَّةِ عَلَى النِّعْمَةِ وَثَانِيْهَا اِخْتَارُ الْجُهْدِ عَلَى الرَّاحَةِ وَثَالِثُهَا اِخْتِيَارُ الذُّلِّ عَلَى الْعِزِّ وَرَابِعُهَا اِخْتِيَارُ السُّكُوْتِ عَلَى الْفُضُوْلِ وَخَامِسُهَا اِخْتِيَارُ الْمَوْتِ عَلَى الْحَيَاةِ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, তাকওয়ার পূর্বেই পাঁচটি ঘাটি রয়েছে। যে ব্যক্তি এ ঘাটিগুলো অতিক্রম করবে, সে যেন তাকওয়া অর্জন করে ফেলল।

১. নেয়ামতের উপর কষ্ট-ক্লিষ্ট জীবনকে প্রাধান্য দেয়া।
২. আরাম-আয়েশের উপর কুরবানি অর্থাৎ ত্যাগ তিতিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া।
৩. নফসের অপদস্থ হওয়াকে পার্থিব মান-সম্মানের উপর প্রাধান্য দেয়া।
৪. নীরব থাকাকে অহেতুক কথোপকথনের উপর প্রাধান্য দেয়া।
৫. মওতকে জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়া।

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلنَّجْوٰى تُحَصِّنُ الْاَسْرَارَ وَالصَّدَقَةُ تُحَصِّنُ الْاَمْوَالَ وَالْاِخْلَاصُ يُحَصِّنُ الْاَعْمَالَ وَالصِّدْقُ يُحَصِّنُ الْاَقْوَالَ وَالْمَشْوَرَةُ تُحَصِّنُ الْاٰرَاءَ.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—

১. কথা গোপন রাখার দ্বারা গুপ্ত রহস্য সংরক্ষিত থাকে।
২. সদকা দ্বারা ধন-সম্পদ হেফাজত হয়।
৩. এখলাস, আমলের রক্ষণাবেক্ষণ করে।
৪. সত্য, কথাকে সংরক্ষণ করে।
৫. শলা পরামর্শ, মতামত ও অভিমতকে সংরক্ষণ করে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ جَمْعِ الْمَالِ خَمْسَةَ اَشْيَاءٍ : اَلْعِنَاءُ فِىْ جَمْعِهٖ وَالشُّغْلُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِاِصْلَاحِهٖ وَالْخَوْفُ مِنْ سَالِبِهٖ وَسَارِقِهٖ وَاحْتِمَالُ اِسْمِ الْبَخِيْلِ لِنَفْسِهٖ وَمُفَارَقَةُ الصَّالِحِيْنَ مِنْ اَجْلِهٖ وَفِىْ تَفْرِيْقِهٖ خَمْسَةُ اَشْيَاءٍ رَاحَةُ النَّفْسِ مِنْ طَلَبِهٖ وَالْفَرَاغُ لِذِكْرِ اللّٰهِ مِنْ حِفْظِهٖ وَالْاَمْنُ مِنْ سَالِبِهٖ وَسَارِقِهٖ وَاكْتِسَابُ اِسْمِ الْكَرِيْمِ لِنَفْسِهٖ وَمُصَاحَبَةُ الصَّالِحِيْنَ لِفَرَاقِهٖ.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার মধ্যে পাঁচটি ক্ষতি রয়েছে।

১. সম্পদ জমা করার কষ্ট।
২. মালের পরিপাটি করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির থেকে অমনোযোগী হয়ে যাওয়া।
৩. চুরি-ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের আশঙ্কা।
৪. লোকসমাজে বখিল শব্দে সম্বোধিত হওয়ার আশঙ্কা
৫. মালের দরুন পুণ্যবান লোকদের থেকে দূরত্ব।

অপরদিকে সম্পদ কুক্ষিগত না করার মাঝে পাঁচটি ফায়দা রয়েছে।

১. মাল জমা করার কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া।
২. সম্পদ রক্ষার ঝামেলা নেই, কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করার জন্য অবকাশ পাওয়া।

৩. চোর, ডাকাত এবং ছিনতাইকারী থেকে নিরাপত্তা।

৪. লোকসমাজে দানশীল শব্দে সম্বোধিত হওয়া।

৫. পূণ্যবান মানুষদের সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগপ্রাপ্ত হওয়া।

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ : لَا يَجْتَمِعُ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ لِأَحَدٍ مَالٌ إِلَّا وَعِنْدَهُ خَمْسُ خِصَالٍ: طُوْلُ الْأَمَلِ وَحِرْصٌ غَالِبٌ وَشُحٌّ شَدِيْدٌ وَقِلَّةُ الْوَرَعِ وَنِسْيَانُ الْاٰخِرَةِ.

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, বর্তমান যমানায় যার কাছে অর্থ-সম্পদ থাকবে তার কাছে নিশ্চয়ই পাঁচটি স্বভাব চলে আসবে।

১। লম্বা আশা ২। অত্যাধিক লোভ-লালসা ৩। চরম বখিলিভাব ৪। তাকওয়ার স্বল্পতা ৫। পরকালীন বিষয়ে গাফলতি।

قَالَ الْقَائِلُ :

يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا إِلٰى نَفْسِهٖ * إِنَّ لَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ خَلِيْلًا
تَسْتَنْكِحُ الْبَعْلَ وَقَدْ وَطِئَتْ * فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ مِنْهُ بَدِيْلًا
مَا أَقْبَلَ الدُّنْيَا لِخُطَّابِهَا * لَقَتَلَهُمْ (فِيْهَا) قَتِيْلًا قَتِيْلًا
إِنِّيْ لَمُغْتَرٌّ وَإِنَّ الْبَلَاءَ * يَعْمَلُ فِيْ جِسْمِيْ قَلِيْلًا قَلِيْلًا
تَزَوَّدُوْا لِلْمَوْتِ زَادًا فَقَدْ * نَادَى الْمُنَادِيْ الرَّحِيْلَ الرَّحِيْلَا

এক কবি বলেন—

১. হে ঐ লোক, যে দুনিয়াকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। জেনে রেখো, দুনিয়ার প্রতিদিন এক নতুন বন্ধু হয়ে থাকে।

২. দুনিয়া বিবাহ বসে আছে। তার স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করে ফেলেছে। প্রত্যেক নতুন জায়গায় তার নতুন এক স্বামী হয়ে যায়।

৩. যারাই দুনিয়াকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে, দুনিয়া তাদের সকলকে একে একে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ওত পেতে রয়েছে।

৪. আমি ধোকাগ্রস্ত হয়েছি, দুনিয়ার বিপদ আপদ আমার দেহকে ক্ষণে ক্ষণেই প্রভাবান্বিত করছে।

৫. মৃত্যুর জন্য সামান যোগাড় করে নাও। জেনে রেখো, ঘোষণাকারী যাত্রার ঘোষণা করে দিয়েছে।

عَنْ حَاتِمِ الْاَصَمِّ رَحِمَهُ اللهُ : اَنَّهٗ قَالَ : اَلْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ اِلَّا فِيْ خَمْسِ مَوَاضِعَ فَاِنَّهَا مِنْ سُنَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِطْعَامُ الضَّيْفِ اِذَا نَزَلَ . وَتَجْهِيْزُ الْمَيِّتِ اِذَا مَاتَ وَتَزْوِيْجُ الْبِنْتِ اِذَا بَلَغَتْ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ اِذَا وَجَبَ وَالتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ اِذَا فَرَطَ.

হযরত হাতেম আসম রহ. বলেন, পাঁচটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও তাড়াহুড়া প্রদর্শন শয়তানী কর্মকান্ড। ঐ পাঁচটি স্থান হচ্ছে—

১. মেহমান এলে তাকে আহার করানো

২. কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার কাফন-দাফন।

৩. কন্যা সাবালিকা হয়ে গেলে তাকে বিবাহ দেয়া।

৪. কাধে ঋণের বোঝা চাপা থাকলে তা পরিশোধ করে দেয়া

৫. যখনই পাপকাজ হয়ে যায় তখনই তওবা করা।

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الدُّوَرِيُّ : شَقِيَ اِبْلِيْسُ بِخَمْسَةِ اَشْيَاءَ : لَمْ يُقِرَّ بِالذَّنْبِ وَلَمْ يَنْدَمْ وَلَمْ يَلُمْ نَفْسَهٗ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَى التَّوْبَةِ . وَقَنَطَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَسَعِدَ اٰدَمُ بِخَمْسَةِ اَشْيَاءَ : اَقَرَّ بِالذَّنْبِ وَنَدِمَ عَلَيْهِ وَلَامَ نَفْسَهٗ وَاَسْرَعَ فِي التَّوْبَةِ وَلَمْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে দুওয়ারী রহ. বলেন, ইবলিস পাঁচটি কারণে দুর্ভাগা হয়েছে—

১. সে স্বীয় গুনাহর কথা স্বীকার করেনি।

২. নিজ গুনাহর উপর লজ্জিত হয়নি।

৩. নিজেকে স্বীয় গুনাহের দরুন ধিক্কার দেয়নি।

৪. তওবার ইচ্ছা করেনি।

৫. আল্লাহ্পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে।

অপরদিকে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম পাঁচটি কারণে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন—

১. তিনি স্বীয় গুনাহকে স্বীকার করেছেন।
২. স্বীয় গুনাহর দরুন লজ্জিত হয়েছেন।
৩. স্বীয় গুনাহর দরুন নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন।
৪. দ্রুত তওবা করেছেন।
৫. আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হননি।

عَنْ شَقِيْقِ الْبَلْخِيْ (رَحِمَهُ اللهُ) أَنَّهُ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِخَمْسِ خِصَالٍ فَاعْمَلُوْهَا :
أُعْبُدُوْا اللهَ بِقَدْرِ حَاجَتِكُمْ إِلَيْهِ . وَخُذُوْا مِنَ الدُّنْيَا بِقَدْرِ عُمْرِكُمْ فِيْهَا . وَاذْنِبُوْا لِلّٰهِ
بِقَدْرِ طَاقَتِكُمْ عَلَى عَذَابِهِ وَتَزَوَّدُوْا فِي الدُّنْيَا بِقَدْرِ مَكْثِكُمْ فِي الْقَبْرِ . وَاعْمَلُوْا لِلْجَنَّةِ
بِقَدْرِ مَا تُرِيْدُوْنَ فِيْهَا الْمُقَامَ .

হযরত শাকীক বলখী রহ. বলেন, তোমরা পাঁচটি স্বভাব হাসিল করে তার ওপর আমল কর।

১. আল্লাহ তা'আলার এবাদত কর ততটুকু, যতটুকু তোমার প্রয়োজন রয়েছে তাঁর কাছে।
২. দুনিয়া থেকে ফায়দা হাসিল কর ততটুকু, যতটুকু তোমার জীবনে তার প্রয়োজন হয়।
৩. আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা কর ততটুকু, যতটুকু তাঁর আযাব ভোগ করার ক্ষমতা তোমার মাঝে রয়েছে।
৪. দুনিয়া থেকে পরকালের জন্য পাথেয় যোগাড় কর সেই পরিমাণ, যেই পরিমাণ সময় তোমাকে কবরে অবস্থান করতে হবে।
৫. আমল কর ততটুকু, যতদিন বেহেশতে থাকাকে তুমি পছন্দ কর সেই পরিমাণ।

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأَيْتُ جَمِيْعَ الْأَخِلَّاءِ فَلَمْ أَرَ خَلِيْلًا أَفْضَلَ مِنْ حِفْظِ
اللِّسَانِ وَرَأَيْتُ جَمِيْعَ اللِّبَاسِ فَلَمْ أَرَ لِبَاسًا أَفْضَلَ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَرَأَيْتُ جَمِيْعَ الْبِرِّ فَلَمْ
أَرَ أَفْضَلَ مِنَ النَّصِيْحَةِ وَرَأَيْتُ جَمِيْعَ الْأَطْعِمَةِ فَلَمْ أَرَ طَعَامًا أَلَذَّ مِنَ الصَّبْرِ.

হযরত উমর রাযি. বলেন, আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদেরকে দেখে নিয়েছি এবং পরখ করে দেখেছি, যবানের হেফাজতের চেয়ে উত্তম কোন বন্ধু আমি খোঁজ করে পাইনি।

আমি সকল প্রকার লেবাস পরিধান করেছি, কানাআতের চেয়ে উত্তম কোন লেবাস আমি দেখতে পাইনি।

আমি সকল প্রকার নেককাজ পরখ করে দেখেছি, নসিহতের চেয়ে উত্তম কোন সওয়াব আমি দেখতে পাইনি।

আমি সকল প্রকার খাদ্যসামগ্রী চেখে দেখেছি, ধৈর্যের চেয়ে সুস্বাদু কোন খাদ্য দেখতে পাইনি।

عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ اَنَّهُ قَالَ : اَلزُّهْدُ خَمْسُ خِصَالٍ : اَلثِّقَةُ بِاللهِ وَ التَّبَرِّىْ عَنِ الْخَلْقِ وَالْاِخْلَاصُ فِى الْعَمَلِ وَاحْتِمَالُ الظُّلْمِ وَالْقَنَاعَةُ فِى الْيَدِ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, যুহদ অর্থাৎ বুযুর্গী পাঁচটি গুনের সমষ্টি।

১. আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল

২. মাখলুকের বিড়ম্বনা হতে দূরত্ব অবলম্বন।

৩. আমলে এখলাস।

৪. অত্যাচার সহ্য করা।

৫. আল্লাহ্পাক যতখানি দিয়েছেন, তার উপরই সন্তুষ্ট থাকা।

عَنْ بَعْضِ الْعُبَّادِ اَنَّهُ قَالَ فِى الْمُنَاجَاةِ : اِلٰهِىْ طُوْلُ الْاَمَلِ غَرَّنِىْ ، وَحُبُّ الدُّنْيَا اَهْلَكَنِىْ ، وَالشَّيْطَانُ اَضَلَّنِىْ ، وَالنَّفْسُ الْاَمَّارَةُ بِالسُّوْءِ عَنِ الْحَقِّ مَنَعَتْنِىْ ، وَقَرِيْنُ السُّوْءِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ اَعَانَنِىْ فَاَغِثْنِىْ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ ! فَاِنْ لَمْ تَرْحَمْنِىْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَرْحَمُنِىْ غَيْرُكَ.

জনৈক আবেদ ব্যক্তি আপন মুনাজাতে বলেন, আয় আল্লাহ্! ১। লম্বা লম্বা আশা আমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। ২। দুনিয়ার মোহ আমাকে বরবাদ করে দিয়েছে। ৩। শয়তান আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। ৪। গুনাহর দিকে ধাবিতকারী নফস আমাকে হক থেকে নিবৃত্ত রেখেছে। ৫। অসৎ সঙ্গীরা আমাকের পাপকাজে সহায়তা করেছে। সুতরাং হে ফরিয়াদকারীদের ফরিয়াদ

শ্রবণকারী! আমার ফরিয়াদ গ্রহণ কর। তুমি যদি আমার প্রতি এহসান না কর তবে আর কে আছে যে আমার উপর এহসান করবে?

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِيْ عَلَى أُمَّتِيْ زَمَانٌ يُحِبُّوْنَ الْخَمْسَ وَيَنْسَوْنَ الْخَمْسَ : يُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْاٰخِرَةَ وَيُحِبُّوْنَ الْحَيَاةَ وَيَنْسَوْنَ الْمَوْتَ وَيُحِبُّوْنَ الْقُصُوْرَ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُوْرَ وَيُحِبُّوْنَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ وَيُحِبُّوْنَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার উম্মতের উপর অতিসত্বর এমন এক যমানা আসবে, যে যমানায় লোকেরা পাঁচটি বস্তুকে মুহাব্বত করবে এবং পাঁচটি বস্তুকে ভুলে যাবে।

১. দুনিয়াকে পছন্দ করবে, পরকালকে ভুলে যাবে।
২. জীবনকে মুহাব্বত করবে মৃত্যুকে ভুলে যাবে।
৩. দুনিয়ার ঘর-বাড়িকে মুহাব্বত করবে কবরকে ভুলে যাবে।
৪. সম্পদকে মুহাব্বত করবে এবং হিসাব-নিকাশের কথা ভুলে যাবে।
৫. মাখলুককে মুহাব্বত করবে খালেক (আল্লাহ্)-কে ভুলে যাবে।

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ الرَّازِيُّ (رَحِمَهُ اللهُ) فِي الْمُنَاجَاةِ : اِلٰهِيْ لَا يَطِيْبُ اللَّيْلُ اِلَّا بِمُنَاجَاتِكَ وَلَا يَطِيْبُ النَّهَارُ اِلَّا بِطَاعَتِكَ وَلَا تَطِيْبُ الدُّنْيَا اِلَّا بِذِكْرِكَ وَلَا تَطِيْبُ الْاٰخِرَةُ اِلَّا بِعَفْوِكَ وَلَا تَطِيْبُ الْجَنَّةُ اِلَّا بِرُؤْيَتِكَ.

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআয রাযি. মুনাজাতে বলতেন, হে পরওয়ারদিগার! তোমার সঙ্গে কথোপকথন ব্যতীত আমার রাত্রি ভাল লাগে না। তোমার ইবাদত ব্যতীত দিন ভাল লাগে না। তোমার যিকির ব্যতীত দুনিয়া ভাল লাগে না। তোমার মাগফেরাত ব্যতীত আখেরাত ভাল লাগবে না এবং তোমার দীদার ব্যতীত তোমার জান্নাতও ভাল লাগবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[এ পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত বাণী ও উক্তিসমূহ স্থান পেয়েছে যেগুলোর
মাঝেছয়টি তথ্য বা ছয়টি প্রান্ত সন্নিবেশিত হয়েছে।]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِتَّةُ اَشْيَاءٍ هُنَّ غَرِيْبَةٌ فِيْ سِتَّةِ مَوَاضِعَ : اَلْمَسْجِدُ غَرِيْبٌ فِيْمَا بَيْنَ قَوْمٍ لَا يُصَلُّوْنَ فِيْهِ وَالْمُصْحَفُ غَرِيْبٌ فِيْ مَنْزِلِ قَوْمٍ لَا يَقْرَؤُوْنَ فِيْهِ وَالْقُرْاٰنُ غَرِيْبٌ فِيْ جَوْفِ الْفَاسِقِ وَالْمَرْاَةُ الْمُسْلِمُ الصَّالِحَةُ غَرِيْبَةٌ فِيْ يَدِ رَجُلٍ ظَالِمٍ سَيِّئِ الْخُلُقِ وَالرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الصَّالِحُ غَرِيْبٌ فِيْ يَدِ اِمْرَاَةٍ رَدِيَّةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ وَالْعَالِمُ غَرِيْبٌ بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ (النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَظَرَ الرَّحْمَةِ.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ছয়টি জিনিস এরূপ, যা ছয়টি স্থানে নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ থাকে।

১. মসজিদ ঐ সম্প্রদায়ে নিঃস্ব থাকে, যে সম্প্রদায়ের মানুষ নামায আদায় করে না।

২. কুরআনের নোসখা ঐ ঘরে নিঃস্ব থাকে, যে ঘরের লোকেরা কুরআন তিলাওয়াত করে না।

৩. কুরআন শরীফ বদকার ও ফাসেক লোকের বক্ষে নিঃস্ব অবস্থায় থাকে।

৪. স্বতী-সাধ্বী ও পবিত্র মহিলা জালেম ও অসৎ চরিত্র লোকদের নিকট নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে।

৫. পুণ্যবান ও সৎস্বভাবি পুরুষ, বদকার ও অসৎ চরিত্র মহিলার সঙ্গে নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে।

৬. কোন আলেম ঐ সম্প্রদায়ে নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে, যে সম্প্রদায়ের মানুষেরা তার কথা শুনে না। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন এ ধরনের লোকদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابُ الدَّعْوَاتِ : اَلزَّائِدُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْمُكَذِّبُ بِقَدْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوْتِ لِيُعِزَّ مَنْ اَذَلَّهُ اللّٰهُ وَيُذِلَّ مَنْ اَعَزَّهُ اللّٰهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَتَارِكٌ لِسُنَّتِيْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَظَرَ الرَّحْمَةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ছয়জন লোক এরূপ, যাদের উপর আমিও অভিশাপ করি, খোদ আল্লাহ্ তা'আলাও অভিশাপ করে থাকেন এবং সকল মুস্তাজাবুদ্দাওয়া নবী রাসূলগণও।

১. যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে।

২. আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরকে যে মিথ্যারোপ করে।

৩. যে ব্যক্তি জোরপূর্বক কোন এলাকায় ক্ষমতা দখল করে বসে এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্পাক যে সমস্ত ফাসেক ও ফাজের লোকদেরকে বেইয্যত করে রেখেছেন, তাদেরকে সে ইয্যত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্পাক যে সমস্ত ওলামায়ে কেরামকে ইয্যত প্রদান করেছেন তাদেরকে সে অপদস্থ করবে।

৪. আল্লাহ্পাক কর্তৃক হারামকৃত জিনিসকে যে হালাল করে।

৫. আমার বংশধরের শরীরের রক্ত যাকে আল্লাহ্পাক হারাম করে রেখেছেন, যে তা প্রবাহিত করাকে হালাল মনে করে।

৬. আমার সুন্নাতকে যে তরক করে।

আল্লাহ্পাক কিয়ামত দিবসে এদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

قَالَ اَبُوْبَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ اِبْلِيْسَ قَائِمٌ اَمَامَكَ وَالنَّفْسُ عَنْ يَمِيْنِكَ وَالْهَوٰى عَنْ يَسَارِكَ و الدُّنْيَا عَنْ خَلْفِكَ وَالْاَعْضَاءُ عَنْ حَوْلِكَ وَالْجَبَّارُ فَوْقَكَ (يَعْنِيْ بِالْقُدْرَةِ لَا بِالْمَكَانَةِ) فَالْاِبْلِيْسُ لَعَنَهُ اللّٰهُ يَدْعُوْكَ اِلَى تَرْكِ الدِّيْنِ وَالنَّفْسُ تَدْعُوْكَ اِلَى الْمَعْصِيَةِ وَالْهَوٰى يَدْعُوْكَ اِلَى الشَّهْوَةِ وَالدُّنْيَا تَدْعُوْكَ اِلَى اخْتِيَارِهَا عَلَى الْاٰخِرَةِ

وَالْأَعْضَاءُ تَدْعُوْكَ إِلَى الذُّنُوْبِ وَالْجَبَّارُ يَدْعُوْكَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى "وَاللهُ يَدْعُوْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ" فَمَنْ أَجَابَ إِبْلِيْسَ ذَهَبَ عَنْهُ الدِّيْنُ وَمَنْ أَجَابَ النَّفْسَ ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوْحُ وَمَنْ أَجَابَ الْهَوٰى ذَهَبَ عَنْهُ الْعَقْلُ وَمَنْ أَجَابَ الدُّنْيَا ذَهَبَتْ عَنْهُ الْأٰخِرَةُ وَمَنْ أَجَابَ الْأَعْضَاءَ ذَهَبَتْ عَنْهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَجَابَ اللهَ تَعَالَى ذَهَبَتْ عَنْهُ السَّيِّئَاتُ وَنَالَ جَمِيْعَ الْخَيْرَاتِ.

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, ইবলিস তোমার সামনে দণ্ডায়মান। নফস তোমার ডানদিকে, খাহেশাতে নফসানী তোমার বামদিকে, দুনিয়া তোমার পিছনে, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমাকে ঘেরাও করে রেখেছে, আর আল্লাহ্‌পাক তার কুদরতগতভাবে তোমার উপরে আছে।

সুতরাং, অভিশাপ হোক তোমার নফসের উপর, যে তোমাকে দীন বর্জন করার প্রতি ধাবিত করে। নফস তোমাকে গুনাহ করতে উৎসাহিত করে। নফসানী খাহেশাত তোমাকে কাম-বাসনা পূরণের জন্য আহ্বান করে। দুনিয়া তোমাকে আহ্বান করে যে, তুমি দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দাও। তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমাকে পাপকাজ করতে উৎসাহিত করতে থাকে। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বেহেশত এবং তাঁর মাগফেরাতের প্রতি আহ্বান করে থাকেন।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَاللهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ.

অতএব যে ব্যক্তি ইবলিসের কথা মোতাবেক চলবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। যে নফসের কথা মতো চলবে, তার রূহ পরাজিত হয়ে যাবে। যে খাহেশাতে নফসানী মোতাবেক চলবে, তার বিবেক-বুদ্ধি ধ্বংস হয়ে যাবে। যে দুনিয়ার কথা মতো চলবে, তার পরকাল বরবাদ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চাহিদা পুরা করবে, তার জান্নাত নষ্ট হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার কথা মেনে চলবে তার থেকে খারাপ বিষয় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সমস্ত মঙ্গলজনক বিষয় হাসিল করতে পারবে।

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَمَ سِتَّةً فِيْ سِتَّةٍ: كَتَمَ الرِّضَاءَ فِي الطَّاعَةِ وَكَتَمَ الْغَضَبَ فِي الْمَعْصِيَةِ وَكَتَمَ اِسْمَهُ الْأَعْظَمَ فِي الْقُرْاٰنِ وَكَتَمَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَتَمَ الصَّلَاةَ الْوُسْطٰى فِي الصَّلَوَاتِ وَكَتَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْأَيَّامِ.

হযরত উমর রাযি. বলেন, ছয়টি জিনিস আল্লাহ্‌পাক ছয়টি জিনিসের মাঝে সুপ্ত রেখেছেন।

১. আপন সন্তুষ্টিকে সুপ্ত রেখেছেন তার আনুগত্যের মধ্যে।

২. আপন গোস্বাকে সুপ্ত রেখেছেন তাঁর অবাধ্যতার মধ্যে।

৩. আপন ইসমে আযমকে সুপ্ত রেখেছেন তাঁর কুরআনে পাকের মধ্যে।

৪. লাইলাতুল ক্বদরকে সুপ্ত রেখেছেন রমযান মাসে।

৫. সালাতুল উসতাকে সুপ্ত রেখেছেন নামাযসমূহের মধ্যে।

৬. এবং কেয়ামতকে সুপ্ত রেখেছেন দিবসসমূহের মধ্যে।

قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي سِتَّةِ اَنْوَاعٍ مِنَ الْخَوْفِ : اَحَدُهُمَا مِنْ قِبَلِ اللهِ تَعَالَى اَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْاِيْمَانَ وَالثَّانِيْ مِنْ قِبَلِ الْحَفَظَةِ اَنْ يَكْتُبُوْا عَلَيْهِ مَا يَفْتَضِحُ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالثَّالِثُ مِنْ قِبَلِ الشَّيْطَانِ اَنْ يُبْطِلَ عَمَلَهٗ وَالرَّابِعُ مِنْ قِبَلِ مَلَكِ الْمَوْتِ اَنْ يَأْخُذَهٗ فِيْ غَفْلَةٍ بَغْتَةً وَالْخَامِسُ مِنْ قِبَلِ الدُّنْيَا اَنْ يَغْتَرَّ بِهَا وَتَشْغَلُهٗ عَنِ الْاٰخِرَةِ وَالسَّادِسُ مِنْ قِبَلِ الْاَهْلِ وَالْعِيَالِ اَنْ يَشْتَغِلَ بِهِمْ فَيَشْتَغِلُوْنَهٗ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

হযরত উসমান রাযি. বলেন, মুমিন ছয়টি ভয়ের মাঝখানে থাকে।

১. একটি ভয় হয় আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে, না জানি কোন সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়।

২. দ্বিতীয় ভয় হয় ফেরেশতাদের তরফ থেকে, না জানি কেরামান কাতেবীন এমন আমল লিপিবদ্ধ করে ফেলে, যদ্বারা হাশরের ময়দানে তাকে লজ্জা পেতে হয়।

৩. তৃতীয় ভয় হয় শয়তানের তরফ থেকে, না জানি সে কোন সময় তার আমলসমূহকে বরবাদ করে দেয়।

৪. চতুর্থ ভয় হয় মালাকুল মউতের তরফ থেকে, না জানি আচমকা সে আগমন করে আর সে গাফলতির ঘোরে পতিত থাকে।

৫. পঞ্চম ভয় হয় দুনিয়ার তরফ থেকে, না জানি কখন সে দুনিয়ার ধোকায় পতিত হয়ে পরকাল থেকে অমনোযোগী হয়ে যায়।

৬. ষষ্ঠ ভয় হয় পরিবার-পরিজনের তরফ থেকে, না জানি কখনো এমন হয়ে যায় যে, সে সন্তান-সন্ততির মাঝে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা তাকে আল্লাহ তা'আলার যিকির থেকে অমনোযোগী বানিয়ে দেয়।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جَمَعَ سِتَّةَ خِصَالٍ لَمْ يَدَعْ لِلْجَنَّةِ مَطْلَبًا وَلَا عَنِ النَّارِ مَهْرَبًا : أَوَّلُهَا عَرَفَ اللهَ تَعَالَى فَأَطَاعَهُ وَ عَرَفَ الشَّيْطَانَ فَعَصَاهُ وَعَرَفَ الْأٰخِرَةَ فَطَلَبَهَا وَعَرَفَ الدُّنْيَا فَرَفَضَهَا وَعَرَفَ الْحَقَّ فَاتَّبَعَهُ وَعَرَفَ الْبَاطِلَ فَاجْتَنَبَهُ.

হযরত আলী রাযি. বলেন, ছয়টি অভ্যাস এরূপ, যার মাঝে এগুলো পাওয়া যাবে, সেগুলো তার জান্নাত প্রত্যাশার এবং দোযখ থেকে পলায়নের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এর অতিরিক্ত তার আর কোন কিছুর দরকার হবে না।

১. আল্লাহ তা'য়ালার মা'রেফাত হাসিল করে তাঁর বন্দেগী আরম্ভ করে দেয়া।

২. শয়তানের পরিচয় লাভ করে তার অবাধ্যতা আরম্ভ করা।

৩. পরকালের সুখ-সমৃদ্ধি অন্বেষণে লেগে যাওয়া।

৪. দুনিয়ার বাস্তব চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তা বর্জন করা।

৫. হক চিনে এর অনুসরণ করা।

৬. বাতিলকে চিনে তা থেকে নিবৃত্ত থাকা।

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اَلنِّعَمُ سِتَّةُ أَشْيَاءٍ : اَلْإِسْلَامُ وَالْقُرْاٰنُ وَمُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالْعَافِيَةُ وَالسِّتْرُ وَالْغِنٰى عَنِ النَّاسِ۔

হযরত আলী রাযি. বলেন, আসল নেয়ামত তো ছয়টি—

১। ইসলাম ২। কালামুল্লাহ শরীফ ৩। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ৪। আফিয়াত অর্থাৎ প্রশান্তি ৫। পর্দা ৬। দিল ধনী হওয়া।

عَنْ يَحْيٰى بْنِ مُعَاذٍ الرَّازِيِّ (رَحِمَهُ اللهُ) : اَلْعِلْمُ دَلِيْلُ الْعَمَلِ وَالْفَهْمُ وِعَاءُ الْعِلْمِ وَالْعَقْلُ قَائِدٌ لِلْخَيْرِ وَالْهَوٰى مَرْكَبٌ لِلذُّنُوْبِ وَالْمَالُ رِدَاءُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالدُّنْيَا سُوْقُ الْأٰخِرَةِ۔

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআয রাযি. বলেন—

১. ইলম হল আমলের পথ প্রদর্শনকারী।

২. দীনের বুঝ হল ইলমের পেয়ালা বিশেষ।

৩. সুস্থ বিবেক মঙ্গলের দিকে পথপ্রদর্শন করে।

৪. খাহেশাতে নফস পাপের বাহন।

৫. সম্পদ হল অহংকারীদের চাদর বিশেষ।

৬. দুনিয়া হল পরকালের বাজারস্বরূপ।

قَالَ اَبُوْ بَرْزَ جَمْهَرَ : سِتُّ خِصَالٍ تَعْدِلُ جَمِيْعَ الدُّنْيَا : اَلطَّعَامُ الْمَرِيْئُ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ وَالزَّوْجَةُ الْمُوَافِقَةُ وَالْكَلَامُ الْمُحْكَمُ وَكَمَالُ الْعَقْلِ وَصِحَّةُ الْبَدَنِ۔

আবু বর্য জমহর রহ. বলেন, ছয়টি গুন এমন যা সমগ্র পৃথিবীর সমান।

১. পছন্দনীয় খাদ্য প্রাপ্ত হওয়া। ২. নেক আওলাদ প্রাপ্ত হওয়া। ৩. অনুগত ও সমমনা বিবি। ৪. হিকমতপূর্ণ কথা। ৫. পরিপূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি। ৬.শারীরিক সুস্থতা।

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىْ (رَحِمَهُ اللّٰهُ) لَوْلَا الْاَبْدَالُ لَخَسَفَتِ الْاَرْضُ وَمَافِيْهَا وَلَوْلَا الصَّالِحُوْنَ لَهَلَكَ الطَّالِحُوْنَ وَلَوْلَا الْعُلَمَاءُ لَصَارَ النَّاسُ كُلُّهُمْ كَالْبَهَائِمِ وَلَوْلَا السُّلْطَانُ لَأَهْلَكَ (النَّاسُ) بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَوْلَا الْحَمْقَاءُ لَخَرِبَتِ الدُّنْيَا وَلَوْلَا الرِّيْحُ لَاَنْتَنَ كُلُّ شَيْءٍ۔

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন—

১. পৃথিবীতে যদি আবদাল না থাকত, তাহলে যমীন এবং তার উপর যা কিছু রয়েছে সব ধ্বংস হয়ে যেত।

২. যদি পূণ্যবান লোক না থাকত, তাহলে খারাপ লোক হালাক হয়ে যেত।

৩. যদি উলামায়ে কেরাম না থাকত, তাহলে সমস্ত মানুষ চতুষ্পদ জন্তু হয়ে যেত।

৪. যদি বাদশাহ না থাকত, তাহলে এক অপরকে হালাক করে দিত।

৫. যদি পৃথিবীতে নির্বোধ লোক না থাকত, তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।

৬. যদি বায়ু না থাকত, তাহলে সকল বস্তু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যেত।

وَعَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَخْشَ اللّٰهَ لَمْ يَنْجُ مِنْ زَلَّةِ اللِّسَانِ وَمَنْ لَمْ يَخْشَ قُدُوْمَهُ عَلَى اللّٰهِ لَمْ يَنْجُ قَلْبُهُ مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اٰيِسًا عَنِ الْخَلْقِ لَمْ يَنْجُ مِنَ الطَّمْعِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ حَافِظًا عَلٰى عَمَلِهٖ لَمْ يَنْجُ مِنَ الرِّيَاءِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَعِنْ بِاللّٰهِ عَلٰى اِحْتِرَاسِ قَلْبِهٖ لَمْ يَنْجُ مِنَ الْحَسَدِ وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْضَلُ مِنْهُ عِلْمًا وَعَمَلًا لَمْ يَنْجُ مِنَ الْعُجْبِ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন—

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে না, সে মুখের স্খলন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না।

২. যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় না থাকে, তার অন্তর হারাম ও সন্দেহজনক জিনিস থেকে বাঁচতে পারে না।

৩. যে ব্যক্তি মাখলুক থেকে নিরাশ না হবে, সে লোভ-লালসা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

৪. যে ব্যক্তি তার আমলের রক্ষণাবেক্ষণ করে না, সে রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো কর্মকান্ড থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

৫. যে ব্যক্তি আপন অন্তরের হেফাজত করার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা না করবে, সে হিংসাবৃত্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

৬. যে ব্যক্তি ইলম ও আমলের দিক দিয়ে নিজ থেকে বড় ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য না করবে, সে উদ্ভব ও আত্মপ্রসাদ থেকে বাঁচতে পারবে না।

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: اِنَّ فَسَادَ الْقُلُوْبِ عَنْ سِتَّةِ اَشْيَاءَ: اَوَّلُهَا يُذْنِبُوْنَ بِرَجَاءِ التَّوْبَةِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ وَيَعْلَمُوْنَ (بِهٖ) وَاِذَا عَمِلُوْا لَا يُخْلِصُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ رِزْقَ اللّٰهِ وَلَا يَشْكُرُوْنَ وَلَا يَرْضَوْنَ بِقِسْمَةِ اللّٰهِ وَيَدْفِنُوْنَ مَوْتَاهُمْ وَلَا يَعْتَبِرُوْنَ.

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, অন্তর বরবাদ হয়ে যাওয়ার কারণ ছয়টি—

১. তওবা করার আশায় পাপকাজ করা।

২. ইলম অর্জন করে সে মোতাবেক আমল না করা।

৩. আমল করলেও এখলাস সহকারে না করা।

৪. আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ করেও শুকর আদায় না করা।

৫. আল্লাহ্‌র বন্টনকৃত তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকা।

৬. মৃত লোকদের দাফন করে নসিহত গ্রহণ না করা।

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ اَيْضًا : مَنْ اَرَادَ الدُّنْيَا وَاخْتَارَهَا عَلَى الْاٰخِرَةِ عَاقِبَهُ اللّٰهُ بِسِتِّ عُقُوْبَاتٍ ثَلَاثٍ فِي الدُّنْيَا وَثَلَاثٍ فِي الْاٰخِرَةِ اَمَّ الثَّلَاثُ الَّتِيْ هِيَ فِي الدُّنْيَا فَاَمَلٌ لَيْسَ لَهُ مُنْتَهٰى وَحِرْصٌ غَالِبٌ لَيْسَ لَهُ قَنَاعَةٌ وَاُخِذَ مِنْهُ حَلَاوَةُ الْعِبَادَةِ وَاَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِيْ هِيَ فِي الْاٰخِرَةِ فَهَوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْحِسَابُ الشَّدِيْدُ وَالْحَسْرَةُ الطَّوِيْلَةُ.

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি তার দৃষ্টির শেষ লক্ষ্য দুনিয়াকেই বানিয়ে নিল এবং দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দিল, আল্লাহ্‌পাক তাকে ছয়টি শাস্তি প্রদান করে থাকেন। তারমধ্যে তিনটি শাস্তি হয়ে থাকে ইহকালে এবং তিনটি পরকালে।

ইহ্‌কালের তিনটি হল—

১. আশা লম্বা হয়ে যাওয়া যা কখনোই পূরণ হয় না।

২. লোভ-লালসা বৃদ্ধি পাওয়া যা তাকে সংকোচিত করে দেয়। যদ্দরুন সে কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারে না।

৩. তার থেকে এবাদতের মজা ছিনিয়ে নেয়া হয়।

পরকালের তিনটি শাস্তি হল—

১. কেয়ামতের মাঠে ভয়াবহতার শিকার।

২. হিসাবের কঠোরতা।

৩. বিফলতার উপর চিরস্থায়ী আক্ষেপ।

قَالَ اَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : لَا رَاحَةَ لِلْحَسُوْدِ وَلَا مُرُوَّةَ لِلْكَذُوْبِ وَلَا حِيْلَةَ لِلْبَخِيْلِ وَلَا وَفَاءَ لِلْمُلُوْكِ وَلَا سُؤْدَدَ لِسَيِّئِ الْخُلُقِ وَلَا رَادَّ لِقَضَاءِ اللّٰهِ.

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস রাযি. বলেন—

১. হিংসুক ব্যক্তি কখনো শান্তি পায় না।

২. মিথ্যাবাদী ব্যক্তির সহায়ক কেউ হয় না।

৩. বখিলের কোন কৌশলই ফলদায়ক হয় না।

৪. বাদশাহর মধ্যে ওফাদারী পাওয়া যায় না।

৫. অসৎ চরিত্রের ব্যক্তিরা সর্দারি প্রাপ্ত হয় না।
৬. আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্তকে কেউ টলাতে পারে না।

سُئِلَ عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ : هَلْ يَعْرِفُ الْعَبْدُ اِذَا تَابَ اَنَّ تَوْبَتَهُ قُبِلَتْ اَمْ رُدَّتْ؟ قَالَ : لَا اَحْكُمُ فِيْ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ لِذٰلِكَ عَلَامَتٌ : اِحْدَاهَا اَنْ يَرٰى نَفْسَهُ غَيْرَ مَعْصُوْمَةٍ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَيَرٰى فِيْ قَلْبِهٖ الْفَرَحَ غَائِبًا وَالْحُزْنَ شَاهِدًا وَيَقْرَبُ اَهْلَ الْخَيْرِ وَيُبَاعِدُ اَهْلَ الشَّرِّ وَيَرٰى الْقَلِيْلَ مِنَ الدُّنْيَا كَثِيْرًا وَيَرٰى الْكَثِيْرَ مِنْ عَمَلِ الْاٰخِرَةِ قَلِيْلًا وَيَرٰى قَلْبَهُ مُشْتَغِلًا بِمَا ضَمِنَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَارِغًا عَمَّا ضَمِنَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُ وَيَكُوْنُ حَافِظَ اللِّسَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَازِمَ الْغَمِّ وَالنَّدَامَةِ۔

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হল যে, বান্দা যখন তওবা করে তখন কি এটা বুঝা সম্ভব যে, তার তওবা কবুল হল কি না? তিনি জবাবে বললেন, আমি এর স্বতঃসিদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারব না। তবে কবুল হওয়ার কতিপয় নিদর্শন রয়েছে।

১. তওবাকারী লোক নিজেকে অবাধ্যতা ও গুনাহ হতে মুক্ত মনে না করে।
২. স্বীয় দিলকে আনন্দ বিহীন এবং চিন্তায় পরিপূর্ণ পায়।
৩. ভাল মানুষের সঙ্গে উঠাবসা করে এবং মন্দ ব্যক্তিদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে।
৪. দুনিয়ার অল্পকেই বহু কিছু মনে করে এবং পরকালের অনেক আমলকেও তুচ্ছ মনে করে।
৫. যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য প্রদান করে, সে সমস্ত ব্যাপারে স্বীয় অন্তরকে ব্যস্ত রাখে এবং যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে, তা থেকে অন্তরকে খালি রাখে।
৬. সে সবসময় যবানের হেফাজতকারি হবে, সবসময় চিন্তাযুক্ত, লজ্জামন্ডিত থাকবে।

وَقَا يَحْيَي بِنُ مُعَاذٍ (رحمه الله) : مِنْ اَعْظَمِ الْاِغْتِرَارِ عِنْدِیْ التَّمَادِیْ فِي الذُّنُوْبِ عَلٰى رَجَاءِ الْعَفْوِ مِنْ غَيْرِ نَدَامَةٍ وَتَوَقُّعُ الْقُرْبِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِغَيْرِ طَاعَةٍ وَاِنْتِظَارُ زَرْعِ الْجَنَّةِ بِبَذْرِ النَّارِ وَطَلَبُ دَارِ الْمُطِيْعِيْنَ بِالْمَعَاصِیْ وَاِنْتِظَارُ الْجَزَاءِ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَالتَّمَنِّیْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْاِفْرَاطِ۔

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রহ. বলেন, আমার কাছে সবচেয়ে বড় ধোকার জিনিস হল—

১. ক্ষমা পাওয়ার আশায় পাপকাজের চরমে পৌঁছে যাওয়া- লজ্জিতও না হওয়া।
২. আল্লাহ তা'আলার ওফাদারী না করেই তার নৈকট্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা।
৩. দোযখের বীজ বপন করে বেহেশতী ফসলের আশা করা।
৪. পাপকাজ করেও অনুগত ব্যক্তিদের পদমর্যাদার আকাঙ্খা করা।
৫. আমল করা ব্যতীতই বিনিময় পাওয়ার আশাবাদী হওয়া।
৬. পাপকাজে লিপ্ত থেকেও আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাতের আশাবাদী হওয়া।

যেমন কোন কবি বলেছেন—

تَرْجُوْا النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا ☆ إِنَّ السَّفِيْنَةَ لَا تَجْرِىْ عَلَى الْيَبَسِ

তুমি নাজাতের পথে তো চলো না, অথচ নাজাতের আশাবাদী হয়ে আছো। জেনে রেখো স্থলভাগে কখনো নৌকা চলতে পারে না।

وَقَالَ اَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ حِيْنَ سُئِلَ: مَا خَيْرُ مَا يُعْطَى الْعَبْدُ؟ قَالَ: عَقْلٌ غَرِيْزِيٌّ، قِيْلَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ؟ قَالَ اَدَبٌ صَالِحٌ. قِيْلَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ؟ قَالَ: صَاحِبٌ مُوَافِقٌ، قِيْلَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ؟ قَالَ: قَلْبٌ مُرَابِطٌ. قِيْلَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ؟ قَالَ: طُوْلُ الصَّمْتِ. قِيْلَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ؟ قَالَ مَوْتٌ حَاضِرٌ.

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস রহ.-কে কেউ জিজ্ঞেস করলেন, মানব জাতিকে সবচেয়ে উত্তম যে জিনিস প্রদান করা হয় তা কোন জিনিস? তিনি জবাবে বললেন, দুরদর্শী বুদ্ধি সম্পন্নতা। লোকটি জিজ্ঞেস করল, যদি তা না হয় তাহলে কী? তিনি জবাবে বললেন, এরপর উত্তম আদব আখলাকই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম জিনিস। লোকটি পুনরায় জানতে চাইল, যদি তা না হয় তাহলে? জবাবে তিনি বললেন, তাহলে সমমনা সঙ্গী-সাথী। লোকটি পুনরায় জানতে চাইল, যদি তাও না হয় তাহলে? তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণে ব্যস্ত অন্তর। লোকটি পুনরায় জানতে চাইল, যদি তা না হয় তাহলে? জবাবে তিনি বললেন, তাহলে দীর্ঘ সময় চুপ থাকা। লোকটি পুনরায় জানতে চাইল, যদি তাও না হয় তাহলে? তিনি জবাবে বললেন, তাহলে এ-জাতীয় সৎস্বভাব থেকে বঞ্চিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাই অনেক ভাল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[এ পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত বাণী ও উক্তি বিবৃত হয়েছে যেগুলোর মাঝে সাতটি প্রান্ত বা সাতটি অংশ বা তথ্য বিদ্যমান রয়েছে।]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَبْعَةُ نَفَرٍ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ : اَوَّلُهُمْ اِمَامٌ عَادِلٌ . وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ دَمْعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَلَمْ يَعْلَمْ شِمَالُهٗ بِمَا صَنَعَتْ يَمِيْنُهٗ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ اِلٰى نَفْسِهَا فَاَبٰى وَقَالَ : اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ تَعَالٰى .

হযরত আবু হুরায়রারাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, সাত ব্যক্তি এমন- আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাদেরকে তাঁর আরশের ছায়া-তলে জায়গা দিবেন, যেদিন ঐ ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। ঐ সাত ব্যক্তি হল—

১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ।

২. ঐ যুবক, যে যৌবনে এবাদত করে।

৩. ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে বসে আল্লাহর যিকির করে এবং আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করতে করতে চোখের তপ্তাশ্রু প্রবাহিত করে।

৪. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথেই লটকানো থাকে।

৫. ঐ ব্যক্তি যার ডানহাত এমনভাবে দান করল যে, বামহাতও টের পেল না।

৬. ঐ দুই ব্যক্তি যারা এক-অপরকে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই মুহাব্বত করলো।

৭. ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সুশ্রী ও সুদর্শনা যুবতী নারী নিজের দিকে আহ্বান জানায়, তখন সে তাকে বলে দেয়, আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি।

قَالَ اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَلْبَخِيْلُ لَا يَخْلُوْ مِنْ اِحْدَى السَّبْعِ : اِمَّا اَنْ يَّمُوْتَ فَيَرِثُهُ مَنْ يُّبَذِّلُ مَالَهُ وَيُنْفِقُهُ لِغَيْرِ مَا اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَوْ يُسَلِّطُ اللّٰهُ عَلَيْهِ سُلْطَانًا جَابِرًا فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ بَعْدَ تَذْلِيْلِ نَفْسِهٖ اَوْ يَهِيْجُ لَهُ شَهْوَةٌ يُفْسِدُ عَلَيْهِ مَالَهُ اَوْ يَبْدُوْ لَهُ رَأْىٌ فِيْ بِنَاءٍ اَوْ عِمَارَةٍ فِيْ اَرْضٍ خَرَابٍ فَيَذْهَبُ فِيْهِ مَالُهُ اَوْ يُصِيْبُ لَهُ نَكْبَةٌ مِنْ نَكَبَاتِ الدُّنْيَا مِنْ غَرْقٍ اَوْ حَرْقٍ اَوْ سَرَقَةٍ وَمَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ اَوْ يُصِيْبُهُ عِلَّةٌ دَائِمَةٌ فَيُنْفِقُ مَالَهُ فِيْ مُدَاوَاتِهَا اَوْ يَدْفِنُهُ فِيْ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ فَيَنْسَاهُ فَلَا يَجِدُهُ.

হযরত আবু বকর রাযি. বলেন, কৃপণ ও বখিল ব্যক্তির সম্পদ সাতটির যে কোন একটি উপায়ে তার হাত থেকে বের হয়ে যায়।

১. সে মৃত্যুবরণ করবে তার ওয়ারিশগণ হবে এতই নির্বোধ যে, তারা তার সম্পদ এমন জায়গায় খরচ করবে, যেখানে খরচ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ছিল না।

২. আল্লাহ্ তা'আলা কোন জালেম বাদশাহকে তার উপর ন্যস্ত করে দিবেন, যে তাকে অপদস্থ করে তার সম্পদ ছিনিয়ে নিবে।

৩. তার মনে এমন কোন শয়তানি প্রবণতা জেগে উঠবে, যদ্দরুন সে তার সমস্ত সম্পদ পানির মত বইয়ে দিবে।

৪. কিংবা তার সম্পদ কোন অনাবাদ জায়গায় ভবন নির্মাণে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৫. দুনিয়ার যে কোন আকস্মিক বিপদ-আপদের শিকার হয়ে তার সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন পানিতে নিমজ্জিত হওয়া, আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া কিংবা চুরি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

৬. এমন কোন অসুস্থতা চলে আসবে, যার চিকিৎসাতে তার সমস্ত সম্পদ ব্যয় হয়ে যাবে।

৭. হেফাজত করার জন্য এমন কোন জায়গায় তার সম্পদ প্রোথিত করে রাখবে, যা সে পরবর্তীতে ভুলে যাবে। আর সে সম্পদও খুঁজে পাবে না।

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : مَنْ كَثُرَ ضِحْكُهُ قَلَّتْ هَيْبَتُهُ وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالنَّاسِ اُسْتُخِفَّ بِهٖ وَمَنْ اَكْثَرَ فِيْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهٖ وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ.

হযরত উমর রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি বেশি হাসে তার প্রভাব ও ভারসাম্য লোপ পায়। আর যে ব্যক্তি অন্যান্য লোককে হেয় মনে করে তাকে লোক সমাজে হেয় মনে করা হয়। মানুষ যে কাজে অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সে কাজের সম্পর্কেই সে অধিক পরিচিতি অর্জন করে। যে অধিক কথা বলে, তার ভুল-ভ্রান্তিও অধিক হয়। যে অধিক ভুল-ভ্রান্তি করতে অভ্যস্ত, তার লজ্জা-শরমও কমে যায়। যার লজ্জা কমে যায় তার পরহেজগারি কমে যায়। আর যার পরহেজগারি কমে যায় তার দিল মরে যায়।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : "وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا" اَلْكَنْزُ لَوْحٌ مِنْ ذَهَبٍ وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ اَسْطُرٍ مَكْتُوْبٌ فِيْ اِحْدَاهَا عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ الْمَوْتَ وَهُوَ يَضْحَكُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا فَانِيَةً وَهُوَ يَرْغَبُ فِيْهَا وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ اَنَّ الْاُمُوْرَ بِاَقْدَارٍ وَهُوَ يَغْتَمُّ لِلْفَوَاتِ وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ الْحِسَابَ وَهُوَ يَجْمَعُ مَالًا وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ النَّارَ وَهُوَ يُذْنِبُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ اللّٰهَ يَقِيْنًا وَهُوَ يَذْكُرُ غَيْرَهُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَقِيْنًا وَهُوَ يَسْتَرِيْحُ بِالدُّنْيَا وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ الشَّيْطَانَ عَدُوًّا فَاَطَاعَ.

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত উসমান রাযি.বলেন, ঐ খাযানা হল স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পাত। সেই পাতটিতে নিম্নের সাতটি লাইন লেখা ছিল—

১. আমার আশ্চর্য্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে মৃত্যুকে নিশ্চিতভাবে জেনেও হাসি-তামাশা করে।

২. আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে দুনিয়া খতম হয়ে যাবে বিশ্বাস করেও তার দিকে আকৃষ্ট হয়।

৩. আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে এটা বিশ্বাস করে যে, সব কিছুই তাকদীর মোতাবেক সংঘটিত হয়ে থাকে, তবুও কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেলে চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ে।

৪. আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে একথা জানে যে, তাকে হিসাব দিতে হবে, তবুও সে ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে।

৫. আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে দোযখ সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও পাপকাজ করে বেড়ায়।

৬. আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে সত্য মনে আল্লাহ তা'আলাকে মানা সত্ত্বেও তাকে বাদ দিয়ে অন্য জিনিসের আলোচনা করে।

৭. আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে বেহেশতকে বিশ্বাস করেও দুনিয়াতে প্রশান্তি কামনা করে।

৮. আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে শয়তানকে দুশমন মনে করেও তার কথা মেনে চলে।

ফায়দাঃ প্রথমে বলা হয়েছে, ঐ পাতটিতে সাতটি লাইন ছিল। অথচ গণনার বেলায় আটটি লাইন পাওয়া গেল। এর জবাবে বলা হবে, প্রকৃতপক্ষে সাতটিই ছিল। তবে একই লাইনে দুটি কথা লেখা ছিল, যা লেখার সময় পরবর্তীগণ দুই লাইনে লিপিবদ্ধ করেছে কিংবা মধ্যকার কোন বর্ণনাকারী একটি লাইন বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন।

سُئِلَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَا أَثْقَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا أَوْسَعُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا أَغْنٰى مِنَ الْبَحْرِ وَمَا أَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ وَمَا أَحَرُّ مِنَ النَّارِ وَمَا أَبْرَدُ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ وَمَا أَمَرُّ مِنَ السُّمِّ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اَلْبُهْتَانُ عَلَى الْبَرَايَا أَثْقَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْحَقُّ أَوْسَعُ مِنَ الْأَرْضِ وَقَلْبُ الْقَانِعِ أَغْنٰى مِنَ الْبَحْرِ وَقَلْبُ الْمُنَافِقِ أَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ وَالسُّلْطَانُ الْجَائِرُ أَحَرُّ مِنَ النَّارِ وَالْحَاجَةُ إِلَى اللَّئِيْمِ أَبْرَدُ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ وَالصَّبْرُ أَمَرُّ مِنَ السُّمِّ.

(وَقِيْلَ اَلنَّمِيْمَةُ أَمَرُّ مِنَ السُّمِّ).

হযরত আলী রাযি.-কে জিজ্ঞেস করা হল, আসমানের চেয়ে ভারী জিনিস কী? জমিনের চেয়ে প্রশস্ত জিনিস কী?সমুদ্র হতে মুখাপেক্ষীহীন জিনিস কী? পাথরের চেয়ে শক্ত জিনিস কী?আগুনের চেয়ে অধিক গরম কী?হীম বাতাসের চেয়ে অধিক শীতল জিনিস কী? বিষের চেয়ে তিক্ত জিনিস কী? জবাবে হযরত আলী রাযি. বললেন—

১. আল্লাহ তা'আলার কোন বান্দার উপর অপবাদ আরোপ করা আসমানের চেয়েও অধিক ভারী।
২. হক অর্থাৎ সত্য, জমিনের চেয়ে অধিক প্রশস্ত।
৩. অল্পে তুষ্ট অন্তর সমুদ্রের চেয়ে অধিক প্রশস্ত।
৪. মুনাফেকের অন্তর পাথরের চেয়ে অধিক শক্ত।
৫. জালেম বাদশাহ আগুনের চেয়ে অধিক গরম।
৬. অথর্ব লোক থেকে সাহায্য প্রার্থনা হীম বাতাসের চেয়ে অধিক ঠান্ডা।
৭. সবর করা বিষের চেয়ে অধিক তিক্ত।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, চোগলখোরি বিষের চেয়ে অধিক তিক্ত।

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّا دَارَ لَهٗ وَمَالُ مَنْ لَّا مَالَ لَهٗ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهٗ وَيَشْتَغِلُ بِشَهْوَتِهَا مَنْ لَّا فَهْمَ لَهٗ وَعَلَيْهَا يُعَاقِبُ مَنْ لَّا عِلْمَ لَهٗ وَلَهَا يَحْسُدُ مَنْ لَّا لُبَّ لَهٗ وَلَهَا يَسْعٰى مَنْ لَّا يَقِيْنَ لَهٗ۔

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন—

১. দুনিয়া ঐ ব্যক্তির বাড়ি, যার পরকালে কোন বাড়ি নেই।
২. দুনিয়া ঐ ব্যক্তির জন্য মাল, যার পরকালে কোন পুঁজি নেই।
৩. দুনিয়া ঐ ব্যক্তি জমা করে যার কোন বিবেক-বুদ্ধি নেই।
৪. দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে ঐ ব্যক্তি মত্ত হয়, যার মাঝে দীনের কোন বুঝ নেই।
৫. দুনিয়ার অন্বেষণ ঐ ব্যক্তিই করে বেড়ায়, যার কোন জ্ঞান নেই।
৬. দুনিয়াকে কেন্দ্র করে ঐ ব্যক্তিই হিংসা করে থাকে, যার মাঝে কোন দূরদৃষ্টি নেই।
৭. দুনিয়ার জন্য ঐ ব্যক্তি দৌড়-ঝাঁপ করে, যার মধ্যে পরকালের কোন একীন নেই।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَنَّهُ قَالَ: مَازَالَ يُوْصِيْنِيْ جِبْرَائِيْلُ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ يَجْعَلُهُ وَارِثًا وَمَازَالَ يُوْصِيْنِيْ
بِالنِّسَاءِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُحَرِّمُ طَلَاقَهُنَّ وَمَازَالَ يُوْصِيْنِيْ بِالْمَمْلُوْكِيْنَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ
يَجْعَلُ لَهُمْ وَقْتًا يُعْتَقُوْنَ فِيْهِ وَمَازَالَ يُوْصِيْنِيْ بِالسِّوَاكِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ فَرِيْضَةٌ وَمَا
زَالَ يُوْصِيْنِيْ بِالصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ لَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالٰى صَلَاةً اِلَّا فِيْ
الْجَمَاعَةِ وَمَازَالَ يُوْصِيْنِيْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ لَا نَوْمَ بِاللَّيْلِ وَمَازَالَ يُوْصِيْنِيْ
بِذِكْرِ اللهِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ لَا يَنْفَعُ قَوْلٌ اِلَّا بِهٖ

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাযি.বলেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন- হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে আমাকে এত বেশি তাকিদ করেছেন যে, আমার ধারণা হচ্ছিল তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দেন কি না?

মহিলাদের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য তিনি আমাকে এত বেশি তাকিদ করেছেন যে, আমার ধারণা হচ্ছিল, তাদেরকে তালাক প্রদান হারাম হয়ে যায় কিনা।

গোলাম-বাঁদির হকের ব্যাপারে আমাকে এত বেশি তাকিদ করেছেন যে, আমার ধারণা হচ্ছিল, কিছুদিন পর প্রত্যেকের গোলামকে আযাদ করে দেওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে।

আমাকে মিসওয়াকের ব্যাপারে এত বেশি তাকিদ করেছেন যে, আমার ধারণা হতে লাগল এটা হয়তো ফরজ হয়ে যাবে।

আমাকে জামাআতে নামায আদায়ের ব্যাপারে এত বেশি তাকিদ করেছেন যে, আমার ধারণা হতে লাগল, আল্লাহ্পাক হয়ত জামাআত ব্যতীত নামাযই কবুল করবেন না।

আমাকে রাত্রি জাগরণ অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য এত বেশি তাকিদ করতে লাগলেন যে, আমার ধারণা হচ্ছিল, রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়ার কোন অবকাশই হয়তো থাকবে না। আমাকে আল্লাহ্পাকের জিকির করতে এত বেশি তাকিদ করেছেন যে, আমার ধারণা হচ্ছিল, আল্লাহ্পাকের জিকির ব্যতীত কোন কিছুই উপকারে আসবে না।

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الْخَالِقُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَيُدْخِلُهُمُ النَّارَ : اَلْفَاعِلُ وَالْمَفْعُوْلُ بِهٖ وَالنَّاكِحُ بِيَدِهٖ وَنَاكِحُ الْبَهِيْمَةِ وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ مِنْ دُبُرِهَا وَالْجَامِعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَالزَّانِيْ بِحَلِيْلَةِ جَارِهٖ وَالْمُؤْذِيْ جَارَهٗ حَتّٰى يَلْعَنَهٗ۔

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন- সাত প্রকার লোক এমন, আল্লাহ তা'আলা যাদের দিকে কেয়ামতের দিনে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। এরা হল—

১. সমকামী।

২. হস্তমৈথুনকারী।

৩. জীব-জন্তু দ্বারা যৌন চাহিদা পূরণকারী।

৪. মহিলাদের পায়ুপথে সহবাসকারী।

৫. প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে যিনাকারী।

৬. যে ব্যক্তি মা এবং মেয়েকে সতিন বানিয়ে রাখে।

৭. যে প্রতিবেশীকে এত অধিক কষ্ট দেয় যে, প্রতিবেশী তাকে বদদোয়া দিতে বাধ্য হয়ে যায়।

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْمَقْتُوْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوَّلُهُمُ الْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْحَرِيْقُ شَهِيْدٌ وَالْمَيِّتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْأَةُ الَّتِيْ مَاتَتْ عَنِ الْوِلَادَةِ شَهِيْدٌ۔

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহর রাহে যারা শহীদ হয়, তাদের ব্যতীত আরো সাত প্রকার শহীদ রয়েছে।

১. যে পেটের পীড়াতে মৃত্যুবরণ করেছে।

২. যে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছে।

৩. যে নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

৪. যে মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

৫. যে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

৬. যে কোন ভারি জিনিসের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

৭. যে মহিলা প্রসবকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ اَنْ يَّخْتَارَ سَبْعًا عَلَى سَبْعٍ : اَلْفَقْرَ عَلَى الْغِنٰى وَالذُّلَّ عَلَى الْعِزِّ وَالتَّوَاضَعَ عَلَى الْكِبَرِ وَالْجُوْعَ عَلَى الشَّبْعِ وَالْغَمِّ عَلَى السُّرُوْرِ الدُّوْنَ عَلَى الْمُرْتَفَعِ وَالْمَوْتَ عَلَى الْحَيَاةِ۔

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য উচিত হল সাতটি জিনিসকে সাতটি জিনিসের উপর প্রাধান্য দেয়া।

১। সম্পদের উপর দারিদ্রকে।

২। আল্লাহ পাকের জন্য সাময়িক অপদস্থ হওয়াকে সাময়িক ইয্যত-সম্মানের উপর।

৩। বিনম্রতাকে অহংকারের উপর।

৪। ক্ষুধার্ততাকে উদরপূর্তি হওয়ার উপর।

৫। দুশ্চিন্তাকে হাসি-খুশির উপর।

৬। নিচু হওয়াকে বড় হওয়ার উপর।

৭। মৃত্যুকে জীবনের উপর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[এ পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত বাণী বিবৃত হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে আটটি প্রান্ত কিংবা আটটি তথ্য বা অংশ বিদ্যমান রয়েছে।]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَمَانِيَةُ اَشْيَاءٍ لَاتَشْبَعُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ : اَلْعَيْنُ مِنَ النَّظَرِ وَالْاَرْضُ مِنَ الْمَطَرِ وَالْاُنْثٰى مِنَ الذَّكَرِ وَالْعَالِمُ مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّائِلُ مِنَ الْمَسْئَلَةِ وَالْحَرِيْصُ مِنَالْجَمْعِ وَالْبَحْرُ مِنَ الْمَاءِ وَالنَّارُ مِنَ الْحُطَبِ.

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, আটটি জিনিস আটটি জিনিস থেকে কখনো পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না।

১. চোখ দেখা হতে।
২. জমিন বৃষ্টি বর্ষণ হতে।
৩. নারী নর হতে।
৪. আলেম ইলম হতে।
৫. ভিখারী ভিক্ষাবৃত্তি থেকে ।
৬. লোভাতুর ব্যক্তি সম্পদ কুক্ষিগত করা হতে।
৭. সমুদ্র পানি হতে।
৮. অগ্নি ইন্ধন হতে।

وَقَالَ اَبُوْبَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ثَمَانِيَةُ اَشْيَاءٍ هُنَّ زِيْنَةٌ لِثَمَانِيَةِ اَشْيَاءَ : اَلْعَفَافُ زِيْنَةُ الْفَقْرِ وَالشُّكْرُ زِيْنَةُ النِّعْمَةِ وَالصَّبْرُ زِيْنَةُ الْبَلَاءِ وَالْحِلْمُ زِيْنَةُ الْعِلْمِ وَالتَّذَلُّلُ زِيْنَةُ الْمُتَعَلِّمِ وَكَثْرَةُ الْبُكَاءِ زِيْنَةُ الْخَوْفِ وَتَرْكُ الْمِنَّةِ زِيْنَةُ الْاِحْسَانِ وَالْخُشُوْعُ زِيْنَةُ الصَّلَاةِ.

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, আটটি জিনিস অন্য আটটি জিনিসের জন্য অলঙ্কারস্বরূপ।

১. পবিত্রতা রক্ষা দারিদ্রের জন্য অলঙ্কার।
২. শোকরিয়া আদায় নেয়ামতের জন্য অলঙ্কার।
৩. সবরপরীক্ষার জন্য অলঙ্কার।
৪. হিলম অর্থাৎ সহিষ্ণুতা ইলমের জন্য অলঙ্কার।
৫. বিনয়-নম্রতা শিক্ষার্থীদের জন্য অলঙ্কার।
৬. এহসানের খোটা না দেয়া এহসানের জন্য অলঙ্কার।
৭. অধিক কান্নাকাটি করা ভয়ের জন্য অলঙ্কার।
৮. খুশু-খুযু নামাযের অলঙ্কার।

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَنْ تَرَكَ فُضُوْلَ الْكَلَامِ مُنِعَ الْحِكْمَةُ وَمَنْ تَرَكَ فُضُوْلَ النَّظَرِ مُنِعَ خُشُوْعُ الْقَلْبِ وَمَنْ تَرَكَ فُضُوْلَ الطَّعَامِ مُنِعَ لَذَّةُ الْعِبَادَةِ وَمَنْ تَرَكَ فُضُوْلَ الضِّحْكِ مُنِعَ الْهَيْبَةُ وَمَنْ تَرَكَ الْمَزَاحَ مُنِعَ الْبَهَا وَمَنْ تَرَكَ حُبُّ الدُّنْيَا مُنِعَ حُبُّ الْأٰخِرَةِ وَمَنْ تَرَكَ الْاِشْغَالَ بِعُيُوْبِ غَيْرِهٖ مُنِعَ الْاِصْلَاحُ لِعُيُوْبِ نَفْسِهٖ وَمَنْ تَرَكَ التَّجَسُّسَ فِيْ كَيْفِيَةِ اللهِ تَعَالٰى مُنِعَ الْبَرَائَةُ مِنَ النِّفَاقِ۔

হযরত উমর রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি অহেতুক কথাবার্তা বর্জন করবে, আল্লাহ্‌পাক তাকে হেকমত দান করবেন। যে ব্যক্তি অহেতুক কোন কিছু দেখা বর্জন করবে, আল্লাহ্‌পাক তার দিলে খুশু প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি অযথা খাওয়া-দাওয়া পরিহার করবে, আল্লাহ্‌পাক তাকে এবাদতের স্বাদ প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি অহেতুক হাসি-তামাশা বর্জন করবে, আল্লাহ্‌পাক তাকে প্রভাব প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি অহেতুক মজাক ত্যাগ করবে, আল্লাহ্‌পাক তার হৃদয়ে আলো প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ভালবাসা বর্জন করবে, আল্লাহ্‌পাক তাকে পরকালের ভালবাসা প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ দেখা বর্জন করবে, আল্লাহ্‌পাক তার ভুল ও দোষ-ত্রুটিসমূহ সংশোধন করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ত্যাগ করবে, আল্লাহ্‌পাক তাকে নেফাক থেকে মুক্ত করে দিবেন।

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ : عَلَامَاتُ الْعَارِفِيْنَ ثَمَانِيَةُ اَشْيَاءَ : قَلْبُهُ مَعَ
الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ ، وَلِسَانُهُ مَعَ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ ، وَعَيْنَاهُ مَعَ الْحَيَاءِ وَالْبُكَاءِ ، وَاِرَادَتُهُ مَعَ
التَّرْكِ وَالرِّضَاءِ ، (يَعْنِيْ تَرْكَ الدُّنْيَا وَطَلَبَ رِضَا مَوْلَاهُ).

হযরত উসমান রাযি. বলেন, যারা আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাতের অধিকারী তাদের নিদর্শন আটটি।

১,২. আরেফ বিল্লাহর অন্তর আল্লাহ পাকের ভয়ের পাশাপাশি তার রহমতের আশায় পরিপূর্ণ থাকে।
৩,৪. তার মুখে আল্লাহ পাকের প্রশংসার পাশাপাশি সানাও বিদ্যমান থাকে।
৫,৬. তার দুই চোখে লজ্জা ও আরাধনা বিদ্যমান থাকে।
৭,৮. তার মাকসাদ হবে দুনিয়া ত্যাগ এবং আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি হাসিল।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : لَا خَيْرَ فِيْ صَلَاةٍ لَا خُشُوْعَ فِيْهَا وَلَا خَيْرَ فِيْ صَوْمٍ لَا امْتِنَاعَ
فِيْهِ عَنِ اللَّغْوِ وَلَا خَيْرَ فِيْ قِرَاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فِيْهَا وَلَا خَيْرَ فِيْ عِلْمٍ لَا وَرَعَ فِيْهِ وَلَا خَيْرَ فِيْ
مَالٍ لَا سَخَاوَةَ فِيْهِ وَلَا خَيْرَ فِيْ اُخُوَّةٍ لَا حِفْظَ فِيْهَا وَلَا خَيْرَ فِيْ نِعْمَةٍ لَا بَقَاءَ لَهَا وَلَا خَيْرَ
فِيْ دُعَاءٍ لَا اِخْلَاصَ فِيْهِ.

হযরত আলী রাযি. বলেন—

১. যেই নামাযে কোন খুশু বিদ্যমান নেই, সেই নামাযের কোন ফায়দা নেই।
২. যে রোজায় অহেতুক কর্মকান্ড থেকে নিবৃত্ত থাকা হল না, সে রোজাতে লাভ নেই।
৩. ঐ তিলাওয়াতে কোন লাভ নেই, যেই তিলাওয়াতে কোন চিন্তা ফিকির নেই।
৪. ঐ ইলমে কোন কল্যাণ নেই, যার মধ্যে কোন পরহেজগারি নেই।
৫. ঐ মালে কোন মঙ্গল নেই, যার মধ্যে কোন দান-সদকা নেই।
৬. ঐ ভ্রাতৃত্বে কোন মঙ্গল নেই, যার মধ্যে অন্যের মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না।
৭. ঐ নেয়ামতের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, যার মধ্যে কোন এখলাছ থাকে না।
৮. ঐ দু'আর মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, যাতে এখলাস নেই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[এ পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত বাণী বা উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোর মাঝে নয়টি তথ্য বা অংশ বা প্রান্ত বিদ্যমান রয়েছে।]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى مُوْسٰى بْنِ عِمْرَانَ فِي التَّوْرَاتِ اَنَّ اُمَّهَاتِ الْخَطَايَا ثَلَاثَةٌ : اَلْكِبْرُ وَالْحَسَدُ وَالْحِرْصُ فَنَشَأَ مِنْهَا سِتَّةٌ فَصِرْنَ تِسْعَةً : اَلْاُوْلٰى مِنَ السِّتَّةِ الشِّبْعُ وَالنَّوْمُ وَالرَّاحَةُ وَحُبُّ الْاَمْوَالِ وَحُبُّ الثَّنَاءِ وَالْمَحْمَدَةِ وَحُبُّ الرِّيَاسَةِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্‌পাক তাওরাত শরীফে হযরত মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে ওহী পাঠালেন যে, ভুল-ভ্রান্তির মূল হল তিনটি—

১। অহংকার ২। হিংসা ৩। লোভ-লালসা

এরপর এ তিনটি থেকে আরও ছয়টি স্বভাব জন্ম নেয়।

১। পেট পুর্তি করা ২। অত্যাধিক নিদ্রা ৩। আয়েশ-প্রিয় হওয়া ৪। সম্পদের মুহাব্বত ৫। স্বীয় প্রশংসার অপেক্ষায় থাকা ৬। পদ ও সরদারির চাহিদা।

قَالَ اَبُوْبَكْرِ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَلْعُبَّادُ ثَلَاثَةُ اَصْنَافٍ لِكُلِّ صِنْفٍ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُوْنَ بِهَا : صِنْفٌ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى سَبِيْلِ الْخَوْفِ وَصِنْفٌ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ عَلٰى سَبِيْلِ الرَّجَاءِ وَ صِنْفٌ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ عَلٰى سَبِيْلِ الْحُبِّ فَلِلْاَوَّلِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَسْتَحْقِرُ نَفْسَهٗ وَيَسْتَقِلُّ حَسَنَاتِهٖ وَيَسْتَكْثِرُ سَيِّئَاتِهٖ وَلِلثَّانِىْ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ : يَكُوْنُ قُدْوَةَ النَّاسِ فِىْ جَمِيْعِ الْحَالَاتِ وَيَكُوْنُ اَسْخَى النَّاسِ كُلِّهِمْ بِالْمَالِ فِى الدُّنْيَا وَيَكُوْنَ

أَحْسَنَ الظَّنِّ بِاللّٰهِ فِي الْخَلْقِ كُلِّهِمْ : وَلِلثَّالِثِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يُعْطِيْ مَا يُحِبُّهُ وَلَا يُبَالِيْ بَعْدَ أَنْ يُرْضِىْ رَبَّهُ وَيَعْمَلُ بِسُخْطِ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ يُرْضِىْ رَبَّهُ وَيَكُوْنُ فِيْ جَمِيْعِ الْحَالَاتِ مَعَ سَيِّدِهٖ فِيْ أَمْرِهٖ وَنَهْيِهٖ.

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, আল্লাহ পাকের বান্দা তিন শ্রেণির। আবার তাদের প্রত্যেক শ্রেণির তিনটি করে নিদর্শন রয়েছে।

প্রথম প্রকার হল– যারা আল্লাহ পাকের এবাদত করে আল্লাহর ভয়ের ভিত্তিতে।

দ্বিতীয় প্রকার বান্দা হল– যারা এবাদত করে আল্লাহ পাকের রহমতের আশায়।

তৃতীয় প্রকার বান্দা হল– যারা আল্লাহ্‌র এবাদত করে তাঁর মুহাব্বতে।

প্রথম প্রকারের তিনটি নিদর্শন হল—

১. নিজেকে ছোট মনে করা।
২. নিজের পুণ্যকে কম মনে করা।
৩. নিজের পাপসমূহকে অধিক মনে করা।

দ্বিতীয় প্রকারের তিনটি নিদর্শন হল—

১. তারা সর্বদা মানুষের ইমাম ও পথ প্রদর্শক হয়।
২. অর্থকড়ি খরচ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দানবীর হয়।
৩. মাখলুকের মধ্য হতে তারা আল্লাহ পাকের প্রতি সর্বাধিক ভাল ধারণা পোষণ করে।

তৃতীয় প্রকারের তিনটি নিদর্শন হল—

১. নিজের প্রিয় মালকে আল্লাহর জন্য খরচ করে দেয়, যেন তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। এ ছাড়া তারা আর কারো কোন কথার পরোয়া করে না।
২. তারা আপন প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার জন্য স্বীয় নফসের সাথে কঠোর ব্যবহার করতে থাকে।
৩. তারা আল্লাহ্ পাকের আদেশ-নিষেধকে সর্বদাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকে।

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اِنَّ ذُرِّيَّةَ الشَّيْطَانِ تِسْعَةٌ زَلِيْتُوْنَ وَوَثِيْنٌ وَلَقُوْسٌ وَ زَغْوَانٌ وَ هَفَّافٌ وَمُرَّةٌ وَالْمَسُوْطُ وَ دَاسِمٌ وَ وَلْهَانٌ فَاَمَّا زَلِيْتُوْنَ فَهُوَ صَاحِبُ الْاَسْوَاقِ فَيَنْصِبُ فِيْهَا رَايَتَهُ وَاَمَّا وَثِيْنُ فَهُوَ صَاحِبُ الْمُصِيْبَاتِ وَاَمَّا زَغْوَانُ فَهُوَ صَاحِبُ السُّلْطَانِ وَاَمَّا هَفَّافٌ فَهُوَ صَاحِبُ الشَّرَابِ وَاَمَّ مُرَّةُ فَهُوَ صَاحِبُ الْمَزَامِيْرِ وَاَمَّا لَقُوْسُ فَهُوَ صَاحِبُ الْمَجُوْسِ وَاَمَّا الْمَسُوْطُ فَهُوَ صَاحِبُ الْاَخْبَارِ يُلْقِيْهَا فِيْ اَفْوَاهِ النَّاسِ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهَا اَصْلًا وَاَمَّا الدَّاسِمُ فَهُوَ صَاحِبُ الْبُيُوْتِ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَنْزِلَ وَلَمْ يُسَلِّمْ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالٰى اَوْقَعَ فِيْهَا بَيْنَهُمْ (بَيْنَهَا) الْمُنَازَعَةَ حَتّٰى يَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْخُلْعُ وَالضَّرْبُ وَاَمَّا وَلْهَانُ فَهُوَ يُوَسْوِسُ فِي الْوُضُوْءِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِبَادَاتِ.

হযরত উমর রাযি. বলেন, ইবলিস শয়তানের সন্তানাদি হল নয়জন।

১। যালীতুন ২। ওসীন ৩। লাকূস ৪। রাওয়ান ৫। হাফফাফ ৬। মুররাহ ৭। মাসূত ৮। দাসেম ৯। ওয়ালহান।

১. 'যালীতুন' বাজারের পরিদর্শক। সে সেখানে পতাকা উড্ডয়ন করে মানুষদের পথভ্রষ্ট করে থাকে।

২. 'ওসীন' এরূপ কাজ করে বসে, যদ্বারা লোকেরা বিপদ আপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

৩. 'রাওয়ান' রাজা-বাদশাহগণের সঙ্গে উঠা বসা করে। যাতে তাদেরকে জুলুম অত্যাচারের প্রতি ধাবিত করা যায়।

৪. 'হাফফাফ' লোকদের শরাব পানের উপর উৎসাহিত করতে থাকে।

৫. 'মুররাহ' গান-বাদ্যের যন্ত্র ইত্যাদিকে মানুষের মাঝে ব্যাপক করার দায়িত্ব পালন করে।

৬. 'লাকূস' তারকারাজিকে যারা পূজা করে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব পালন করে।

৭. 'মাসূত' মিডিয়া কন্ট্রোলার। অলীক ও অমূলক মিথ্যা কথাকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে বেড়ায়।

৮. 'দাসেম' বিভিন্ন ঘরে নিয়োজিত থাকে। যারা ঘরে বিনা সালামে আল্লাহর নাম না নিয়ে প্রবেশ করে তাদের মধ্যে ঝগড়া ও দন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি করে। এমনকি বিবিকে তালাক পর্যায়ে নিয়ে যায় কিংবা একে অপরকে বিবাহ বিচ্ছেদ বা মারপিট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

৯. 'ওয়ালহান' মানুষের ওযু-নামায ও অন্যান্য এবাদত বন্দেগীতে ওয়াসওয়াসা পয়দা করে।

وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : مَنْ حَفِظَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِوَقْتِهَا وَ دَاوَمَ عَلَيْهَا اَكْرَمَهُ اللّٰهُ بِتِسْعِ كَرَامَاتٍ اَوَّلُهَا اَنْ يُّحِبَّهُ اللّٰهُ وَيَكُوْنَ بَدَنُهٗ صَحِيْحًا وَتَحْرُسُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَنْزِلُ الْبَرَكَةُ فِىْ دَارِهٖ وَيَظْهَرُ عَلٰى وَجْهِهٖ سِيْمَاءُ الصَّالِحِيْنَ وَيُلَيِّنُ اللّٰهُ قَلْبَهٗ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ وَيُنْجِيْهِ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ وَيُنْزِلُهُ اللّٰهُ فِىْ جِوَارِ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

হযরত উসমান রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ওয়াক্ত মত আদায় করতে যত্নবান হবে, আল্লাহ্‌পাক তাকে নয়টি পুরস্কার দিবেন।

১. আল্লাহ তা'আলা তাকে মুহাব্বত করতে শুরু করেন।
২. তাকে শারীরিক সুস্থতা দান করেন।
৩. ফেরেশতাগণ তার হেফাজত করেন।
৪. তার মুখমন্ডলে বুযুর্গ হওয়ার আলামত ফুটে উঠে।
৫. আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে নরম করে দেন।
৬. সে পুলসিরাত বিজলীর মতো দ্রুত পার হয়ে যাবে।
৭. আল্লাহ তা'আলা তাকে দোযখের অগ্নি থেকে পরিত্রাণ দিবেন।
৮. হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌পাক তাকে ঐ সমস্ত মানুষের প্রতিবেশী বানাবেন, যাদের সেদিন না কোন আশঙ্কা থাকবে, আর না তারা চিন্তিত হবে।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَلْبُكَاءُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَوْجُهٍ اَحَدُهَا مِنْ خَوْفِ عَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالثَّانِىْ مِنْ رَهْبَةِ السُّخْطِ وَالثَّالِثُ مِنْ خَشْيَةِ الْقَطِيْعَةِ فَاَمَّا الْاَوَّلُ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوْبِ وَاَمَّا الثَّانِىْ فَهُوَ طَهَارَةٌ لِلْعُيُوْبِ وَاَمَّا الثَّالِثُ فَهُوَ الْوَلَايَةُ مَعَ رِضَى الْمَحْبُوْبِ فَثَمَرَةُ كَفَّارَةِ

الذُّنُوبِ النَّجَاةُ مِنَ الْعُقُوبَاتِ وَثَمَرَةُ طَهَارَةِ الْعُيُوبِ النَّعِيمُ الْمُقِيمُ وَالدَّرَجَاتُ الْعُلى وَثَمَرَةُ الْوِلَايَةِ مَعَ رِضَى الْمَحْبُوبِ حُسْنُ الْبِشَارَةِ مِنَ اللهِ تَعَالى بِالرِّضَى بِالرُّؤْيَةِ وَزِيَارَةُ الْمَلَائِكَةِ زِيَارَةُ الْفَضِيلَةِ.

হযরত আলী রাযি.বলেন, কান্না তিন ধরনের।

১. আল্লাহ্পাকের আযাবের ভয়ে ।

২. আল্লাহ্ পাকের নারাজীর ভয়ে।

৩. আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায়।

প্রথম প্রকারের কান্না পাপের কাফফারা হয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রকারের কান্না পাপের কলুষতা থেকে মুক্ত করে। তৃতীয় প্রকারের কান্না আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পাশাপাশি তার বন্ধুত্ব সৃষ্টির উপায় হয়।

পাপের কাফফারার ফল হল, পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রাণপ্রাপ্ত হওয়া।

আর কলুষ মুক্ত হওয়ার ফল হল, চিরস্থায়ী জান্নাত প্রাপ্ত হওয়া। সেখানে অনন্তকাল বসবাস করা এবং উচ্চ পদমর্যাদা হাসিল করা।

আল্লাহ তা'আলার রেজা ও বন্ধুত্বপ্রাপ্ত হওয়ার ফল হল, সুন্দর সুন্দর খোশখবর পাওয়া যায়। যা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ফলে স্বপ্নযোগে পাওয়া যায়। ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ নসিব হয়, এছাড়াও আরো বহু ফযিলতপ্রাপ্ত হওয়া যায় ।

নবম পরিচ্ছেদ

[এ পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত বাণী ও উক্তি বিবৃত হয়েছে যেগুলোর মাঝে দশটি প্রান্ত বা দশটি উক্তি বা তথ্য বিদ্যমান রয়েছে।]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَاِنَّ فِيْهِ عَشَرَ خِصَالٍ : يَطْهَرُ الْفَمَ وَيَرْضَى الرَّبُّ وَيَسْخَطُ الشَّيْطَانُ وَيُحِبُّهُ الرَّحْمٰنُ وَالْحَفَظَةُ وَيَشُدُّ اللِّثَةَ وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَيُطِيْبُ النَّكْهَةَ وَيُطْفِئُ الْمِرَّةَ وَيُجْلِي الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْبَخْرَةَ وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّلَاةُ بِالسِّوَاكِ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের উপর মিসওয়াক করাকে আবশ্যক কর। কেননা, এতে দশটি উপকার রয়েছে।

১. মিসওয়াক মুখকে পবিত্র করে।
২. এর দ্বারা আল্লাহ্‌পাক সন্তুষ্ট হন।
৩. শয়তান রাগান্বিত হয়।
৪. আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় ফেরেশতাগণ মিসওয়াককারীকে মুহাব্বত করতে থাকেন।
৫. দাঁতের মাড়িকে শক্ত করে।
৬. কফ দূর করে।
৭. মুখে সুগন্ধি আনয়ন করে।
৮. প্লীহা রোগ নিরাময় করে।
৯. দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে।
১০. মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

তদুপরি মিসওয়াক করা সুন্নাত। অতঃপর নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, যে নামায মিসওয়াক করে আদায় করা হয়, তা মিসওয়াক বিহীন নামাযের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি ফযিলত রাখে।

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا مِنْ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عَشْرَ خِصَالٍ إِلَّا وَقَدْ نَجَا مِنَ الْآفَاتِ وَالْعَاهَاتِ كُلِّهَا وَصَارَ فِيْ دَرَجَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَنَالَ دَرَجَةَ الْمُتَّقِيْنَ أَوَّلُهَا صِدْقٌ دَائِمٌ مَعَهُ قَلْبٌ قَانِعٌ وَالثَّانِيْ صَبْرٌ كَامِلٌ مَعَهُ شُكْرٌ دَائِمٌ وَالثَّالِثُ فَقْرٌ دَائِمٌ مَعَهُ زُهْدٌ حَاضِرٌ وَالرَّابِعُ فِكْرٌ دَائِمٌ مَعَهُ بَطْنٌ جَائِعٌ وَالْخَامِسُ حُزْنٌ دَائِمٌ مَعَهُ خَوْفٌ مُتَّصِلٌ وَالسَّادِسُ جُهْدٌ دَائِمٌ مَعَهُ بَدَنٌ مُتَوَاضِعٌ وَالسَّابِعُ رِفْقٌ دَائِمٌ مَعَهُ رَحْمٌ حَاضِرٌ وَالثَّامِنُ حُبٌّ دَائِمٌ مَعَ حَيَاءٍ وَالتَّاسِعُ عِلْمٌ نَافِعٌ مَعَهُ حِلْمٌ دَائِمٌ وَالْعَاشِرُ إِيْمَانٌ دَائِمٌ مَعَهُ عَقْلٌ ثَابِتٌ.

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, আল্লাহ্‌পাক যাকে দশটি গুণ দান করেন, সে জাগতিক বিপদ-আপদ হতে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। তার ক্ষেত-খামার ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে রেহাই পাবে। আর সে আল্লাহ্ তা'আলার মুত্তাকী ও নিকটবর্তী বান্দাদের মর্যাদা হাসিল করবে। গুণ গুলো হল—

১. সততার উপর অটল থাকা এবং তৎসঙ্গে তুষ্ট থাকা।
২. পরিপূর্ণ ধৈর্য সহকারে সবসময় শোকরিয়া আদায় করা।
৩. দারিদ্র ও অভাব-অনটনের পাশাপাশি সবসময় তাকওয়া ও যুহদের সঙ্গে থাকা।
৪. ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা।
৫. নিজ কৃতকর্মের উপর চিন্তার পাশাপাশি আল্লাহ পাকের ভয়-ভীতিও থাকা।
৬. বিনম্র হওয়ার পাশাপাশি অদম্য মেহনত চালিয়ে যাওয়া।
৭. সদয় হওয়ার পাশাপাশি কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া।
৮. ভালবাসার পাশাপাশি লজ্জাও বিদ্যমান থাকা।
৯. ফায়দাদানকারী জ্ঞানের পাশাপাশি সর্বদা সহনশীলতা থাকা।
১০. ঈমান টিকিয়ে রাখার সাথে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিও বিদ্যমান থাকা।

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَشَرَةٌ لَاتَصْلُحُ بِغَيْرِ عَشَرَةٍ : لَايَصْلُحُ الْعَقْلُ بِغَيْرِ وَرَعٍ وَلَا الْفَضْلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا الْفَوْزُ بِغَيْرِ خَشْيَةٍ وَلَا السُّلْطَانُ بِغَيْرِ عَدْلٍ وَلَا الْحَسَبُ بِغَيْرِ أَدَبٍ وَلَا السُّرُوْرُ بِغَيْرِ أَمْنٍ وَلَا الْغِنٰى بِغَيْرِ جُوْدٍ وَلَا الْفَقْرُ بِغَيْرِ قَنَاعَةٍ وَلَا الرِّفْعَةُ بِغَيْرِ تَوَاضُعٍ وَلَا الْجِهَادُ بِغَيْرِ تَوْفِيْقٍ.

হযরত উমর রাযি. বলেন দশটি ব্যতীত দশটি জিনিস দ্বারা কোন ফায়দা লাভ করা যায় না। অর্থাৎ দশটি নেয়ামত এরূপ, যার সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য দশটি নেয়ামত প্রাপ্ত না হওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা ফায়দা লাভ করা যাবে না।

১। তাকওয়া ব্যতীত বিবেক-বুদ্ধি।

২। ইলম ব্যতীত বুযুর্গী ও পরহেজগারি।

৩। আল্লাহ তা'আলার ভয় ব্যতীত কামিয়াবি।

৪। ন্যায়-নিষ্ঠা ব্যতীত রাজত্ব ও বাদশাহি।

৫। আদব ও শিষ্টাচার ব্যতীত বংশের মর্যাদা।

৬। নিরাপত্তা ও শান্তি ব্যতীত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

৭। অল্পেতুষ্টি ব্যতীত দারিদ্র।

৮। নম্রতা ও বিনয়ভাব ব্যতীত উচ্চ মর্যাদা।

৯। আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ব্যতীত জিহাদ করা।

قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَضْيَعُ الْأَشْيَاءِ عَشَرَةٌ : عَالِمٌ لَايُسْأَلُ عَنْهُ وَعِلْمٌ لَايُعْمَلُ بِهٖ وَرَأْيٌ صَوَابٌ لَايُقْبَلُ وَسِلَاحٌ لَايُسْتَعْمَلُ وَمَسْجِدٌ لَايُصَلّٰى فِيْهِ وَمُصْحَفٌ لَايُقْرَأُ عَنْهُ وَمَالٌ لَايُنْفَقُ مِنْهُ وَخَيْلٌ لَا يُرْكَبُ وَعِلْمُ الزُّهْدِ فِيْ بَطْنِ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَعُمْرٌ طَوِيْلٌ لَا يَتَزَوَّدُ (صَاحِبُهٗ) فِيْهِ لِسَفَرِهٖ.

হযরত উসমান রাযি.বলেন, দশটি জিনিস খুব মন্দভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

১. ঐ আলেম, যাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয় না।

২. ঐ ইলম, যার প্রতি আমল করা হয় না।

৩. ঐ সঠিক পরামর্শ, যা গ্রহণ করা হয় না।

৪. ঐ অস্ত্র, যা ব্যবহার করা হয় না।

৫. ঐ মসজিদ, যার মধ্যে নামায আদায় করা হয় না।

৬. কালামুল্লাহ শরীফের ঐ নুসখা, যা তিলাওয়াত করা হয় না।

৭. ঐ সম্পদ, যা ব্যয় করা হয় না।

৮. ঐ ঘোড়া, যার উপর কেউ আরোহণ করে না।

৯. যুহদ (দুনিয়া ত্যাগের) সেই ইলম, যা দুনিয়া-লোভীর কাছে থাকে।

১০. ঐ লম্বা যিন্দেগী, যার মধ্যে পরকালীন সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় না।

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اَلْعِلْمُ خَيْرُ مِيْرَاثٍ وَالْاَدَبُ خَيْرُ حِرْفَةٍ وَالتَّقْوٰى خَيْرُ زَادٍ وَالْعِبَادَةُ خَيْرُ بِضَاعَةٍ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ خَيْرُ قَائِدٍ وَحُسْنُ الْخُلُقِ خَيْرُ قَرِيْنٍ وَالْحِلْمُ خَيْرُ وَزِيْرٍ وَالْقَنَاعَةُ خَيْرُ غِنًى وَالتَّوْفِيْقُ خَيْرُ عَوْنٍ وَالْمَوْتُ خَيْرُ مُؤَدِّبٍ.

হযরত আলী রাযি.বলেন—

১. আল্লাহকে পাওয়ার ইলম সবচেয়ে উত্তম উত্তরাধিকার সম্পত্তি।

২. আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার সবচেয়ে উত্তম পেশা।

৩. তাকওয়া ও আল্লাহভীতি সবচেয়ে উত্তম পাথেয়।

৪. এবাদত-বন্দেগী সবচেয়ে উত্তম পুঁজি।

৫. নেক আমল সবচেয়ে উত্তম পথ প্রদর্শক।

৬. উত্তম ও সৎ চরিত্র সবচেয়ে উত্তম সঙ্গী।

৭. সহিষ্ণুতা সবচেয়ে উত্তম পরামর্শক।

৮. অল্পেতুষ্টি সবচেয়ে উত্তম সম্পদ।

৯. আল্লাহ তা'আলার তাওফীক সবচেয়ে উত্তম সহায়ক।

১০. মৃত্যু সবচেয়ে উত্তম চারিত্রিক শুদ্ধি।

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : عَشَرَةٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ هُمْ كُفَّارٌ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَيَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ : اَلْقَاتِلُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالسَّاحِرُ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ لَا يَغَارُ عَلٰى اَهْلِهٖ وَمَانِعُ الزَّكَاةِ

وَشَارِبُ الْخَمْرَ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَلَمْ يَحُجَّ وَالسَّاعِيْ فِي الْفِتَنِ وَبَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِيْ دُبُرِهَا وَنَاكِحُ ذَاتَ رَحْمٍ مَحْرِمٍ ...... اِنْ عَلِمَ هٰذِهِ الْأَفْعَالَ حَلَالًا فَقَدْ كَفَرَ.

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, কসম আল্লাহর! এ উম্মতের মধ্য থেকে দশজন লোক এরূপ হবে, যারা কট্টর কাফের। অথচ তারা নিজেদেরকে মুমিন মনে করে থাকে।

১. অন্যায়ভাবে যে কাউকে কতল করে।

২. যে যাদুটোনা করে।

৩. দাইয়ূস তথা ঐ পুরুষ যার স্ত্রী-কন্যা অবাধে পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ও উঠাবসা করা সত্ত্বেও তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে না।

৪. যারা যাকাত প্রদান করে না।

৫. শরাব পান কারী।

৬. যার প্রতি হজ্জ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করে ।

৭. সমাজে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টায় থাকে।

৮. হরবী অর্থাৎ অমুসলিম দুশমনদের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করা।

৯. বিবির সঙ্গে পায়ুপথে সহবাস করা।

১০. যে কোন মাহরাম মহিলাকে বিবাহকারী। এ সমস্ত বিষয়কে যে হালাল মনে করবে, সে সুস্পষ্ট কাফের হয়ে যাবে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مُؤْمِنًا حَتّٰى يَكُوْنَ وَصُوْلًا وَلَا يَكُوْنُ وَصُوْلًا حَتّٰى يَكُوْنَ مُسْلِمًا وَلَا يَكُوْنُ مُسْلِمًا حَتّٰى يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ يَدِهٖ وَلِسَانِهٖ وَلَا يَكُوْنُ مُسْلِمًا حَتّٰى يَكُوْنَ عَالِمًا وَلَا يَكُوْنُ عَالِمًا حَتّٰى يَكُوْنَ بِالْعِلْمِ عَامِلًا وَلَا يَكُوْنُ بِالْعِلْمِ عَالِمًا حَتّٰى يَكُوْنَ زَاهِدًا وَلَا يَكُوْنُ زَاهِدًا حَتّٰى يَكُوْنَ وَرِعًا وَلَا يَكُوْنُ وَرِعًا حَتّٰى يَكُوْنَ مُتَوَاضِعًا وَلَا يَكُوْنُ مُتَوَاضِعًا حَتّٰى يَكُوْنَ عَارِفًا بِنَفْسِهٖ وَلَا يَكُوْنُ عَارِفًا بِنَفْسِهٖ حَتّٰى يَكُوْنَ عَاقِلًا فِي الْكَلَامِ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, আসমান ও জমিনে কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য হাসিল না করে এবং কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য হাসিল করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পাক্কা মুসলমান না হয়। আর কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার হাত ও মুখ হতে নিরাপদ না থাকে। এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পাক্কা মুসলমান হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আলেম না হবে। আর সহীহ্ আলেম তখনই হতে পারবে যখন নিজ ইলম মোতাবেক আমল করবে। আর নিজ ইলম মোতাবেক আমল তখনই করবে, যখন যুহুদ অবলম্বন করবে এবং যুহুদ অবলম্বন তখনই করতে সক্ষম হবে, যখন মুত্তাকী হয়ে যাবে। আর মুত্তাকী তখনই হতে পারবে, যখন বিনম্রতা হাসিল করবে। আর বিনয়ের গুণ তখনই হাসিল করবে, যখন আপন নফসের হাকীকত সম্পর্কে জানতে পারবে। আর আপন নফসকে তখনই চিনতে সক্ষম হবে, যখন কথা-বার্তায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে।

قِيلَ رَاى يَحْيَ بْنُ مُعَاذٍ الرَّازِىْ (رحمه الله) فَقِيْهًا رَاغِبًا فِي الدُّنْيَا فَقَالَ : يَاصَاحِبَ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ قُصُوْرُكُمْ قَيْصَرِيَّةٌ وَبُيُوْتُكُمْ كِسْرَوِيَّةٌ وَمَسَاكِنُكُمْ قَارُوْنِيَّةٌ وَ اَبْوَابُكُمْ طَالُوْتِيَّةٌ وَثِيَابُكُمْ جَالُوْتِيَّةٌ وَمَذَاهِبُكُمْ شَيْطَانِيَّةٌ وَضِيَاعُكُمْ مَارِدِيَّةٌ وَ وِلَايَتُكُمْ فِرْعَوْنِيَّةٌ وَقُضَاتُكُمْ عَاجِنِيَّةٌ اَصْحَابُ رِشْوَةٍ غَشَاشِيَّةٌ وَمَمَاتُكُمْ جَاهِلِيَّةٌ فَاَيْنَ الْمُحَمَّدِيَّةٌ؟

বর্ণিত রয়েছে, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয রাযি. একদিন এক বিজ্ঞ আলেমকে দুনিয়াতে ব্যস্ত দেখতে পেয়ে বলতে লাগলেন, হে ইলমের ধারক বাহক! তোমার ভবন হল কায়সারের ভবনতুল্য। তোমার গৃহ হল কিসরার গৃহতুল্য। তোমার আবাস হল কারূনের আবাসতুল্য। তোমার গৃহের দরজাগুলো হল তালুত জাতির দরজাতুল্য। তোমার বস্ত্র হল জালুত জাতির বস্ত্রতুল্য। তোমার মাযহাব ও মতামত হল শয়তানের মাযহাব ও মতামত তুল্য। আর তোমার অর্থ-সম্পদ হতে অবাধ্যতা টপকায়। তোমার ক্ষমতা হল ফেরআউনী ক্ষমতাসদৃশ। তোমার বিচারক ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার দু'-চার পয়সায় বিক্রি হয়ে যায়, যে ঘুষ খেয়ে বেড়ায়, প্রতারণা করে বেড়ায়। তোমার মৃত্যু হবে জাহেলী যমানার মানুষের মত। তাহলে বল দেখি, শরীয়তে মুহাম্মদী তোমার জীবনের কোথায় আছে?

وَقَالَ :

أَيُّهَا الْمُنَاجِيْ رَبَّهُ بِأَنْوَاعِ الْكَلَامِ

وَالطَّالِبُ مَسْكَنَهُ فِيْ دَارِ السَّلَامِ

وَالْمُتَسَوِّفُ لِلتَّوْبَةِ عَامًا بَعْدَ عَامٍ

وَمَا أَرَاكَ مُنْصِفًا لِنَفْسِكَ بَيْنَ الْأَنَامِ

إِنَّكَ لَوْ رَافَقْتَ يَوْمَكَ يَا غَافِلُ بِالصِّيَامِ

وَأَحْيَيْتَ طُوْلَ لَيْلِكَ بِالْقِيَامِ

وَاقْتَصَرْتَ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ

لَكُنْتَ أَحْرَى أَنْ تَنَالَ شَرَفَ الْمَقَامِ

وَالْكَرَامَةُ الْعَظِيْمَةُ مِنْ رَبِّ الْأَنَامِ

وَالرِّضْوَانُ الْأَكْبَرُ مِنْ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

জনৈক কবি বলেন—

হে ঐ ব্যক্তি। যে নানা ভঙ্গিতে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকে ও তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করে আর বেহেশতে একটি ঠিকানা নির্মাণের আশা রাখে, তওবা করতে টালবাহানা করে করে বছর বছর অতিবাহিত করে দেয়। আমি তো তোমাকে মানুষের মাঝে ইনসাফকারী হিসেবে দেখতে পাই না। হে গাফেল! যদি তুমি দিবসে রোযা রাখতে, সারারাত নামায পড়তে আর সামান্য রুটি ও পানি খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতে, তবেই তো তুমি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত হতে এবং তার সন্তুষ্টি হাসিল করতে।

قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ عَشْرُ خِصَالٍ يُبْغِضُهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ :

اَلْبُخْلُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْكِبْرُ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالطَّمَعُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ مِنَ النِّسَاءِ

وَحُبُّ الدُّنْيَا مِنَ الشُّيُوْخِ وَالْكَسَلُ مِنَ الشَّبَابِ وَالْجَوْرُ مِنَ السُّلْطَانِ وَالْجُبْنُ مِنَ الْغُزَاةِ وَالْعُجْبُ مِنَ الزُّهَّادِ وَالرِّيَاءُ مِنَ الْعِبَادِ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, দশ প্রকার লোক থেকে দশটি বিষয় অত্যন্ত অপছন্দনীয়।

১. অর্থশালী ব্যক্তি থেকে কার্পণ্য প্রদর্শন।

২. ফকীর-মিসকীনদের থেকে অহংকার।

৩. উলামাগণ থেকে লোভ-লালসা।

৪. মহিলাদের থেকে লজ্জার স্বল্পতা।

৫. বৃদ্ধ লোকদের থেকে দুনিয়ার মোহ।

৬. যুবকদের থেকে অলসতা।

৭. রাজা-বাদশাহগণ থেকে জুলুম ও অত্যাচার।

৮. গাজীদের থেকে কাপুরুষতা।

৯. যাহেদ ব্যক্তিদের থেকে আত্মপ্রিয়তা।

১০. আবেদ লোকদের থেকে লোক দেখানো প্রবণতা।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْعَافِيَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ خَمْسَةٌ فِي الدُّنْيَا وَخَمْسَةٌ فِي الْاٰخِرَةِ فَأَمَّا الَّتِيْ فِي الدُّنْيَا (فَهِيَ) الْعِلْمُ وَالْعِبَادَةُ وَالرِّزْقُ مِنَ الْحَلَالِ وَالصَّبْرُ عَلَى الشِّدَّةِ وَالشُّكْرُ عَلَى النِّعْمَةِ وَأَمَّا الَّتِيْ فِي الْاٰخِرَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالرَّحْمَةِ وَاللُّطْفِ وَلَا يُرَوِّعُهُ مُنْكَرٌ وَنَكِيْرٌ فِي الْقَبْرِ وَيَكُوْنُ اٰمِنًا فِي الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَتُمْحٰى سَيِّئَاتُهُ وَتُقْبَلُ حَسَنَاتُهُ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِي السَّلَامَةِ.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আফিয়ত অর্থাৎ প্রশান্তির ধরন দশটি। তারমধ্যে পাঁচটি ইহকালে এবং অবশিষ্ট পাঁচটি পরকালে অর্জিত হতে পারে।

ইহকালের পাঁচটি—

১. ইলম নিয়ে ব্যস্ত হওয়া।

২. ইবাদতের তাওফীক লাভ করা

৩. হালাল জীবিকা প্রাপ্ত হওয়া।

৪. বিপদে সবর করা।

৫. নেয়ামত পেয়ে শোকরিয়া আদায় করা।

পরকালের পাঁচটি—

১. মৃত্যুর ফেরেশতা মায়াময় ও মমতাবান হয়ে আগমন করবে।

২. কবরে মুনকার-নাকীর ভয় প্রদর্শন করবে না

৩. কিয়ামতের দিনে ভাবনাহীন ও নিরাপদে থাকবে।

৪. পুণ্যসমূহ কবুল হবে এবং অপরাধকে মিটিয়ে দেয়া হবে।

৫. বিজলির গতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করে প্রশান্তিতে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

وَقَالَ اَبُو الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللهُ : سَمَّى اللهُ كِتَابَهُ بِعَشْرَةِ اَسْمَاءٍ : قُرْاٰنًا وَ فُرْقَانًا وَكِتَابًا وَتَنْزِيْلًا وَهُدًى وَنُوْرًا وَرَحْمَةً وَشِفَاءً وَرُوْحًا وَ ذِكْرًا اَمَّا الْقُرْاٰنُ وَالْفُرْقَانُ وَالْكِتَابُ وَالتَّنْزِيْلُ فَمَشْهُوْرٌ وَاَمَّا الْهُدٰى وَالنُّوْرُ وَالرَّحْمَةُ وَالشِّفَاءُ (فَقَدْ) قَالَ اللهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۔ وَقَدْ جَاۤءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ۔ وَاَمَّا الرُّوْحُ فَقَالَ : وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا وَاَمَّا الذِّكْرُ فَقَالَ وَاَنْزَلْنَا الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔

আবুল ফযল রহ. বলেন, আল্লাহ্পাক তার কিতাব অর্থাৎ কুরআনের দশটি নাম রেখেছেন ।

১। কুরআন, ২। ফুরকান, ৩। কিতাব, ৪। তানযীল, ৫। হেদায়েত, ৬। নূর, ৭। রহমত, ৮। শিফা, ৯। রূহ এবং ১০। যিকির।

কুরআন, ফুরকান কিতাব ও তানযীল তো বিখ্যাত নাম। রইলো অবশিষ্টগুলোর কথা। হেদায়েত, নূর, রহমত ও শিফা এর বিষয় কুরআন মাজীদেই বর্ণিত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ "مَوْعِظَةٌ" مِنْ رَبِّكُمْ وَ "شِفَاءٌ" لِمَا فِي الصُّدُوْرِ وَ "هُدًى" وَ "رَحْمَةٌ" لِلْمُؤْمِنِيْنَ۔

অন্য জায়গায় এরশাদ করেন—

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ "نُوْرٌ" وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

অন্য আয়াতে 'রূহ' এর কথাও বর্ণিত আছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ "رُوْحًا" مِّنْ اَمْرِنَا

অন্য জায়গায় 'যিকির' এর কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ "الذِّكْرَ" لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

'আর আমি আপনার নিকট 'যিকির' (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে মানুষকে বুঝাতে পারেন।'

وَقَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهٖ يَا بُنَيَّ اَنَّ الْحِكْمَةَ اَنْ تَعْمَلَ عَشَرَةَ اَشْيَاءَ اَحَدُهُمَا تُحْيِيُ الْقَلْبَ الْمَيِّتَ وَتُجَالِسُ الْمَسٰكِيْنَ وَتَتَّقِيْ مَجَالِسَ الْمُلُوْكِ وَتُشْرِفُ الْوَضِعَ وَتُحَرِّرُ الْعَبِيْدَ وَتُؤْوِي الْغَرِيْبَ وَتُغْنِيَ الْفَقِيْرَ وَتَزِيْدُ لِاَهْلِ الشَّرَفِ شَرَفًا وَلِلسَّيِّدِ سُؤْدَدًا وَهِيَ اَفْضَلُ مِنَ الْمَالِ وَحِرْزٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَفِدَةٌ فِي الْحَرْبِ وَبَضَاعَةٌ حِيْنَ يَرْبَحُ وَهِيَ بِفَنِيْعَةٌ حِيْنَ يَغْتَرُّ بِهِ الْعَبْدُ الْهَوْلُ وَهِيَ دَلِيْلَةٌ حِيْنَ يَنْتَهِيْ بِهِ الْيَقِيْنُ اِلَى النَّفْسِ وَهِيَ سِتْرَةٌ حِيْنَ لَا يَسْتُرُهٗ ثَوْبٌ.

হযরত লোকমান আলাইহিস্ সালাম আপন পুত্রকে বলেন, বেটা! নিম্নের দশটি কাজ করার নাম হচ্ছে হিকমত।

১. স্বীয় মুর্দা অন্তরকে জীবিত কর।
২. ফকীর-মিসকীনদের সঙ্গে বস।
৩. রাজ-বাদশাহদের মজলিস থেকে দূরে থাক।
৪. অসহায় লোকদের সহায় হও।
৫. গোলামদেরকে মুক্ত কর।
৬. সহায়-সম্বলহীন গরীব-দুঃখী লোকদের সাহায্য-সহায়তা কর।
৭. ফকীর-মিসকীনদেরকে অর্থ-সম্পদ দান কর।

৮. মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মর্যাদা প্রদান কর।

৯. নেতা-সর্দারদেরকে শ্রদ্ধা কর।

১০. এ আমলসমূহ তোমার জন্য উত্তম সম্পদ, ভয়-ভীতি হতে নিষ্কৃতির উপায়। যুদ্ধ-বিগ্রহের হাতিয়ারতুল্য। মূল্যবান পুঁজিসদৃশ। এ আমলসমূহ তাদের জন্য ঐ সময় সুপারিশ করবে, যখন তাদেরকে বড় কোন বিপদ আচ্ছন্ন করে নিবে। এ আমলসমূহ মৃত্যুর সময় তাদের পথ প্রদর্শন করবে এবং ঐ সময় পর্দার কাজ দিবে, যখন বস্ত্র দ্বারা পর্দাবৃত হওয়া মোটেও সম্ভব হবে না।

قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ يَنْبَغِىْ لِلْعَاقِلِ اِذَا تَابَ اَنْ يَّفْعَلَ عَشْرَ خِصَالٍ : اِحْدَاهَا اِسْتِغْفَارٌ بِاللِّسَانِ وَنَدَمٌ بِالْقَلْبِ وَاِقْلَاعٌ بِالْبَدَنِ وَالْعَزْمُ عَلٰى اَنْ لَّا يَعُوْدَ اِلَى الْمَعْصِيَةِ اَبَدًا. وَحُبُّ الْاٰخِرَةِ وَبُغْضُ الدُّنْيَا وَقِلَّةُ الْكَلَامِ وَقِلَّةُ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ حَتّٰى يَتَفَرَّغَ لِلْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ وَقِلَّةُ النَّوْمِ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন তওবা করবে, তখন তার জন্য কর্তব্য হল দশটি কাজ করা—

১. যবান দ্বারা ইস্তিগফার করা।

২. দিলে দিলে লজ্জিত হওয়া।

৩. শরীরিকভাবে পাপকাজ পুরোপুরিই বর্জন করা।

৪. পরবর্তীতে পাপকাজ না করার সংকল্প গ্রহণ করা।

৫. পরকালকে মুহাব্বত করা।

৬. দুনিয়ার প্রতি অনুৎসাহ প্রদর্শন করা।

৭. কম কথাবার্তা বলা।

৮. কম ভক্ষণ করা।

৯. কম পান করা।

১০. কম নিদ্রা যাওয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۞ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

তারা রাত্রিতে অল্প ঘুমায় এবং প্রাঃতকালে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ الْأَرْضَ تُنَادِيْ كُلَّ يَوْمٍ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ وَتَقُوْلُ: يَا ابْنَ اٰدَمَ! تَسْعٰى ظَهْرِيْ وَمَصِيْرُكَ فِيْ بَطْنِيْ وَتَعْصِيْ عَلٰى ظَهْرِيْ وَتُعَذَّبُ فِيْ بَطْنِيْ وَتَضْحَكُ عَلٰى ظَهْرِيْ وَتَبْكِيْ فِيْ بَطْنِيْ وَتَفْرَحُ عَلٰى ظَهْرِيْ وَتَحْزَنُ فِيْ بَطْنِيْ وَتَجْمَعُ الْمَالَ عَلٰى ظَهْرِيْ وَتَنْدَمُ فِيْ بَطْنِيْ وَتَأْكُلُ الْحَرَامَ عَلٰى ظَهْرِيْ وَتَأْكُلُكَ الدِّيْدَانُ فِيْ بَطْنِيْ وَتَخْتَالُ عَلٰى ظَهْرِيْ وَتَذِلُّ فِيْ بَطْنِيْ وَتَمْشِيْ سُرُوْرًا عَلٰى ظَهْرِيْ وَتَقَعُ حَزِيْنًا فِيْ بَطْنِيْ تَمْشِيْ فِيْ نُوْرٍ عَلٰى ظَهْرِيْ وَتَقَعُ فِي الظُّلُمَاتِ فِيْ بَطْنِيْ وَتَمْشِيْ عَلَى الْمَجَامِعِ عَلٰى ظَهْرِيْ وَتَقَعُ وَحِيْدًا فِيْ بَطْنِيْ.

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. বলেন, জমিন প্রতিদিন দশটি কথা বলে—

১. হে বনী আদম! আমার পিঠের উপর তুমি চলাফেরা কর, অথচ তোমার ঠিকানা আমার ভেতর।

২. তুমি আমার পিঠে পাপকাজ কর, অথচ আমার ভেতরে তোমাকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

৩. আমার পিঠে তুমি হাসি-তামাশা করছো, অথচ আমার ভেতরে এসে তোমাকে ক্রন্দন করতে হবে।

৪. আমার পিঠের উপর তুমি আনন্দ-প্রমোদ করে বেড়াও, অথচ আমার ভেতর এসে তুমি ভাবনাগ্রস্ত থাকবে।

৫. আমার পিঠের উপর তুমি মাল জমা কর, অথচ আমার ভেতরে এসে তোমাকে লজ্জিত হতে হবে।

৬. আমর পিঠের উপর তুমি হারাম আহার কর, অথচ আমার ভেতর আসার পর কীট-পতঙ্গ তোমাকে ভক্ষণ করবে।

৭. আমার পিঠের উপর তুমি দর্পভরে চলাচল কর, অথচ আমার ভেতর এসে তুমি অপদস্থ ও অপমানিত হবে।

৮. আমার পিঠের উপর তুমি হাসি-খুশি ঘুরে বেড়াও, অথচ আমার ভেতর এসে পেরেশানিতে ভোগবে।

৯. আমার পিঠের উপর আলোতে চলাফেরা কর, অথচ আমার ভেতর এসে অন্ধকারে থাকবে।

১০. আমার পিঠের উপর তুমি লোকজনের সমাবেশে অবস্থান কর, অথচ আমার ভেতর তুমি একা একা নির্জনে বসবাস করবে।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَثُرَ ضِحْكُهُ عُوْقِبَ بِعَشْرِ عُقُوْبَاتٍ أَوَّلُهَا يَمُوْتُ قَلْبُهُ وَيَذْهَبُ الْمَاءُ عَلَى وَجْهِهِ وَيَشْمُتُ بِهِ الشَّيْطَانُ وَيَغْضَبُ عَلَيْهِ الرَّحْمٰنُ وَيُنَاقِشُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَلْعَنُهُ الْمَلَائِكَةُ وَيُبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِيْنَ وَيَنْسٰى كُلَّ شَيْءٍ وَيَفْتَضِحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অধিক হাসবে সে দশটি শাস্তির শিকার হবে—

১. তার দিল মরে যায়।

২. তার চেহারার সজীবতা দূর হয়ে যায়।

৩. শয়তান তার প্রতি আনন্দিত হয়ে যায়।

৪. আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধের শিকার হয়।

৫. কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তার সঙ্গে জেরা করতে থাকবেন।

৬. কিয়ামতের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে বিমুখ হবেন।

৭. ফেরেশতাগণ তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকবে।

৮. আসমানবাসী ও জমিনবাসীরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে।

৯. স্মৃতিহীনতার দরুন সে সমস্ত কিছু ভুলে বসে।

১০. কিয়ামত দিবসে সে লজ্জিত ও অপদস্থ হবে।

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (رحمه الله) : يَوْمًا بَيْنَمَا أَنَا أَطُوْفُ فِيْ أَزِقَّةِ الْبَصْرَةِ وَفِيْ أَسْوَاقِهَا مَعَنَا شَابٌّ عَابِدٌ فَإِذَا إِنَّا بَلَغْنَا بِطَبِيْبٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ بَيْنَ يَدَيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ بِأَيْدِيْهِمْ قَوَارِيْرُ فِيْهَا مَاءٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَسْتَوْصِفُ دَوَاءٌ لِدَائِهِ. فَقَالَ : فَتَقَدَّمَ الشَّابُّ إِلَى الطَّبِيْبِ فَقَالَ : أَيُّهَا الطَّبِيْبُ هَلْ عِنْدَكَ دَوَاءٌ يَغْسِلُ

الذُّنُوبَ وَيَشْفِي مَرَضَ الْقُلُوبِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ فَقَالَ: هَاتِ. فَقَالَ : خُذْ مِنِّي عَشَرَةَ أَشْيَاءَ : خُذْ عُرُوقَ شَجَرَةِ الْفَقْرِ مَعَ عُرُوقِ شَجَرَةِ التَّوَاضُعِ وَاجْعَلْ فِيهَا هَلِيلَجَ التَّوْبَةِ وَاطْرَحْهُ فِي هَاوَنِ الرِّضَاءِ وَاسْحَقْهُ بِمِنْجَارِ الْقَنَاعَةِ وَاجْعَلْهُ فِي قِدْرِ التُّقَى وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءَ الْحَيَاءِ وَاغْلِهِ بِنَارِ الْمَحَبَّةِ وَاجْعَلْهُ فِي قَدَحِ الشُّكْرِ وَرَوِّحْهُ بِمِرْوَحَةِ الرَّجَاءِ وَاشْرَبْهُ بِمِلْعَقَةِ الْحَمْدِ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَإِنَّهُ يَنْفَعُكَ مِنْ كُلِّ دَوَاءٍ وَبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, একদিন আমি বসরার অলি-গলিতে বিচরণ করছিলাম। আমার সঙ্গে এক এবাদতগুজার যুবকও ছিল। আমরা রাস্তা চলতে চলতে এক হাকীমের পাশ দিয়ে গেলাম। হাকীম সাহেব একটি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। পুরুষ-মহিলা সহকারে কচি-কাচা শিশু বাচ্চাদের ভিড় ছিল তার সামনে। তাদের হাতে ছিল গ্লাস ভর্তি পানি। তাদের সকলেই নিজ নিজ রোগের চিকিৎসা নিচ্ছিল। ইতোমধ্যে ঐ যুবক হাকীমের সম্মুখে গিয়ে বলল, হাকীম সাহেব! আপনার কাছে কি এমন ঔষধও আছে, যা পাপসমূহকে ধৌত করে দেয়? হাকীম সাহেব উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আছে। যুবক বলল, দিন তো দেখি। হাকীম সাহেব বললেন, দশটি বিষয়ের সমন্বয়ে ঔষধ প্রস্তুত করে নাও। তা হল—

দারিদ্রের বৃক্ষের রস বিনম্রতার বৃক্ষের কষের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাও। এরপর তওবার ছাল নিয়ে রেজামন্দির হাম্বল-দস্তায় তা পিষিয়ে নাও। অতঃপর কানাআতের ছাকনি দিয়ে তা ছেকে নাও। অতঃপর তাকে পরহেজগারির হাড়িতে ঢেলে তার উপর 'হায়া' (লজ্জা)-এর পানি ঢেলে দাও। অতঃপর তাকে আল্লাহর ভালবাসার আগুনে জ্বাল দাও। এরপর তাকে শোকর-এর পেয়ালায় ঢেলে 'আশা' এর পাখা দ্বারা বাতাস করে তা শীতল করে নাও। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও ছানার চামচে করে তা প্রতিদিন পান কর। যদি এরকম করতে পার, তাহলে এ ঔষধ তোমাকে ইহকাল ও পরকালের সকল প্রকারের রোগ থেকে নিষ্কৃতি দিবে।

وَقِيلَ : جَمَعَ بَعْضُ الْمُلُوكِ خَمْسَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْحُكَمَاءِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ بِحِكْمَةٍ فَتَكَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحِكْمَتَيْنِ فَصَارَتْ عَشْرًا ـ فَقَالَ الْأَوَّلُ : خَوْفُ الْخَالِقِ أَمْنٌ وَأَمْنُهُ كُفْرٌ وَأَمْنُ الْمَخْلُوقِ عِتْقٌ وَخَوْفُهُ رِقٌّ وَقَالَ الثَّانِي : اَلرَّجَاءُ مِنَ اللهِ تَعَالَى غِنًى لَا يَضُرُّهُ فَقْرٌ وَالْيَأْسُ عَنْهُ فَقْرٌ لَا يَنْفَعُ مَعَهُ غِنًى : وَقَالَ الثَّالِثُ : لَا يَضُرُّ

مَعَ غِنَى الْقَلْبِ فَقْرُ الْكِيْسِ وَلَا يَنْفَعُ مَعَ فَقْرِ الْقَلْبِ غِنَى الْكِيْسِ . وَقَالَ الرَّابِعُ : لَا يَزْدَادُ غِنَى الْقَلْبِ مَعَ الْجُوْدِ إِلَّا غِنًى وَلَا يَزْدَادُ فَقْرُ الْقَلْبِ مَعَ غِنَى الْكِيْسِ إِلَّا فَقْرًا . وَقَالَ الْخَامِسُ : أَخْذُ الْقَلِيْلِ مِنَ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيْرِ مِنَ الشَّرِّ خَيْرٌ مِنْ أَخْذِ الْقَلِيْلِ مِنَ الْخَيْرِ .

বর্ণিত রয়েছে যে, এক বাদশাহ পাঁচজন আলেম– প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোককে তলব করলেন। তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, সকলেই যেন দুই দুইটি করে হিকমতপূর্ণ কথা বলে।

১. প্রথম জন বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার ভয় মানুষকে নাজাত দেয়। আর তার থেকে ভয়শূন্য হওয়া কুফুরী। অপরদিকে মাখলুক থেকে ভয়শূন্য হওয়া স্বাধীনতা আর তাকে ভয় করা গোলামী।

২. দ্বিতীয় জন বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আশা এত বড় স্বচ্ছলতা, যাকে কোন দরিদ্রতা বিনষ্ট করতে সক্ষম হয় না। অপরদিকে আল্লাহ্ থেকে হতাশ হওয়া এত বড় দরিদ্রতা, যার সঙ্গে কখনোই স্বচ্ছলতা অর্জিত হতে পারে না।

৩. তৃতীয় জন বললেন, অন্তর ধনী হলে, তার থলে খালি থাকলে কোন সমস্যা নেই। অপরদিকে অন্তর দরিদ্র হলে, থলে ভরা থাকলেও কোন ফায়দা নেই।

৪. চতুর্থ জন বললেন, দানশীলতা যদি দিলে স্বচ্ছলতার সঙ্গে হয়ে থাকে, তবে এ দানশীলতা ঐ স্বচ্ছলতাকে বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে ভাণ্ডার পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দিলে যদি দারিদ্র থাকে, তবে দারিদ্রতাই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কখনোই তা শেষ হবে না।

৫. পঞ্চম জন বললেন, সামান্য পুণ্য অর্জন করা অধিক মন্দ ত্যাগ করার চেয়ে উত্তম। অপরদিকে সকলপ্রকার খারাবী পরিহার করা সামান্য কল্যাণ অর্জন করার চেয়ে উত্তম।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেকে দুই দুইটি করে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলার দ্বারা দশটি নসিহত হয়ে গেল।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةُ أَصْنَافٍ مِنْ أُمَّتِيْ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ تَابَ أَوَّلُهُمُ الْقَلَّاعُ وَالْجَيُّوْفُ وَالْقَتَّاتُ وَالدَّيُّوْثُ

وَالدَّيُّوْثُ وَصَاحِبُ الْعَرْطَبَةِ وَصَاحِبُ الْكُوْبَةِ وَالْعُتُلُّ وَالزَّنِيْمُ وَالْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الْقَلَّاعُ؟ قَالَ: اَلَّذِىْ يَمْشِىْ بَيْنَ يَدَيِ الْأُمَرَاءِ. وَقِيْلَ مَا الْجَيُّوْفُ؟ قَالَ: اَلنَّبَّاشُ. وَقِيْلَ مَا الْقَتَّاتُ؟ قَالَ: اَلنَّمَّامُ. وَقِيْلَ مَا الدَّيُّوْبُ؟ قَالَ: اَلَّذِىْ يَجْمَعُ فِىْ بَيْتِهِ الْفَتَيَاتِ لِلْفُجُوْرِ وَقِيْلَ مَا الدَّيُّوْثُ؟ قَالَ: اَلَّذِىْ لَا يَغَارُ عَلٰى أَهْلِهِ وَقِيْلَ مَا صَاحِبُ الْعَرْطَبَةِ؟ قَالَ: اَلَّذِىْ يَضْرِبُ بِالطَّبْلِ. وَقِيْلَ مَا صَاحِبُ الْكُوْبَةِ؟ قَالَ اَلَّذِىْ يَضْرِبُ الطُّنْبُوْرَ. وَقِيْلَ مَا الْعُتُلُّ؟ قَالَ اَلَّذِىْ لَا يَعْفُوْ عَنِ الذَّنْبِ وَلَا يَقْبَلُ الْعُذْرَ وَقِيْلَ مَنِ الزَّنِيْمُ؟ قَالَ اَلَّذِىْ وُلِدَ مِنَ الزِّنٰى وَيَقْعُدُ عَلٰى قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ فَيَغْتَابُ النَّاسَ وَالْعَقُّ الْمَشْهُوْرُ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে থেকে দশ প্রকার লোক এরূপ, যারা তওবা ব্যতীত বেহেশতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। তারা হল—

(১) কল্লা (২) জুয়ূফ (৩) কাত্তাত (৪) দাবূব (৫) দাইয়ূস (৬) আরতাবা (৭) কূবা (৮) উতুল (৯) যানীম (১০) পিতা মাতার নাফরমান সন্তান।

কেউ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কল্লা কী? তিনি জবাবে বললেন, যারা বেদ্বীন শাসকদের সঙ্গে উঠাবসা করে। আরজ করা হল, জুয়ূফ কে? জবাবে তিনি বললেন, কাফন চোর। আরজ করা হল, কাত্তাত কে? জবাবে তিনি বললেন, চোগলখোর। আরজ করা হল, দাবূব কে? তিনি জবাবে বললেন, যারা যিনার আড্ডাখানা খুলে রেখেছে। আরজ করা হল, দাইয়ূস কারা? তিনি জবাবে বললেন, আত্মমর্যাদাবোধহীন ব্যক্তি, যাদের স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে উঠাবসা করা সত্ত্বেও তাদের আত্মমর্যাদায় কিঞ্চিত আঘাত লাগে না। আরজ করা হল, আরতাবা কারা? তিনি জবাবে বললেন, যেসব লোক ঢোল-তবলা বাজায়। আরজ করা হল, কূবা কারা? তিনি জবাবে বললেন, যারা বাদ্যযন্ত্র বাজায়। আরজ করা হল, উতুল কারা? তিনি জবাবে বললেন, যারা ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে না ও ওযর কবুল করে না। আরজ করা হল, যানীম কাকে বলে? তিনি জবাবে বললেন, জারজ সন্তান এবং যারা প্রকাশ্যে মানুষের গীবত করে বেড়ায়। আর দশম প্রকার তো প্রসিদ্ধই।

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشَرَةُ نَفَرٍ لَنْ يَقْبَلَ اللهُ تَعَالَى صَلَاتَهُمْ رَجُلٌ صَلَّى وَحِيْدًا بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَرَجُلٌ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ مَمْلُوْكٌ اٰبِقٌ وَرَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مُدْمِنٌ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا سَاخِطٌ عَلَيْهَا وَامْرَأَةٌ حُرَّةٌ تُصَلِّيْ بِغَيْرِ خِمَارٍ وَاٰكِلُ الرِّبٰى وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ وَرَجُلٌ لَا تَنْهَاهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَا يَزْدَادُ مِنَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا بُعْدًا.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দশ প্রকার লোকের নামায আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন না।

১. যে কেরাআত ব্যতীত একা একা নামায পড়ে।

২. যে যাকাত ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যাকাত প্রদান করে না।

৩. ঐ ব্যক্তি যে লোকদের ইমামতি করে অথচ লোকেরা তার প্রতি নারাজ।

৪. পলায়ণকারী গোলাম।

৫. শরাবপানে অভ্যস্ত।

৬. ঐ মহিলা যে এ অবস্থায় রাত কাটায় যে, তার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট।

৭. ঐ স্বাধীন মহিলা যে উড়না ব্যতীত নামায পড়ে।

৮. সুদখোর।

৯. অত্যাচারী বাদশাহ।

১০. ঐ ব্যক্তি যার নামায তাকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে বিরত না রাখে; বরঞ্চ আল্লাহ্ থেকে দূরত্বই পয়দা করে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْبَغِيْ لِلدَّاخِلِ فِي الْمَسْجِدِ عَشْرُ خِصَالٍ أَوَّلُهَا أَنْ يَتَعَاهَدَ خُفَّيْهِ أَوْ نَعْلَيْهِ وَأَنْ يَبْدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُمْنٰى وَأَنْ يَقُوْلَ إِذَا دَخَلَ بِسْمِ اللهِ وَسَلَامٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلٰى مَلَائِكَةِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ وَأَنْ يُسَلِّمَ عَلٰى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَقُوْلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ أَحَدٌ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ وَأَنْ يَقُوْلَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَلَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ وَأَنْ لَا يَعْمَلَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا وَلَا يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ الدُّنْيَا وَأَنْ لَا يَخْرُجَ حَتّٰى

يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَاَنْ لَّا يَدْخُلَ اِلَّا بِوُضُوْءٍ ، وَاَنْ يَقُوْلَ اِذَا قَامَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মসজিদে গমনকারী লোকের জন্য দশটি কাজ করা কর্তব্য।

১. আপন পা ও মোজাকে উত্তমরূপেদেখে নেয়া, যেনো তাতে কোন নাপাকী লাগা না থাকে।

২. প্রথমে ডান পা প্রবেশ করাবে। প্রবেশ করার সময় এ দু'আ পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مَلَائِكَةِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

৩. মসজিদে অবস্থানকারীদের সালাম দেয়া।

৪. সেখানে কেউ না থাকলে বলবে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُوْلُ اللّٰهِ.

৫. নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা।

৬. মসজিদে দুনিয়াবি কাজ না করা।

৭. মসজিদে দুনিয়াবি কথাবার্তা না বলা।

৮. মসজিদে প্রবেশ করার পর দুই রাকাআত নামায আদায় না করে বের না হওয়া।

৯. ওযুসহকারে প্রবেশ করা।

১০. মজলিস হতে উঠে দাঁড়ানোর সময় এ দু'আ পাঠ করবে—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ
وَفِيْهَا عَشْرُ خِصَالٍ : زَيْنُ الْوَجْهِ وَنُوْرُ الْقَلْبِ وَرَاحَةُ الْبَدَنِ وَ اُنْسٌ فِي الْقَبْرِ و مَنْزِلُ
الرَّحْمَةِ وَ مِفْتَاحُ السَّمَاءِ وَثِقْلُ الْمِيْزَانِ وَ مَرْضَاةُ الرَّبِّ وَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ وَ حِجَابٌ مِنَ النَّارِ
وَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নামায দীনের খুঁটি। এতে দশটি উপকারিতা রয়েছে।

১. মুখমন্ডলের সৌন্দর্য।
২. অন্তরের আলো।
৩. শরীরের আরাম।
৪. কবরের সঙ্গী।
৫. রহমত নাযিল হওয়ার কারণ।
৬. আকাশে চাবিকাঠি।
৭. দাঁড়িপাল্লা ভারি হওয়ার বস্তু।
৮. আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ।
৯. বেহেশতের মূল্য।
১০. দোযখ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর্দা।

যে ব্যক্তি নামায কায়েম করল, সে দীনকে প্রতিষ্ঠিত করল। আর যে ব্যক্তি তা নষ্ট করে দিল, সে দীনকে ধ্বংস করে দিল।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : اِذَا اَرَادَ اللهُ تَعَالٰى اَنْ يَّدْخُلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ فِى الْجَنَّةِ بَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ وَكِسْوَةٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَاِذَا اَرَادُوْا اَنْ يَّدْخُلُوْهَا قَالَ لَهُمُ الْمَلَكُ : قِفُوْا اِنَّ مَعِىْ هَدِيَّةٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ قَالُوْا وَمَا تِلْكَ الْهَدِيَّةُ ؟ فَيَقُوْلُ الْمَلَكُ هِىَ عَشَرَةُ خَوَاتِمَ مَكْتُوْبٌ عَلٰى اَحَدِهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ . وَفِى الثَّانِىْ مَكْتُوْبٌ رُفِعَتْ عَنْكُمُ الْاَحْزَانُ وَالْهُمُوْمُ . وَفِى الرَّابِعِ مَكْتُوْبٌ اَلْبَسْنَاكُمُ الْحُلَلَ وَالْحُلِىَّ . وَفِى الْخَامِسِ مَكْتُوْبٌ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ . اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُوْنَ . وَفِى السَّادِسِ مَكْتُوْبٌ هٰذَا جَزَاؤُكُمُ الْيَوْمَ بِمَا فَعَلْتُمْ مِّنَ الطَّاعَةِ وَفِى السَّابِعِ مَكْتُوْبٌ صِرْتُمْ شَبَابًا لَا تَهْرَمُوْنَ اَبَدًا . وَفِى الثَّامِنِ مَكْتُوْبٌ "صِرْتُمْ اٰمِنِيْنَ وَلَا تَخَافُوْنَ اَبَدًا" وَفِى التَّاسِعِ مَكْتُوْبٌ "رَافَقْتُمُ الْاَنْبِيَاءَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ" وَفِى الْعَاشِرِ مَكْتُوْبٌ "سَكَنْتُمْ فِىْ جِوَارِ الرَّحْمٰنِ ذِى الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ " ثُمَّ يَقُوْلُ الْمَلَكُ : اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ

فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَيَقُوْلُوْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَالِمِيْنَ ، وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّدْخُلَ اَهْلُ النَّارِ فِى النَّارِ بَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا وَمَعَهٗ عَشَرَةُ خَوَاتِمَ فِىْ اَوَّلِهَا مَكْتُوْبٌ : اُدْخُلُوْهَا لَا تَمُوْتُنَّ فِيْهَا اَبَدًا وَلَا تَحْيَوْنَ وَلَا تَخْرُجُوْنَ ، وَفِى الثَّانِىْ مَكْتُوْبٌ خُوْضُوْا فِى الْعَذَابِ لَا رَاحَةَ لَكُمْ ، وَفِى الثَّالِثِ مَكْتُوْبٌ : يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ وَفِى الرَّابِعِ مَكْتُوْبٌ : اُدْخُلُوْهَا فِى الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحُزْنِ اَبَدًا : وَفِى الْخَامِسِ مَكْتُوْبٌ لِبَاسُكُمُ النَّارُ وَطَعَامُكُمُ الزَّقُّوْمُ وَشَرَابُكُمُ الْحَمِيْمُ وَمِهَادُكُمُ النَّارُ وَغَوَاشِيْكُمُ النَّارُ ، وَفِى السَّادِسِ مَكْتُوْبٌ : هٰذَا جَزَاءُكُمُ الْيَوْمَ بِمَا فَعَلْتُمْ مِنْ مَعْصِيَتِىْ ، وَفِى السَّابِعِ مَكْتُوْبٌ : سُخْطِىْ عَلَيْكُمْ فِى النَّارِ اَبَدًا ، وَفِى الثَّامِنِ مَكْتُوْبٌ " عَلَيْكُمُ اللَّعْنَةُ بِمَا تَعَمَّدْتُمْ مِنَ الذُّنُوْبِ الْكَبَائِرِ وَلَمْ تَتُوْبُوْا وَلَمْ تَنْدَمُوْا وَفِى التَّاسِعِ مَكْتُوْبٌ " قُرَنَاءُكُمُ الشَّيَاطِيْنُ فِى النَّارِ اَبَدًا وَفِى الْعَاشِرِ مَكْتُوْبٌ : اِتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ وَاَرَدْتُّمُ الدُّنْيَا وَتَرَكْتُمُ الْاٰخِرَةَ فَهٰذَا جَزَاءُكُمْ ۔

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন বেহেশতীদেরকে বেহেশতে দাখেল করাতে চাইবেন, তখন এক ফেরেশতাকে বেহেশতী কাপড়ের পোশাক হাদিয়াস্বরূপ দিয়ে তার নিকট প্রেরণ করবেন। বেহেশতীরা যখন বেহেশতে প্রবেশ করার এরাদা করবে, তখন ফেরেশতারা বলবে, থাম, আমার কাছে তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি হাদিয়া রাখা আছে। বেহেশতী জিজ্ঞেস করবে, কী সেই হাদিয়া? ফেরেশতা বলবেন, এই যে দশটি আংটি।

১. একটির উপর লিপিবদ্ধ থাকবে—

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ۔

তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা অনন্তকালের জন্য আনন্দচিত্তে বেহেশতে প্রবেশ কর।

২. দ্বিতীয়টিতে লিপিবদ্ধ থাকবে—

رُفِعَتْ عَنْكُمُ الْأَحْزَانُ وَالْهُمُوْمُ

তোমাদের উপর হতে দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-দুর্দশা তুলে নেয়া হয়েছে।

৩. তৃতীয়টিতে লিপিবদ্ধ থাকবে—

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

এটা সেই বেহেশত সৎকর্মের দ্বারা তোমরা যার মালিক হয়েছ।

৪. চতুর্থটিতে লিপিবদ্ধ থাকবে—

اَلْبَسْنَاكُمُ الْحُلَلَ وَالْحُلِيَّ

আমি তোমাদেরকে অলঙ্কার ও পোশাকসমূহ পরিধান করালাম।

৫. পঞ্চমটিতে লিপিবদ্ধ থাকবে—

وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُوْنَ-

আমি তাদেরকে হুরে ঈনের সঙ্গে বিবাহ পড়িয়ে দিয়েছি, আমি তাদেরকে তাদের সবরের বিনিময় হিসেবে তা প্রদান করেছি। অবশ্যই তারাই হল সফলকাম।

৬. ষষ্ঠটিতে লিপিবদ্ধ থাকবে—

صِرْتُمْ شَبَابًا لَا تَهْرَمُوْنَ اَبَدًا

তোমরা চির যুবক হয়ে গেলে, আর কখনো তোমরা বৃদ্ধ হবে না।

৭. সপ্তমটিতে লিপিবদ্ধ থাকবে—

هٰذَا جَزَاؤُكُمُ الْيَوْمَ بِمَا فَعَلْتُمْ مِنَ الطَّاعَةِ

এটা তোমাদের সেই কাজের বিনিময়, যা তোমরা পৃথিবীতে আনুগত্য করেছ।

৮. অষ্টমটিতে লিপিবদ্ধ থাকবে—

صِرْتُمْ اٰمِنِيْنَ وَلَا تَخَافُوْنَ اَبَدًا

তোমরা অনন্তকালের জন্য নিরাপদ হয়ে গেছো, তোমরা আগামীতে আর কখনোই ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না।

৯. নবমটির উপর লিপিবদ্ধ থাকবে—

رَافَقْتُمُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ

তোমরা নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সালেহীনদের সাথি হয়ে গিয়েছো।

১০. এবং দশমটির উপর লিপিবদ্ধ থাকবে—

سَكَنْتُمْ فِيْ جِوَارِ الرَّحْمٰنِ ذِى الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

তোমরা আরশের অধিপতি মহান আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর পড়শীত্ব গ্রহণ করেছে।

এরপর ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলবে, তোমারা নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে বেহেশতে প্রবেশ কর। তারা বেহেশতে প্রবেশ করে বলবে, সমস্ত তা'রীফ ঐ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদের থেকে সকল দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল। সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পূরণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে এরূপ বেহেশতের অধিকারী বানিয়েছেন যে, আমরা তার যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নিজ ঠিকানা বানাতে পারি। আমলকারীদের জন্য কতই না উত্তম বিনিময়।

অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা যখন দোযখীদেরকে দোযখে পাঠানোর এরাদা করবেন, তখন তাদের কাছেও ফেরেশতা প্রেরণ করবেন। তাদের কাছেও দশটি আংটি থাকবে।

১. প্রথমটির উপর লিপিবদ্ধ থাকবে—

اُدْخُلُوْهَا لَا تَمُوْتُنَّ فِيْهَا اَبَدًا وَلَا تَحْيَوْنَ وَلَا تَخْرُجُوْنَ

তোমরা অনন্তকালের জন্য দোযখে প্রবেশ কর। আর কখনোই তোমরা এখান থেকে বের হবে না। এখানে তোমাদের মওত হবে না, শান্তির জীবনও পাবে না।

২. দ্বিতীয়টির উপর লিপিবদ্ধ থাকবে—

خُوْضُوْا فِى الْعَذَابِ لَا رَاحَةَ لَكُمْ

তোমরা আযাবে হাবুডুবু খেতে থাক, তোমাদের জন্য কোন আরাম নেই।

৩. তৃতীয়টির উপর লিপিবদ্ধ থাকবে—

يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ

তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে।

৪. চতুর্থটির উপর লিপিবদ্ধ থাকবে—

لِبَاسُكُمُ النَّارُ وَغَوَاشِيْكُمُ النَّارُ

তোমাদের লেবাসও আগুনের এবং তোমাদের আবরণও আগুনের।

৫. পঞ্চমটির উপর লিপিবদ্ধ থাকবে—

هٰذَا جَزَاؤُكُمُ الْيَوْمَ بِمَا فَعَلْتُمْ مِنْ مَّعْصِيَتِيْ

এটাই হল আজ তোমাদের ঐ পাপের পরিণতি যা তোমরা পৃথিবীতে করেছ।

৬. ষষ্ঠটির উপর লিপিবদ্ধ থাকবে—

اُدْخُلُوْهَا فِي الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحُزْنِ اَبَدًا

তোমরা দুশ্চিন্তা, দুর্দশা ও হতাশার দোযখে প্রবেশ কর।

৭. সপ্তমটিতে লিপিবদ্ধ থাকবে—

سَخَطِيْ عَلَيْكُمْ فِي النَّارِ اَبَدًا

দোযখে তোমাদের প্রতি অনন্তকাল আমার গোস্বা ও ক্রোধ নিপতিত হবে।

৮. অষ্টমটির উপর লিপিবদ্ধ থাকবে—

عَلَيْكُمُ اللَّعْنَةُ بِمَا تَعَمَّدْتُّمْ مِنَ الذُّنُوْبِ الْكَبَائِرِ وَلَمْ تَتُوْبُوْا وَلَمْ تَنْدَمُوْا.

তোমরা পৃথিবীতে যে পাপকাজ করেছ আর তার উপর তওবাও করনি এবং লজ্জিতও হওনি, কাজেই অদ্য তোমাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষিত।

৯. নবমটির উপর লিপিবদ্ধ থাকবে—

قُرَنَاؤُكُمُ الشَّيَاطِيْنُ فِي النَّارِ اَبَدًا

দোযখে তোমাদের চির সঙ্গী হল শয়তানের দল।

১০. দশমটির উপর লিপিবদ্ধ থাকবে—

اِتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ وَاَرَدْتُمُ الدُّنْيَا وَتَرَكْتُمُ الْاٰخِرَةَ فَهٰذَا جَزَاؤُكُمْ.

তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছ, দুনিয়াকে মাকসাদ বানিয়েছো এবং পরকালকে বর্জন করেছ। অতএব এটাই হল তোমাদের শাস্তি।

عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ: طَلَبْتُ عَشَرَةً فِيْ عَشَرَةِ مَوَاطِنَ فَوَجَدْتُهَا فِيْ عَشَرَةٍ اُخْرٰى: طَلَبْتُ الرِّفْعَةَ فِي التَّكَبُّرِ فَوَجَدْتُهَا فِي التَّوَاضُعِ وَطَلَبْتُ الْعِبَادَةَ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدْتُهَا فِي الْوَرَعِ وَطَلَبْتُ الرَّاحَةَ فِي الْحِرْصِ فَوَجَدْتُهَا فِي الزُّهْدِ وَطَلَبْتُ نُوْرَ الْقَلْبِ فِيْ صَلَاةِ النَّهَارِ جَهْرًا فَوَجَدْتُهٗ فِيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ سِرًّا وَطَلَبْتُ نُوْرَ الْقِيَامَةِ فِي الْجُوْدِ وَالسَّخَاوَةِ فَوَجَدْتُهٗ فِي الْعَطَشِ وَالصَّوْمِ وَطَلَبْتُ جَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ فِيْ اُضْحِيَّةٍ فَوَجَدْتُهَا فِي الصَّدَقَةِ وَطَلَبْتُ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ فِي الْمُبَاحَاتِ فَوَجَدْتُهَا فِيْ تَرْكِ الشَّهَوَاتِ وَطَلَبْتُ حُبَّ اللّٰهِ تَعَالٰى فِي الدُّنْيَا فَوَجَدْتُهَا فِيْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَطَلَبْتُ الْعَافِيَةَ فِي الْمَجَامِعِ فَوَجَدْتُهَا فِي الْعُزْلَةِ وَطَلَبْتُ نُوْرَ الْقَلْبِ فِي الْمَوَاعِظِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فَوَجَدْتُهَا فِي التَّفَكُّرِ وَالْبُكَاءِ.

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, আমি দশটি জিনিসকে দশটি জায়গায় অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু তা পেয়েছি অন্য দশ জায়গায়।

১. আমি মর্যাদা অনুসন্ধান করেছি অহংকারীর মাঝে, অথচ তা পেয়েছি বিনম্রতার মাঝে।

২. আমি এবাদতকে অনুসন্ধান করেছি নামাযের মধ্যে, অথচ তা পেয়েছি সন্দেহজনক খাবার থেকে নিবৃত্ত থাকার মাঝে।

৩. আমি আরামকে অনুসন্ধান করেছি লোভ-লালসার মাঝে, অথচ তা পেয়েছি বিমুখতা ও লোভহীনতার মাঝে।

৪. আমি অন্তরের নূর অনুসন্ধান করেছি দিনের স্বরবের নামাযের মাঝে, অথচ তা আমি পেয়েছি রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি নামাযের মাঝে।

৫. আমি কিয়ামতের আলো অনুসন্ধান করেছি উদারতা ও দান-সদ্‌কার মধ্যে, অথচ তা পেয়েছি রোযা ও পিপাসার্ত থাকার মাঝে।

৬. আমি পুলসিরাত আর হওয়ার উপায় অনুসন্ধান করেছি কুরবানি করার মাঝে, অথচ তা পেয়েছি দান-সদকা করার মাঝে।

৭. আমি দোযখ থেকে নাজাত পাওয়াকে অনুসন্ধান করেছি মুবাহ কাজে, অথচ তা প্রাপ্ত হয়েছি সন্দেহজনক জিনিস ত্যাগ করার মধ্যে।

৮. আমি আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা অনুসন্ধান করেছি দুনিয়ার মধ্যে, অথচ তা পেয়েছি আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরে।

৯. আমি প্রশান্তি অনুসন্ধান করেছি প্রকাশ্য সমাবেশে এবাদত করার মাঝে, অথচ তা পেয়েছি নির্জনতা ও একাকীত্বের মধ্যে।

১০. আমি আত্মিক নূর অনুসন্ধান করেছি ওয়াজ-নসিহত ও কুরআন পাঠের মাঝে, অথচ তা পেয়েছি চিন্তা-ফিকির এবং আল্লাহভীতির মধ্যে।

ফায়দা : উল্লেখ্য যে, এই বাণীটির কতিপয় বিষয় আপত্তিকর। কাজেই কথাটি বর্ণনা করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। এখানে কোন এবাদতকে অন্য এবাদতের তুলনায় খাটো করে দেখানো উদ্দেশ্য নয়।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : "وَإِذِ ابْتَلٰى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ" قَالَ : عَشْرُ خِصَالٍ مِّنَ السُّنَّةِ خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَخَمْسٌ فِي الْبَدَنِ فَأَمَّا فِي الرَّأْسِ فَهِيَ السِّوَاكُ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَالْحَلْقُ وَأَمَّا فِي الْبَدَنِ فَهِيَ نَتْفُ الْأِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ وَالْاِسْتِنْجَاءُ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আল্লাহ তা'আলার এরশাদ—

وَإِذِ ابْتَلٰى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, দশটি স্বভাব সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। তারমধ্যে পাঁচটি মাথার এবং পাঁচটি দেহে।

মাথায় পাঁচটি হল—

১। মিসওয়াক করা। ২। কুলি করা। ৩। নাকে পানি দেয়া। ৪। গোঁফ কাটা। ৫। মাথা মুণ্ডন করা।

দেহের পাঁচটির সুন্নাত হল—

১। বগল তলার লোম সাফ করা। ২। নখ কাটা। ৩। নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা। ৪। খৎনা করা ও ৫। ইস্তিঞ্জা করা।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
عَشْرَةً وَمَنْ سَبَّهُ مَرَّةً سَبَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشَرَ مَرَّاتٍ : اَلَا تَرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِلْوَلِيْدِ بْنِ
مُغِيْرَةَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ حِيْنَ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَّاحِدَةً سَبَّهُ اللّٰهُ عَشَرَ
مَرَّاتٍ فَقَالَ : وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ . هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ
عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ "
يَعْنِيْ يُكَذِّبُ بِالْقُرْاٰنِ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্‌পাক তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। আর যে ব্যক্তি তাঁকে একবার গালি দিবে আল্লাহ্‌পাক তাকে দশবার মন্দ বলেন। তোমরা ঐ কথা শুনতে পাওনি যা আল্লাহ্‌পাক ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যখন সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিয়েছিল। আল্লাহ্‌পাক তার বিষয়ে দশটি মন্দ বয়ান করেছেন। যা সূরা নূনে বর্ণিত হয়েছে। দোষগুলো হল—

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ

(১,২) আপনি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না, যে অধিক কসম খায় এবং সে অপদস্থ ও নিকৃষ্ট।

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ

(৩,৪) দোষচর্চাকারী ও চোগলখোর ব্যক্তি।

مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ

(৫) সৎকর্মে বাধা প্রদানকারী।

(৬,৭) مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ গুনাহকারী ও সীমা অতিক্রমকারী।

(৮,৯) عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ হারামী ও নাফরমান।

(১০) আর যখনই আমার কালামের আয়াত পাঠ করা হয়, তখনই বলে এটা তো পূর্বকালের ব্যক্তিদের কথা। অর্থাৎ, সে কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে।

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَدْهَمَ (رحمه الله) حِيْنَ سَاَلُوْهُ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ" وَاِنَّا نَدْعُوْا فَلَمْ يَسْتَجِبْ لَنَا . فَقَالَ مَاتَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ عَشَرَةِ اَشْيَاءٍ اَوَّلُهَا اَنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللهَ وَلَمْ تُؤَدُّوْا حَقَّهٗ وَقَرَاْتُمْ كِتَابَ اللهِ وَلَمْ تَعْمَلُوْا بِهٖ . وَادَّعَيْتُمْ عَدَاوَةَ اِبْلِيْسَ وَوَالَيْتُمُوْهُ . وَادَّعَيْتُمْ حُبَّ الرَّسُوْلِ وَتَرَكْتُمْ اَثَرَهٗ وَسُنَّتَهٗ وَادَّعَيْتُمْ حُبَّ الْجَنَّةِ وَلَمْ تَعْمَلُوْا لَهَا . وَادَّعَيْتُمْ خَوْفَ النَّارِ وَلَمْ تَنْتَهُوْا عَنِ الذُّنُوْبِ وَادَّعَيْتُمْ اَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوْا لَهٗ وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوْبِ غَيْرِكُمْ وَتَرَكْتُمْ عُيُوْبَ اَنْفُسِكُمْ وَتَاْكُلُوْنَ رِزْقَ اللهِ وَلَا تَشْكُرُوْنَ وَتَدْفِنُوْنَ مَوْتَاكُمْ وَلَا تَعْتَبِرُوْنَ.

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ.-কে যখন লোকেরা নিম্নের আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান—

اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

(তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব) অথচ আমরা তো ডাকছি, কিন্তু আল্লাহ্ তো আমাদের ডাকে সাড়া দেন না। এর জবাবে তিনি বলেন, দশ কারণে তোমাদের দিল মরে গিয়েছে।

১. তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করছো ঠিক অথচ তার হক আদায় কর নি।

২. তোমরা কালামুল্লাহ শরীফ তিলাওয়াত কর ঠিক– সে মোতাবেক আমল কর না।

৩. শয়তানকে তোমাদের দুশমন বলে দাবি কর, অথচ তাকে তোমরা বন্ধু বানিয়ে চলছ।

৪. তোমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার দাবি কর ঠিক– অথচ তোমরা তার সুন্নাতকে ছেড়ে বসেছ।

৫. তোমরা জান্নাতের ভালবাসার দাবি কর– অথচ জান্নাতের আমল কর না।

৬. দোযখের ভয় কর বলে দাবি কর, কিন্তু গুনাহ ত্যাগ কর না।

৭. মৃত্যু সত্য বলে স্বীকার কর, কিন্তু তার জন্য তোমরা কোন প্রস্তুতি গ্রহণ কর না।

৮. অন্যের দোষ অন্বেষণে ব্যস্ত থাক– অথচ নিজের দোষ মোটেও দেখো না।

৯. আল্লাহ্ তা'আলার রিযিক ভক্ষণ কর– কিন্তু তার শোকরিয়া আদায় কর না।
১০. নিজেদের মুর্দাকে দাফন কর– অথচ তাদের থেকে নসিহত গ্রহণ কর না।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ وَاَمَةٍ دَعَا بِهٰذَا الدُّعَاءِ فِي لَيْلَةِ عَرَفَةَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَهِيَ عَشْرُ كَلِمَاتٍ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِقَطِيْعَةِ رَحِمٍ اَوْ مَأْثَمٍ اَوَّلُهَا سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْاَرْضِ مُلْكُهُ سو قُدْرَتُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْبَرِّ سَبِيْلُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْهَوٰى رُوْحُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي النَّارِ سُلْطَانُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْاَرْحَامِ عَلْمُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِ الْقُبُوْرِ قَضَاءُهُ سُبْحَا نَ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمَاءَ بِلَا عَمَدٍ سُبْحَانَ الَّذِيْ وَضَعَ الْاَرْضَ وَ سُبْحَانَ الَّذِيْ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْهُ اِلَّا اِلَيْهِ.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহর যে কোন বান্দা কিংবা বান্দী যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ রাত্রে নিম্নলিখিত দু'আটি এক হাজার বার পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ঐ বান্দা বা বান্দী যা কিছু চাইবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিশ্চয়ই তা দান করবেন। হ্যাঁ, তবে যেন সে আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ অথবা কোন পাপকাজের দু'আ না করে। দু'আটি হল—

سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْاَرْضِ مُلْكُهُ وَقُدْرَتُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْبَرِّ سَبِيْلُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْهَوٰى رُوْحُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي النَّارِ سُلْطَانُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْاَرْحَامِ عِلْمُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْقُبُوْرِ بَضَاءُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمَاءَ بِلَا عَمَدٍ سُبْحَانَ الَّذِيْ وَضَعَ الْاَرْضَ وَسُبْحَانَ الَّذِيْ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْهُ اِلَّا اِلَيْهِ.

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِاِبْلِيْسَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ : كَمْ اُحِبَّاؤُكَ مِنْ اُمَّتِيْ ؟ قَالَ : عَشْرُ نَفَرٍ اَوَّلُهُمْ الْاِمَامُ الْجَائِرُ وَالْمُتَكَبِّرُ وَالْغَنِيُّ الَّذِيْ لَا يُبَالِيْ مِنْ اَيْنَ يَكْتَسِبُ الْمَالَ وَفِيْ مَاذَا يُنْفِقُ و الْعَالِمُ

الَّذِىْ صَدَّقَ الْاَمِيْرَ عَلٰى جَوْرِهٖ وَالتَّاجِرُ الْخَائِنُ وَالْمُحْتَكِرُ وَالزَّانِىْ وَاٰكِلُ الرِّبَا وَالْبَخِيْلُ الَّذِىْ لَايُبَالِىْ مِنْ اَيْنَ يَجْمَعُ الْمَالَ وَشَارِبُ الْخَمْرِ مُدْمِنٌ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَمْ اَعْدَاؤُكَ مِنْ اُمَّتِىْ ؟ قَالَ : عِشْرُوْنَ نَفَرًا اَوَّلُهُمْ اَنْتَ يَا مُحَمَّدُ فَاِنِّىْ اُبْغِضُكَ وَالْعَالِمُ الْعَامِلُ بِالْعِلْمِ وَحَامِلُ الْقُرْاٰنِ اِذَا عَمِلَ بِمَا فِيْهِش وَالْمُؤَذِّنُ لِلّٰهِ فِىْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَمُحِبُّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْيَتَامٰى وَذُوْ قَلْبٍ رَحِيْمٍ وَالْمُتَوَاضِعُ لِلْحَقِّ وَشَابٌّ نَشَا فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاٰكِلُ الْحَلَالِ وَالشَّابَّانِ الْمُتَحَابَّانِ فِى اللّٰهِ وَالْحَرِيْصُ عَلٰى الصَّلَاةِ فِى الْجَمَاعَةِ وَالَّذِىْ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَالَّذِىْ يُمْسِكُ نَفْسَهٗ عَنِ الْحَرَامِ وَالَّذِىْ يَنْصَحُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : يَدْعُوْ لِاَخْوَانٍ) وَلَيْسَ فِىْ قَلْبِهٖ شَىْءٌ وَالَّذِىْ يَكُوْنُ اَبَدًا عَلٰى وُضُوْءٍ وَسَخِىٌّ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالْمُصَدِّقُ رَبَّهٗ بِمَا ضَمِنَ اللّٰهُ لَهٗ وَالْمُحْسِنُ اِلٰى مَسْتُوْرَاتِ الْاَرَامِلِ وَالْمُسْتَعِدُّ لِلْمَوْتِ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবলিসকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে তোর বন্ধু কত জন? জবাবে সে বলতে লাগলো দশজন।

১. অত্যাচারী বাদশাহ,
২. অহংকারী
৩. ঐ সম্পদশালী ব্যক্তি যে এ- বিষয়ের কোন পরোয়া করে না যে, মাল কিভাবে উপার্জন করছে এবং কিভাবে তা খরচ করছে।
৪. ঐ আলেম যে রাজা-বাদশাহদের অত্যাচারের সমর্থন করে।
৫. খেয়ানতকারী ব্যবসায়ী।
৬. অবৈধভাবে সম্পদ কুক্ষিগতকারী।
৭. যিনাকার
৮. সুদখোর
৯. ঐ বখিল যে এ- বিষয়ের পরোয়া করে না যে, সম্পদ কোত্থেকে জমা করছে।
১০. শরাবপানে অভ্যস্ত।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে তোর দুশমন কয়জন? সে জবাবে বললো, বিশ জন।

১. তারমধ্যে থেকে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হলেন আপনি।

২. ঐ আলেম যে আপন ইলম মোতাবেক আমল করে।

৩. ঐ হাফেজে কুরআন যে কুরআনের উপর আমল করে।

৪. ঐ মুয়াজ্জিন, যে আল্লাহর রেজামন্দি অর্জনের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান দেয়।

৫. যারা ফকীর-মিসকীন ও এতীমদেরকে মুহাব্বত করে।

৬. কোমল হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি।

৭. হক কবুলকারী ব্যক্তি।

৮. যারা যৌবনে আল্লাহর এবাদত করে।

৯. হালাল মাল ভক্ষণকারী ব্যক্তি।

১০. ঐ দুই ব্যক্তি, যারা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই এক অপরে মহব্বত রাখে।

১১. যারা জামাতে নামায আদায়ে সবসময় যত্নবান থাকে।

১২. যারা ঐ সময় নামায আদায় করে, যখন অন্যান্য লোকেরা নিদ্রায় বিভোর থাকে। অর্থাৎ, যারা তাহাজ্জুদ আদায় করে।

১৩. যারা নিজেকে হারাম থেকে নিবৃত্ত রাখে।

১৪. জনগণের মঙ্গলকামনাকারী। যারা নিঃস্বার্থ হয়ে অন্য ভাইয়ের জন্য নেক দু'আ করে।

১৫. যারা সর্বদা ওযুর সাথে থাকে।

১৬. দানশীল ও উদার ব্যক্তি।

১৭. উত্তম আখলাকের অধিকারী ব্যক্তি।

১৮. যারা আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বিষয়ের জিম্মাদার হয়েছেন, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্য বলে জ্ঞান করে।

১৯. যারা বিধবা মহিলাদের খবরা খবর নেয়।

২০. যারা পরিপূর্ণ মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ : مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرَاتِ مَنْ تَزَوَّدَ فِي الدُّنْيَا صَارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَحْمُوْدًا عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ وَمَنْ تَرَكَ حُبَّ الرِّيَاسَةِ صَارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَزِيْزًا عِنْدَ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ وَمَنْ تَرَكَ الْفُضُوْلَ فِي الدُّنْيَا صَارَ نَاعِمًا فِي الْاَبْرَارِ وَمَنْ تَرَكَ الْخُصُوْمَةَ فِي الدُّنْيَا صَارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْفَائِزِيْنَ وَمَنْ تَرَكَ الْبُخْلَ فِي الدُّنْيَا صَارَ مَذْكُوْرًا عِنْدَ رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّاحَةَ فِي الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جِوَارِ الْاَنْبِيَاءِ وَمَنْ تَرَكَ النَّظَرَ فِي الْحَرَامِ فِي الدُّنْيَا اَفْرَحَ اللهُ عَيْنَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْغِنٰى فِي الدُّنْيَا وَاخْتَارَ الْفَقْرَ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْوَلِيِّيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَمَنْ قَامَ بِحَوَائِجِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا قَضَى اللهُ تَعَالٰى حَوَائِجَهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَكُوْنَ فِي قَبْرِهٖ مُؤْنِسٌ فَلْيَقُمْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَلْيُصَلِّ وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَكُوْنَ فِي ظِلِّ عَرْشِ الرَّحْمٰنِ فَلْيَكُنْ زَاهِدًا وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَكُوْنَ حِسَابُهٗ يَسِيْرًا فَلْيَكُنْ نَاصِحًا لِنَفْسِهٖ وَاِخْوَانِهٖ وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَكُوْنَ الْمَلَائِكَةُ زَائِرِيْنَ (بِهٖ) فَلْيَكُنْ وَرِعًا وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَكُوْنَ فِي بُحْبُوْحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَكُنْ ذَاكِرَ اللهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَلْيَتُبْ اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَكُوْنَ غَنِيًّا فَلْيَكُنْ رَاضِيًا بِمَا قَسَمَ اللهُ تَعَالٰى وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَكُوْنَ مَعَ اللهِ فَقِيْهًا فَلْيَكُنْ خَاشِعًا وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَكُوْنَ حَكِيْمًا فَلْيَكُنْ عَلِيْمًا وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَكُوْنَ سَالِمًا مِنَ النَّاسِ فَلَا يَذْكُرْ اَحَدًا اِلَّا بِخَيْرٍ وَلْيَعْتَبِرْ فِيْهَا (النَّاسَ) مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خُلِقَتْ وَلِمَاذَا خُلِقَتْ وَمَنْ اَرَادَ الشَّرَفَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَخْتَرِ الْاٰخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَمَنْ اَرَادَ الْفِرْدَوْسَ وَالنَّعِيْمَ الَّذِيْ لَا يَفْنٰى لَا يُضِيْعُ عُمْرَهٗ فِي فَسَادِ الدُّنْيَا وَمَنْ اَرَادَ الْجَنَّةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِالسَّخَاوَةِ لِاَنَّ السَّخِيَّ قَرِيْبٌ اِلَى الْجَنَّةِ وَبَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَكُوْنَ لَدَيْهِ بَدَنٌ صَابِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ خَاشِعٌ فَعَلَيْهِ بِكَثْرَةِ الْاِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

হযরত ওয়াহব ইবনে মুনাব্বাহ রহ. বলেন, তাওরাত কিতাবে লেখা রয়েছে—

১. যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকেই পরকালের পাথেয় যোগাড় করবে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে রেহাই পাবে।

২. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে হিংসাবৃত্তি বর্জন করবে, কেয়ামতের মাঠে সমগ্র মাখলুকের সম্মুখে তার প্রশংসা করা হবে।

৩. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে সরদার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করবে, কেয়ামতের মাঠে সে রাজাধিরাজ আল্লাহ্ তা'আলার সামনে ইয্যতওয়ালা হবে।

৪. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অহেতুক কথোপকথন পরিহার করবে, সে পূণ্যবানদের দলভুক্ত হবে এবং পরিতৃপ্ত হবে।

৫. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ঝগড়া-বিবাদ বর্জন করবে, সে কেয়ামতের দিন সফল লোকদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে।

৬. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে বখিলতা বর্জন করবে, কেয়ামতের মাঠে সমস্ত মাখলুকের সামনে তার কথা আলোচিত হবে।

৭. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্য-প্রিয়তা পরিহার করবে, কেয়ামতের দিন সে আনন্দিত হবে।

৮. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে হারাম ত্যাগ করবে, সে কেয়ামতের দিন নবীগণের প্রতিবেশী হবে।

৯. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত জিনিসকে দেখা বর্জন করবে, আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন তাকে বেহেশতের আনন্দদায়ক দৃশ্যাবলী দেখিয়ে তার দু'চোখকে শীতল করে দিবেন।

১০. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মালদারী পরিহার করে দারিদ্রতার জীবন অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কেয়ামতের দিন নবীগণ ও ওলীগণের সঙ্গে উঠাবেন।

১১. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহকাল ও পরকালে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন।

১২. যে ব্যক্তি এই আশা করে যে, কবর জগতে কেউ তার সঙ্গে আনন্দ বিনোদন করুক, তাহলে সে যেন রাত্রির অন্ধকারে দন্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করে।

১৩. যে ব্যক্তি এই আশা করে যে, সে রহমানের আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে, তাহলে সে যেন দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাহেদ হয়ে যায়।

১৪. যে ব্যক্তি এই আশা করে যে, তার হিসাব-নিকাশ যেন সহজ হয়, তাহলে সে যেন নিজেকে এবং অপর ভাইকে সদোপদেশ দান করে।

১৫. যে ব্যক্তি এই আশা করে যে, ফেরেশতাগণ তার সঙ্গে সাক্ষাত করুক, তাহলে সে যেন পরহেজগার হয়ে যায়।

১৬. যে ব্যক্তি বেহেশতের মাঝখানে নিজের ঠিকানা বানাতে আগ্রহী, সে যেন দিবারাত্রে আল্লাহর যিকির করে।

১৭. যে ব্যক্তি ধনবান হতে চায়, সে যেন আল্লাহ্ তা'আলার বণ্টনকৃত তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

১৮. যে ব্যক্তি হিসাব-নিকাশ ছাড়াই বেহেশতে প্রবেশ করতে আগ্রহী, সে যেন পাকাপোক্ত তওবা করে নেয়।

১৯. যে ব্যক্তি দীনের সহীহ বুঝ পেতে চায়, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবাদত করে।

২০. যে ব্যক্তি হিকমতওয়ালা হতে চায়, সে যেন ইলম হাসিল করে।

২১. যে ব্যক্তি লোকদের থেকে নিরাপত্তা আশা করে, সে যেন প্রত্যেকের ভাল আলোচনা করে এবং একথা ভেবে নসিহত গ্রহণ করে যে, আমি কী দিয়ে তৈরি হয়েছি, আর কোন উদ্দেশ্যে আমাকে বানানো হয়েছে।

২২. যে ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে সম্মান প্রত্যাশা করে, সে যেন পরকালকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়।

২৩. যে ব্যক্তি জান্নাতুল ফেরদাউসের এবং এমন নেয়ামতের আশাবাদী হয় যার কোনদিন শেষ নেই, তবে সে যেন দুনিয়ার পেছনে আপন যিন্দেগীকে বরবাদ না করে।

২৪. যে ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে জান্নাত প্রত্যাশা করে, সে যেন উদারতা প্রদর্শন করে। কেননা, উদার ও দানবীর ব্যক্তিগণ জান্নাতের নিকটবর্তী হয় এবং দোযখ হতে দূরে থাকে।

২৫. যে ব্যক্তি এই আশা করে যে, তার অন্তর পরিপূর্ণ নূর দ্বারা আলোকিত হোক, তাহলে যেন সে খুব চিন্তা-ভাবনা করে এবং উত্তম অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়।

২৬. যে ব্যক্তি এই আশা করে যে, তার জন্য একটি সবরকারী শরীর, যিকিরকারী জবান এবং ভীত অন্তর হয়ে যাক, সে যেন সকল মু'মিন-মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অধিক পরিমাণে এস্তেগফার করে।

সমাপ্ত